NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ ভোটের আগে স্বস্তি, মে মাসে তলব সুজিত বসুকে

ভোটের আগে স্বস্তি, ১ মে ফের তলব সুজিত বসুকে ৩

কলকাতা ২৪ এপ্রিল ২০২৬ ১০ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩১২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 24.04.2026, Vol.19, Issue No. 312, 8 Pages, Price 3.00

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাওড়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মেগা রোড শো। বেলুড় মঠের পুণ্যভূমি থেকে শুরু হয়ে সালকিয়া মোড় পর্যন্ত বিস্তৃত কয়েক কিলোমিটার পথ কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল এই রোড শোয়ে মানুষের ঢলে। গেরুয়া আবির আর জয়ধ্বনি মিলেমিশে এক অভূতপূর্ব আবহের সৃষ্টি করে। রাস্তার দু'ধারে বাড়ির ছাদ থেকে বারান্দা-সর্বত্রই ছিল শুধু মানুষের ভিড়।

ভোটদানে ইতিহাস

স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ হার বাংলায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটেই বাংলার ইতিহাস নতুন করে লেখা হয়ে গেল। একেবারে সর্বকালীন রেকর্ড। ২০১১ সালের রেকর্ডকেও ছাপিয়ে গেল ২০২৬ সালের ভোট। সন্ধ্যা ৬ টা অর্থাৎ ভোট শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ৯০ শতাংশের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। ওই সময়তেও একাধিক বুথে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ছিল। ফলে ভোটের হার আরও কিছুটা বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। স্বাধীনতার পর বাংলায় এটাই সর্বোচ্চ ভোটদানের হার বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নন্দীগ্রামে, যেখানে নজর ছিল সবচেয়ে বেশি, সেখানে ভোট পড়েছে ৯০.৩ শতাংশ।

এই পরিসংখ্যান শুধু ২০১১ সালের 'পরিবর্তন'-এর রেকর্ডই ভেঙে দেয়নি, ভেঙে দিয়েছে বাংলার ভোট-অভ্যাস নিয়েও তৈরি হওয়া বহু পুরনো ধারণা। এতদিন ২০১১ সালের ৮৪ শতাংশ ভোটদানকেই রাজ্যের সর্বোচ্চ বলে ধরা হত। তার আগে ১৯৯৬ সালে ভোট পড়েছিল প্রায় ৮৩ শতাংশ। ২০০১ সালে তা নেমে আসে প্রায় ৭৫ শতাংশে। তবে সেই পতন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ২০০৬ সালে ভোটদানের হার ফের চড়তে শুরু করে, পৌঁছে যায় প্রায় ৮০ শতাংশে। আর ২০১১-তে তা নতুন শিখরে ওঠে।

বাংলার ভোটের এই চড়াই-ই ২০১৬ এবং ২০২১ সালেও বজায় ছিল। দুই নির্বাচনেই ভোটের হার ছিল ৮২ শতাংশের আশেপাশে। তবে সেই পরিসংখ্যানকে ঘিরে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন তুলেছেন পর্যবেক্ষক ও বিশ্লেষকদের একাংশ। তাঁদের বক্তব্য, ভোটের হার যতটা দেখানো হত, তার মধ্যে কিছু অংশে 'জল' থাকত। মৃত ভোটার, ভুয়ো নাম, ডুপ্লিকেট এন্ট্রি, বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট;এই সবকিছুরই ছায়া পড়ত বলে অভিযোগ। যদিও সেই বিতর্কিত ছবির বাইরে গিয়ে বাংলার ভোটদানের হার যে দেশের নিরিখে সবসময়ই উঁচু, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।

এবার সেই ছবিতে বদল আনার চেষ্টা করেছে নির্বাচন কমিশন। বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে মৃত ও ডুপ্লিকেট নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ভোটগ্রহণের সময় বুথে বুথে কড়াকড়ি বাড়ানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পাশাপাশি ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে অধিকাংশ কেন্দ্রে। কমিশনের দাবি, এর ফলে অনিয়মের সুযোগ অনেকটাই কমেছে।

সেই প্রেক্ষিতেই প্রথম দফার এই রেকর্ড। বিকেল ৫টা পর্যন্ত যা ভোট হয়েছে, তা শুধু রাজ্যের নয়, গোটা দেশের নির্বাচন-চর্চাতেও নতুন দিশা দেখাচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকেই। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারও ভোটদানের এই বিপুল হারকে স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ বলে উল্লেখ করে পশ্চিমবঙ্গ ও তামিলনাড়ুর ভোটারদের স্যালুট জানিয়েছেন। ভোটের এই সাড়া রাজনৈতিক শিবিরকেও উজ্জীবিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভোটের এই বিপুল অংশগ্রহণকে স্বাগত জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকাকে প্রশংসা করেছেন। অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভোটারদের এই উৎসাহকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

তবে প্রথম দফার সার্বিক শান্তিপূর্ণ ভোটের ছবির মাঝেই উঠে এসেছে অশান্তির একাধিক ঘটনা। মুর্শিদাবাদের নওদা এলাকায় তৃণমূল ও এএইউজেপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, পাথর ছোড়াছুড়ি এবং কাঁচা বোমা বিস্ফোরণের অভিযোগে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই ঘটনায় কয়েকজন আহত হন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। আসানসোলে বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। উত্তর দিনাজপুরে এক বিজেপি প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগও সামনে আসে। শিলিগুড়ি ও অন্যান্য এলাকায় তৃণমূল-বিজেপি কর্মীদের মধ্যে বচসা ও সংঘর্ষের খবর মিলেছে। এছাড়া কিছু এলাকায় ভোটারদের ভয় দেখানো, প্রক্সি ভোট এবং ইভিএম নিয়ে সমস্যার অভিযোগও জমা পড়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে। নন্দীগ্রাম-সহ কয়েকটি অশান্তি প্রবণ কেন্দ্রে উত্তেজনা বাড়ার আশঙ্কায় অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হয়।

'পরিবর্তনের ঝড় বইছে'

দেবাশিস দে ■ কাকদ্বীপ

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুরে অনুষ্ঠিত হল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এক বিশাল নির্বাচনী জনসভা। প্রথম দফার ভোটের আগে এই সভা ঘিরে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। জনসমুদ্র দেখে অভিভূত প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আপনাদের এই উপস্থিতিই প্রমাণ করছে, ৪ মে পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন আসছে।'

সভা মঞ্চ থেকে তিনি দাবি করেন, গ্রাম থেকে শহর, রাস্তা থেকে গলিতে গলিতে, মানুষ যেভাবে ভোট দিতে বেরিয়ে আসছেন, তা গোটা দেশ প্রত্যক্ষ করছে। তাঁর কথায়, 'এই উৎসাহই জানিয়ে দিচ্ছে বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। আগামী ১০ দিনের মধ্যেই রাজ্যের সর্বত্র পদ্মফুল ফুটবে।'

নতুন ভোটারদের উদ্দেশে সরাসরি আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'তৃণমূল সরকারকে সরানোর এটাই সঠিক সময়।' পাশাপাশি সভায় মহিলাদের ব্যাপক উপস্থিতি নিয়েও তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, 'আপনাদের ভালোবাসা আমার কাছে শিরোধার্য। বাংলার মহিলারা আর অন্যায়-অবিচার মেনে নেবেন না।'

রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, সন্দেশখালির মতো ঘটনায় মহিলাদের অসম্মান হয়েছে এবং এই ঘটনাগুলি রাজ্য সরকারের 'মহিলা বিরোধী' চেহারা সামনে এনে দিয়েছে। তাঁর দাবি, 'তৃণমূলের শাসনে বাংলার মহিলারা বঞ্চিত হয়েছেন। তাই এবার আওয়াজ তুলতে হবে, আর নয়, বদল চাই।'

উন্নয়নের ইস্যুতেও সরব হন প্রধানমন্ত্রী। গঙ্গাসাগরে সেতু নির্মাণ, ঘাটাল প্রধান পরিকল্পনা, বৃহৎ খাদ্য উদ্যান ও শিল্প স্থাপনের মতো একাধিক প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, 'প্রতিবার নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, কিন্তু পরে সেগুলি আর বাস্তবায়িত হয় না। শুধু ভাষণ আর প্রতারণাই চলছে।' মথুরাপুরের জনসভায় দাঁড়িয়ে বদলের সুর আরও জোরালো করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম দফার ভোট চলাকালীনই তাঁর কণ্ঠে ধরা পড়ল প্রবল আত্মবিশ্বাস, রাজ্যে পালাবদল আসন্ন বলেই দাবি তাঁর। সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেন, 'বাংলায় এখন পরিবর্তনের ঝড় বইছে। মানুষের মনে ভয় কমছে, ভরসা বাড়ছে।' তাঁর দাবি, বিপুল ভোটদানই সেই ইঙ্গিত বহন করছে। বিশেষ করে নারী ও যুব সমাজের অংশগ্রহণকে তিনি এই পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে তুলে ধরেন।

'এটা জনগণ ঠিক করবে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রথম দফার ভোটের দিনেও জোরদার প্রচার চালিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বঙ্গে ভোটের প্রথম দিনও রাজনৈতিক প্রচারে উষ্ণ হয়ে উঠল। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দিনভর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষ্ণনগর, মথুরাপুর ও হাওড়ায় জনসভা করেছেন। সভাগুলি থেকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই তৃণমূলকে একের পর এক আক্রমণে বিদ্ধ করেছেন তিনি। এবার পালটা জনসভায় তা নিয়ে পালটা আক্রমণ শানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেলে চৌরঙ্গীতে দলের প্রার্থী নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে সভা করতে গিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'কোন সাহসে ভোটের দিন এসে এখানে প্রচার করছে! এসেছে হাওয়া গরম করতে।'

মমতা বলেন, 'আজ সকাল থেকে এসেছিল গরম করতে। বিজেপির এজেন্ট তো নেই। ও তো এজেন্সি। চমকাতে এসেছিল প্রশাসনকে, যাঁরা এখন ওঁদের হয়ে কাজ করছেন তাঁদের।' বিজেপি-কে নিশানা করে মমতা বলেন, 'ভোটের দিন এখানে এসে বলছেন আপনারা জিতছেন! কী ভাবে বলছেন? এটা তো জনগণ ঠিক করবে। মহামূর্খ হন কী ভাবে। তা হলে কি ইভিএম মেশিন ফিট করে রেখে দিয়েছেন? না হলে বলেন কী ভাবে যত ভোট পড়ছে সব আপনার?'

ঝাড়গ্রামে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঝালমুড়ি খাওয়া নিয়ে আবার কটাক্ষ করলেন মমতা। তিনি বলেন, 'আমি যদি কোনও দোকানে যাই তবে স্বতস্ফূর্ত ভাবে যাব। আগে থেকে নিশ্চয়ই টিভি ক্যামেরা ফিট করা থাকবে না। দোকানে আগে থেকে টিভি ক্যামেরা ফিট রেখেছিল। সিকিউরিটি দিয়ে ঝালমুড়ি বাড়ি থেকে বানিয়ে এনেছিল। পকেট থেকে সাজানো চকচকে নোট বার করেছিল।' তার পরেই মোদীর উদ্দেশে মমতা বলেন, 'এখন বলছে জিতে ঝালমুড়ি খাবেন। আপনাকে ভেলপুরি পাঠাব। দিল্লিতে পাওয়া যায়। ওখানে ঝালমুড়ি পাওয়া যায় না। আপনি ১০ টাকা নিয়ে এসেছেন।'

আইপ্যাক মামলায় সুপ্রিম-তর্ক

নয়াদিল্লি, ২৩ এপ্রিল: আই-প্যাক সংক্রান্ত মামলায় শীর্ষ আদালতে শুনানির সময় তীব্র সওয়াল-জবাবের মাঝে কেন্দ্রীয় সংস্থার অবস্থান স্পষ্ট হয়ে উঠল। আদালত প্রশ্ন তোলে, সংশ্লিষ্ট আধিকারিকেরা আদৌ সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত কি না। এর জবাবে কেন্দ্রের পক্ষের আইনজীবী তুষার মেহতা জানান, 'নথি তাঁদের হাত থেকেই কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাই তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।'

শুনানিতে তিনি আরও দাবি করেন, 'রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা কার্যত ভেঙে পড়েছে, তদন্ত করতে গিয়ে আধিকারিকেরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।' তাঁর অভিযোগ, তল্লাশির সময় মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি ছিল 'অস্বাভাবিক', এমনকি শীর্ষ পুলিশ কর্তার উপস্থিতিকেও তিনি একইভাবে ব্যাখ্যা করেন।

কেন্দ্রের তরফে আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, 'মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যের পুলিশপ্রধান ও নগর পুলিশের প্রধানের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হোক।' প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়ার কথাও বলা হয়। অন্যদিকে, শুনানির শুরুতেই রাজ্য ও কেন্দ্রের আইনজীবীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। আদালত অবশ্য স্পষ্ট করে দেয়, তারা সব পক্ষের বক্তব্য শুনেই সিদ্ধান্ত নেবে।

এদিকে, আদালতের অপব্যবহার করা হচ্ছে বলে, আইপ্যাক মামলায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন রাজ্যের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী। মামলায় আইনজীবীর সওয়াল, মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সওয়াল করা হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে এমন কিছু যুক্তি দেখানো হচ্ছে তাতে স্পষ্ট আদালতের অপব্যবহার করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আদালতকে যাতে রাজনৈতিক প্রচারের অস্ত্র না করা হয় সেই আবেদনও জানান মেনকা গুরুস্বামী। পাশাপাশি কেন্দ্রের আইনজীবীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। যদিও ইডির পালটা দাবি, বাংলার আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। আইনের শাসন কীভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে তা তুলে ধরার কথা জানান কেন্দ্রের অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তথা ইডির আইনজীবী তুষার মেহতা।

'মমতাকে টাটা-বাই বাই করো'

মহেশ্বর চক্রবর্তী ■ আরামবাগ

শুরু হয়েছে ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। দু'দফায় অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট সম্পন্ন হলো বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল। ১৬ জেলার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণের মধ্যেই রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে পৌঁছয়। এই আবহেই হুগলির আরামবাগের মায়াপুরে বিশাল জনসভা করে নির্বাচনী প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আরামবাগের মায়াপুর বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাঠে আয়োজিত 'বিজয় সংকল্পসভা' ঘিরে ছিল কড়া নিরাপত্তা। আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হেমন্ত বাগ এবং পুরশুড়ার প্রার্থী বিমান ঘোষের সমর্থনে এই সভায় বক্তব্য রাখেন শাহ। সভার শুরুতেই তিনি সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের নাম উচ্চারণ করে বক্তব্য শুরু করেন।

ভোটের মঞ্চ থেকে একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান, অন্যদিকে তেমনি একাধিক উন্নয়নমূলক প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। বিশেষ করে কৃষকদের দুরবস্থার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বাংলায় আলুর সঠিক দাম না পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের নীতিকেই দায়ী করেন। তাঁর দাবি, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় চাষিরা ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন না। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বীজ উৎপাদন কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং আলু প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, বিশেষত চিপস কারখানা তৈরির মাধ্যমে কৃষকদের আয়ের পথ খুলে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। শুধু কৃষি নয়, আইনশৃঙ্খলা এবং মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়েও সরব হন শাহ। সন্দেশখালি-সহ একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে তিনি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পাশাপাশি দুর্নীতি, চাকরির সংকট এবং রাজনৈতিক হিংসার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সভা থেকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, আসন্ন ভোটে বিজেপিকে জিতিয়ে আনতে হবে। একইসঙ্গে বিরোধীদের উদ্দেশে কড়া হুঁশিয়ারিও শোনা যায় তাঁর বক্তব্যে, যা নির্বাচনী আবহকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। এদিন পুরশুড়ায় আরও একটি সভায় শাহ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'দিদির গুন্ডাদের বলে যাচ্ছি, ২৯ তারিখে তারা যেন ঘরের বাইরে না বার হয়'। মহিলাদের উদ্দেশে শাহের বার্তা, '৫ তারিখের পর, সন্ধ্যা ৭টা তো দূর, মাঝরাতেও যদি কোনও অল্পবয়সি মেয়ে বাড়ির বাইরে বার হয়, তা হলেও কোনও গুন্ডার হিম্মত হবে না তার দিকে চোখ তুলে তাকানোর।' অন্যদিকে, বলাগড়ের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে সভা করেন অমিত শাহ। ভোটের ফল নিয়ে এদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেন অমিত শাহ। তিনি জানান, ৫ মে বিজেপির রাজ্যে সরকার গড়ছে আর দিদি ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যাচ্ছে। হুঁশিয়ারির সুরে শাহ বলেন, 'মমতাকে টাটা-বাই বাই করো, সিন্ডিকেটবাজদের উল্টো করে সোজা করা হবে।'

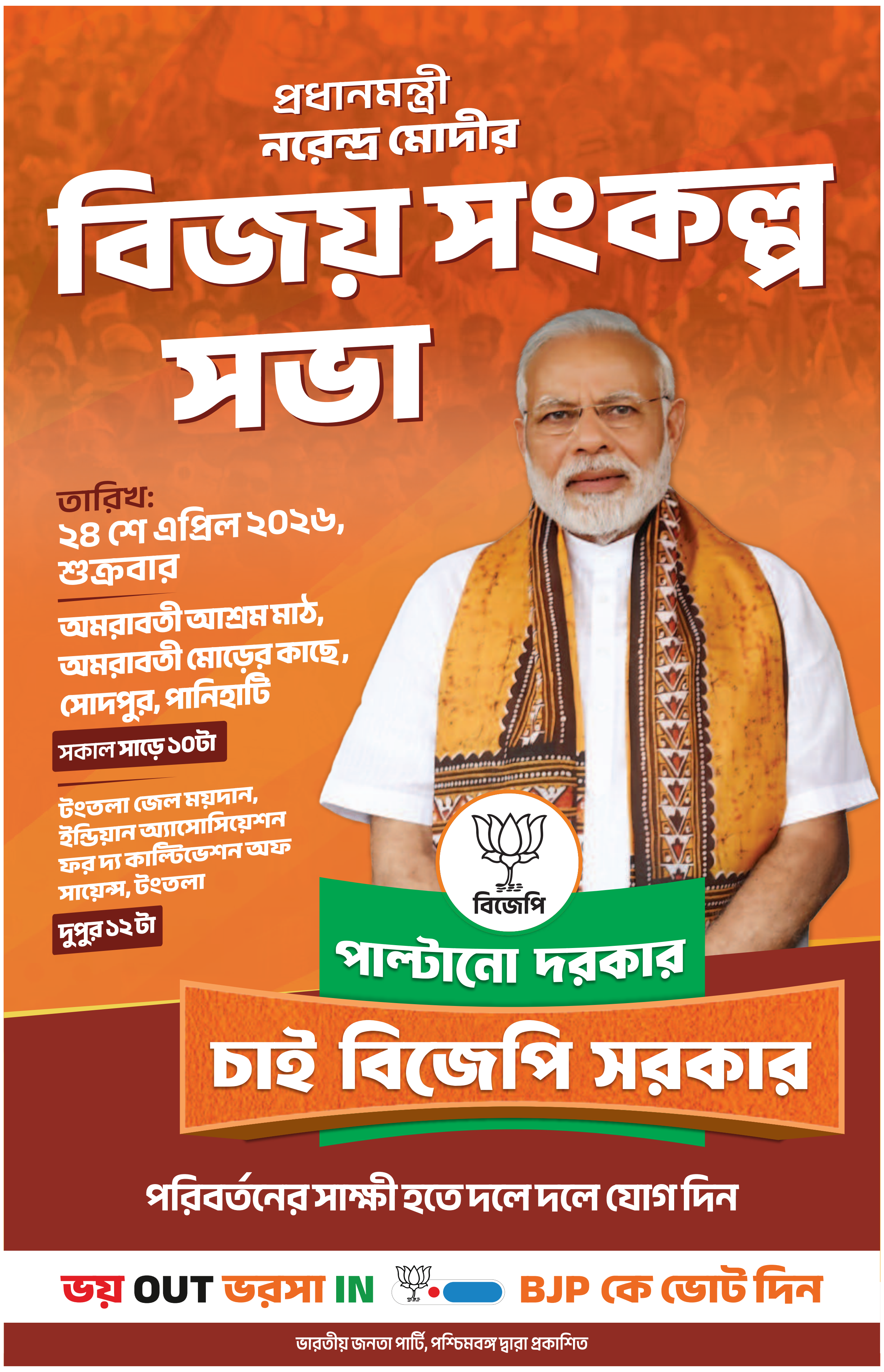

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 13/03/2026 তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে 7650 নং এফিডেভিট বলে আমি Ambia Khatun W/o. Abdul Nayim, সাং রাধানগর, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৭, পঃবঃ, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Nashim Mondal) জন্ম সার্টিফিকেটে (Being Regn. No. 15, dtd. 07.06.2012, D.O.B. 28.12.2011) আমার সঠিক নাম Ambia Khatun-এর পরিবর্তে Ambia Bibi লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আমি Ambia Khatun ও Ambia Bibi W/o. Abdul Nayim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমতী বন্দনা ঘোষ, স্বামী শ্রী বুদ্ধদেব ঘোষ, সাং- গোপালনগর পো:- পার গোপালনগর, থানা- সিঙ্গুর, জেলা- হুগলী, বিগত ইংরাজী 25/05/2022 তারিখে সিঙ্গুর ADSR অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত 69 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে শ্রীমতি মৌসুমী পাল, স্বামী অমিতাভ পাল, সাং+পোঃ কিংকরবাটী, থানা- হরিপাল, জেলা- হুগলী কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। যার তপশীল: জেলা- হুগলী, থানা- সিঙ্গুর, মৌজা- গোপালনগর জে. এল. নং-13 ভুক্ত L.R.- 33980 নং খতিয়ানে 1) R.S. ও L.R. 1359 নং দাগে ষোল আনার ০৪ শতকের মধ্যে 6666 অংশের কাত কমবেশী ০৬ শতক সম্পত্তি। (2) R.S. ও L.R. 1385 নং দাগে ষোল আনার 08 শতকের মধ্যে 05 শতক সম্পত্তি। (3) R.S. ও L.R. - 1386 নং দাগে ষোল আনায় 06 শতকের মধ্যে 8334 অংশের 05 শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তার কৃত সম্পত্তি হইতেছে।
এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারো যদি কোন আইনানুগ আপত্তি ও অধিকার থাকে তাহার স্বপক্ষে সমস্ত তথ্য লইয়া এক মাসের মধ্যে উপরিউক্ত বন্দনা ঘোষের সাথে যোগাযোগ করিবেন।

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, আমার মক্কেল খাইজান বিবি স্বামী অজিত মল্লিক এবং অজিত মল্লিক পিতা লালু মল্লিক, নিবাস গ্রাম - মকরামপুর, কালিগঞ্জ, নদিয়া থানা- কালিগঞ্জ, পিনকোড - ৭৪১১৫০, পশ্চিমবঙ্গ, জেলা - নদিয়া --রেজিস্টার্ড দলিল নং ৬২৩০/২০০৫, তাদের নিবাস থেকে খোয়া গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কালিগঞ্জ থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ৭৬০ তারিখ ১৮.০৪.২০২৬ দায়ের করেছেন।
কোনও ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তিতে কোনও দাবি বা দলিলটি পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে ফেরত দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
জয়দীপ মুখার্জি
অ্যাডভোকেট
৭, এন পি বি লেন, কলকাতা- ৭০০০১৪
ফোন : ৯৮৩১৩০৭৩৯৬
মেল : joydeep_mookherjee@rediffmail.com

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী **দেবাশীষ সাঁতরা,** পিতা- হারাধন সাঁতরা, সাং- বিশ্বাসপাড়া রোড, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১৩০২, গত ইং ০৫/০৩/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ৭১১/২০২৪ নং রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **(১) শ্রী শঙ্কর দাস,** পিতা স্বর্গীয় মণিমোহন দাস, সাং ও পোঃ বাবলারী, থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, **(২) শ্রী লক্ষ্মণ কুমার সেন,** পিতা- স্বর্গীয় নিমাই সেন, সাং- ব্যাদরাপাড়া বাই লেন, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, এদের নিকট হইতে ২০নং নবদ্বীপ মৌজার অন্তর্গত নবদ্বীপ থানার অধীন নবদ্বীপ পৌরসভার ০১নং ওয়ার্ডের শ্রীরামপুর রোডস্থিত ৮৫/১১ নং হোল্ডিং ভুক্ত সেটেলমেন্টের আর.এস. ৪০০১ ও এল.আর. ৬১০১ নং দাগস্থ এল.আর. ৩১৪০৬ নং খতিয়ানে ১.০৩ শতক এবং একই মৌজাস্থিত একই দাগস্থিত এল.আর. ১৩৩৪৬ নং খতিয়ানে ১.০৩ শতক, একুনে ২.০৬ শতক সম্পত্তি খরিদ করেন, যাহা উক্ত **(১) শ্রী শঙ্কর দাস** ও **(২) শ্রী লক্ষ্মণ কুমার সেন** মহাশয়দ্বয়ের নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার **শ্রী সুবল চন্দ্র দেবনাথ** মহাশয় একখন্ড বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে বিক্রয় করেন। উক্ত **শ্রী শঙ্কর দাস** মহাশয়ের নিজ নামীয় এল.আর. রেডর্ক ভুক্ত ৩১৪০৬ নং এল.আর. খতিয়ানে ১.০৩ শতক সম্পত্তি সহ আরো অন্যান্য সম্পত্তি চূড়ান্ত ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। অপরপক্ষে এল.আর. ১৩৩৪৬ নং খতিয়ানের ১.০৩ শতক সম্পত্তি সহ আরো অন্যান্য সম্পত্তির পূর্বতন মালিক ও দখলীকার ছিলেন অধুনামৃত **সরলা বালা সেন** মহাশয়া। তিনি পরলোক গমন করিলে পর তাহার একমাত্র পুত্র বিধায় ওয়ারিশান সূত্রে **সরলা বালা সেন** মহাশয়ার ত্যক্ত উক্ত খতিয়ানের সম্পত্তির একায়েক মালিক ও স্বত্ত্ববান হয়েন **শ্রী লক্ষ্মণ কুমার সেন** মহাশয়। অতঃপর উক্ত **(১) শ্রী শঙ্কর দাস** ও **(২) শ্রী লক্ষ্মণ কুমার সেন** মহাশয়দ্বয় তাহাদের নিজ নিজ নামীয় স্বত্ত্ব দখলীয় সম্পত্তি বিগত ইং ১৭/০১/২০২৪ তারিখে নবদ্বীপ এ.ডি.এস.আর. অফিস হইতে রেজিস্ট্রীকৃত ১৫৫/২০২৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে শ্রী **সুবল চন্দ্র দেবনাথ** মহাশয়ের বরাবর ক্ষমতা অর্পন করেন। বর্তমানে আমার মক্কেল উক্ত ২.০৬ শতক সম্পত্তির নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তার নামা'র বিরুদ্ধে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে নবদ্বীপ বি.এল.এ্যান্ড.এল.আর. অফিসে আপত্তি জানাইবেন। ধন্যবাদান্তে
সুজাতা বিশ্বাস (এ্যাডভোকেট), নবদ্বীপ কোর্ট

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৪শে এপ্রিল, ১০ই বৈশাখ, শুক্র বার। অষ্টমী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দুর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্যে ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য ।কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

এবারও পরিবর্তন না হলে পশ্চিমবঙ্গে সনাতন শেষ হয়ে যাবে: শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: ভোট দিলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সকালে কাঁথিতে তাঁর বাড়ি শান্তিকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে ভোটকেন্দ্রের উদ্দেশে যান শুভেন্দু। কাঁথির নন্দনায়কবাড় এলাকার ভোটার তিনি। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে তিনি বলেন, শান্তিপূর্ণ

ভোটের প্রার্থনা করুন।

শান্তিকুঞ্জের বাড়ি থেকে ভোট দিতে বেরোনোর সময়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, পরিবর্তন আনুন। বিজেপির হাতে দায়িত্ব দিন। শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রার্থনা করুন। খুব একটা উৎপাত করতে পারেনি। পারবেও না। প্রাথমিক ভাবে ভোটের আগের রাতটা খুব গুরুত্বপূর্ণ থাকে। প্রাথমিক ভাবে নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় আধাসেনা বাহিনীকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতেই পারে। শুভেন্দু আরও বলেন, পরিবর্তন হবেই। এবার যদি পরিবর্তন না হয়, বাংলায় সনাতন শেষ হয়ে যাবে। নির্বাচন কমিশন ভালো কাজ করছে, কিন্তু সবখানেই কিছু গুন্ডা আছে। আমাদের পোলিং এজেন্ট গ্রেপ্তার হয়েছেন। অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

বুথ ফাঁকা, লাইনে ভোটার, পিংলায় ভোটকর্মীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পিংলা: পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা বিধানসভায় প্রথম দফার ভোটে সামনে এল চাঞ্চল্যকর ছবি। ভোটাররা বাইরে লাইনে অপেক্ষা করছেন, অথচ ভেতরে দায়িত্বে থাকা কর্মীদের খোঁজ নেই; এমন অভিযোগ ঘিরেই বিতর্ক। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নির্দিষ্ট বুথে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক থেকে কর্মী; সকলে একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে বেরিয়ে পড়েন। দীর্ঘক্ষণ তাঁদের অনুপস্থিতি টের পেয়ে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা বাহিনী যোগাযোগ করলে জবাব মেলে, আমরা বাইরে আছি, পরে ফিরছি। ঘটনা জানাজানি হতেই তৎপর হয় প্রশাসন। জেলা নির্বাচন কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেয়। পরে কঠোর পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট বুথের পুরো দলকেই সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। নির্বাচন দপ্তরের এক আধিকারিকের কথায়, ভোট প্রক্রিয়ায় কোনও রকম শৈথিল্য বরদাস্ত করা হবে না। বর্তমানে বিকল্প দল পাঠিয়ে ভোটগ্রহণ চালানো হচ্ছে। এই ঘটনার পর অন্য বুথগুলিতেও সতর্কবার্তা পৌঁছে গিয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে।

প্রচারাভিযানে টালিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস।

নির্বাচনী প্রচারে মানিকতলার তৃণমূল প্রার্থী শ্রেয়া পাণ্ডে।

শিলিগুড়িতে ভোট দিলেন তৃণমূল প্রার্থী গৌতম দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিলিগুড়ি: প্রথম দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন শিলিগুড়িতে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ তিনি শিলিগুড়ি গার্লস হাই স্কুলের ১৭৩ নম্বর বুথে পৌঁছান। সাধারণ ভোটারদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়েই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দেন তিনি, যা নজর কাড়ে উপস্থিত মানুষের।ভোটদান শেষে বুথের বাইরে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখো‌মুখি হন গৌতম দেব। তিনি জানান, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকের দায়িত্ব এবং তিনি আশাবাদী যে গোটা এলাকায় শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট সম্পন্ন হবে। পাশাপাশি তিনি

ভোটারদের উৎসাহের প্রশংসাও করেন।এদিন সকাল থেকেই বুথে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্নে চলছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। ভোটারদের লম্বা লাইন এবং উৎসাহও চোখে পড়ার মতো ছিল। সার্বিকভাবে শিলিগুড়িতে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এগোচ্ছে বলে প্রশাসনের দাবি। কোথাও বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর মেলেনি।

নৈহাটিতে তৃণমূল প্রভাবিত ক্লাবে বসে ভোটার স্লিপ বিলির অভিযোগ বিএলওর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তৃণমূল প্রভাবিত ক্লাবে বসে ভোটার স্লিপ বিলির অভিযোগ উঠল এক বুথ লেভেল অফিসারের বিরুদ্ধে। নৈহাটি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বিজয়নগর এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার স্থানীয় ইউনাইটেড ক্লাবের ভেতরে বসে ভোটার স্লিপ বিলি করেছিলেন পেশায় শিক্ষক বুথ লেভেল অফিসার বিজয় কুমার ঝা। স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ পেতেই ওই ক্লাবে তড়িঘড়ি পৌঁছন নৈহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চিফ ইলেকশন এজেন্ট ইন্দ্রাশিস দত্ত এবং যুব নেতা সৌমদীপ মোদক। সেখানে বুথ লেভেল অফিসারের সঙ্গে তাঁদের তুমুল বচসা বেধে যায়। যুব নেতা সৌমদীপ মোদক বলেন, স্থানীয়দের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েই তাঁরা সেখানে হাজির হন। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল প্রভাবিত ক্লাবে বসে বুথ লেভেল অফিসার তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্টকে পাশে বসিয়ে ভোটার স্লিপ বিলি করছিলেন। বিষয়টি তাঁরা নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, নৈহাটিতে বুথ লেভেল অফিসারদের একাংশ তৃণমূলের হয়ে দালালি করছেন। যদিও বুথ লেভেল অফিসার বিজয় কুমার ঝা বলেন, প্রখর রোদের জন্য ওই ক্লাবে বসে ভোটার স্লিপ সিরিয়াল নম্বর অনুযায়ী সাজাচ্ছিলেন। তিনি ওই ক্লাব থেকে ভোটার স্লিপ বিলি করেননি। এই বিষয়ে

তৃণমূল প্রার্থী তথা ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সনৎ দে বলেন, বুথ লেভেল অফিসার নিয়োগ করে নির্বাচন কমিশন। এর জবাব নির্বাচন কমিশন দেবে। তবে ওখানে দলের বুথ লেভেল এজেন্ট হাজির ছিলেন না বলে দাবি তাঁর।

ভোট দিলেন দীপা দাশমুন্সি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: কালিয়াগঞ্জ জিএসএফপি স্কুলে ৮৩ নম্বর বুথে ভোট দিলেন দীপা দাশমুন্সি ও তাঁর ছেলে। বৃহস্পতিবার ভোট দিয়ে বেরিয়ে দীপা বলেন, বাংলায় বেশ কয়েক বার নির্বাচন অশান্তির মধ্যে হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী বেশ কয়েকদিন ধরে মার্চ করায় শান্তিপূর্ণ ভোট আশা করছি। তবে বাংলার আইনশৃঙ্খলা যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, তাতে

সাধারণ মানুষ বাহিনীর উপর থেকে আস্থা হারিয়েছে। দলের রণকৌশল ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের সাংগঠনিক কিছু দুর্বলতা হয়তো রয়েছে, কিন্তু দেশজুড়ে কংগ্রেস আজ মানুষের কাছে বিকল্প শক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মনে হয়, বাংলার এই নির্বাচনেও তার প্রতিফলন স্পষ্ট দেখা যাবে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশ টোপ্পো নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন। বৃহস্পতিবার তিনি ডিমডিমা টিজি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে ভোট দেন। ভোট দিলেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিক। শহরের সুনীতি অ্যাকাডেমি স্কুলের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভোটার তিনি।

তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বাম কংগ্রেস এবং বিজেপি থেকে প্রায় এক হাজার কর্মী, সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করল। স্বরূপনগরের বিথারী হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথ থেকে প্রায় এক হাজার বাম কংগ্রেস এবং বিজেপি কর্মী, সমর্থক বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের এবারের প্রার্থী বিনা মণ্ডলের হাত থেকে পতাকা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল।

তুফানগঞ্জে বুথ জ্যামের অভিযোগে উত্তেজনা

পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর অভিযানে ভাঙল দুই দলের ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিবেদন, তুফানগঞ্জ: নির্বাচনের দিন তুফানগঞ্জ বিধানসভার মহিষকুচি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাকলা এলাকায় ৪০ ও ৪১ নম্বর বুথকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে 'বুথ জ্যামিং'-এর অভিযোগ ওঠায় বুথ চত্বরে ব্যাপক জমায়েত তৈরি হয় এবং পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বক্সিরহাট থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ভিড় সরাতে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। অভিযানের সময় তৃণমূলের একটি অস্থায়ী ক্যাম্প ভেঙে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী বিজেপির অস্থায়ী ক্যাম্পও সরিয়ে দেয় পুলিশ, যাতে কোনও পক্ষই বুথের কাছে জমায়েত করতে না পারে। ঘটনার পর এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় ভাঙা চেয়ার-টেবিল। পরিস্থিতি যাতে ফের অশান্ত না হয়, সেজন্য এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি থমথমে থাকলেও প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ভোটগ্রহণ স্বাভাবিক রাখতে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

জলপাইগুড়িতে অসুস্থ ভোটারকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতে সহায়তা জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: অসুস্থ ভোটারকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে পৌঁছতে সহায়তা করলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের বন্ধ রায়পুর চা বাগানের রায়পুর টি জি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৮/ ২০৩ নম্বর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে। বন্ধ চা বাগানের এক শ্রমিক বিলাসী লোহার বৃহস্পতিবার সকাল থেকে অসুস্থ ছিলেন। বাড়ির লোকেদের কাছে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। বাড়ির লোকেরা জানিয়েছেন, টোটোয় করে ভোট দিতে নিয়ে আসা হয়। অসুস্থ ভোটারকে দেখেই সহায়তা করতে এগিয়ে আসেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর দুই জওয়ান। এগিয়ে আসেন প্রিসাইডিং অফিসারও।

জয়পুরে ভোট কেন্দ্রে ভোটারের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর বিধানসভার জয়পুর ব্লকের উপ জগনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় অর্থাৎ ১৫১ নম্বর বুথে ভোট দিতে এসে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই মৃত্যু হল ৭০ বছরের এক বৃদ্ধর। অভিযোগ, তাঁর বাড়ি জয়পুর থানার কাশিচটা গ্রামে সেখান থেকে প্রায় তিন থেকে চার কিলোমিটার সাইকেল করে উপ জগন্নাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় আসে ভোট দেওয়ার জন্য। সেখানে এসে দেখে সে ভোটের কার্ড আনেনি। অভিযোগ, তারপরেই তাঁকে ধমকায় কেন্দ্র বাহিনীর জোয়ানরা। পুনরায় সে বাড়ি ফিরে যান, আবার ভোটার কার্ড নিয়ে ভোট দিতে আসেন। অভিযোগ, তারপরেও নাকি তাঁকে ধমক দেওয়া হয়। আর তারপরই ওই ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়েন। স্থানীয়রা তাঁকে ভোট কেন্দ্রের বাইরে নিয়ে আসেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের কাছে গাড়ি চাইলে, তাঁরা নাকি বলে বিজেপিকে ভোট দিলে গাড়ি দেবে, না হলে দেওয়া যাবে না। তার কিছুক্ষণ পরই তাঁর মৃত্যু হয়। এরপরেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে জনতা। বুথের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।' প্রিজাইডিং অফিসারের দাবি, মৃত ওই ব্যক্তি ভোট দেওয়ার পরেই অসুস্থতা বোধ করে। তারপর জোয়ানরা তাঁকে বাইরে বার করে দেয়। তারপরের বিষয় তিনি জানেন না। তার কাছে গাড়ির কথা জানাননি কেউ।

দিনহাটায় বিজেপির এজেন্টকে মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: দিনহাটার সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের ৬/২৭০ নম্বর বুথে বিজেপির এজেন্ট জাহানুর হককে মারধর ও আঘাত করার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, এদিন দুপুরে খাবার খেতে বাইরে বেরোতেই প্রায় ৫০-৬০ জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে ধারালো অস্ত্র দিয়েও আঘাত করা হয় বলেও দাবি জাহানুরের। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে দিনহাটা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যান বিজেপি প্রার্থী আশুতোষ বর্মা। তিনি অভিযোগ করেন, ভোট চলাকালীন ইচ্ছাকৃত ভাবে এই হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর কথায়, দুপুরে বাড়িতে খেতে যাওয়ার সময় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা জাহানুরকে মারধর করার পাশাপাশি ছুরি দিয়ে জখম করেছে। তৃণমূল বুঝতে পেরেছে তাদের বিদায় ঘনিয়ে এসেছে, তাই তারা বিভিন্ন জায়গায় অশান্তি সৃষ্টি করে জোর করে ভোট লুঠ করার চেষ্টা করছে। ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং দিনহাটা থানার আইসি ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পুলিশ ইতিমধ্যেই পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

বালিগঞ্জে জনসংযোগে ব্যস্ত বাম প্রার্থী আফরিন বেগম, সমর্থনে পাশে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। ছবি- অদিতি সাহা

বালিগঞ্জ বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে আয়োজিত এক জনসভা।

রাজগঞ্জের ঘরের মেয়ে হয়ে কাজ করতে চাই, সপরিবারে ভোট দিয়ে আশীর্বাদ চাইলেন স্বপ্না বর্মন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জলপাইগুড়ি: ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণে উত্তরবঙ্গের অন্যতম নজরে থাকা কেন্দ্র হল রাজগঞ্জ। আর এই কেন্দ্র থেকেই এদিন নিজের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন এশিয়াড সোনাজয়ী অ্যাথলিট তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপ্না বর্মন। বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বুথে গিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেন তিনি। ভোট দিয়ে বেরিয়ে স্বপ্না জানান, জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি রাজগঞ্জের ঘরের মেয়ে হিসেবেই মানুষের সেবা করতে চান। স্বপ্নার এই লড়াই দীর্ঘ সংগ্রামের। এশিয়াডে সোনা জিতে দেশের নাম উজ্জ্বল করলেও পিঠের চোটের কারণে অ্যাথলেটিক্স কেরিয়ারে ইতি টানতে হয়েছিল তাঁকে। ২০২০ সাল থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে কর্মরত ছিলেন তিনি। তবে মানুষের জন্য কাজ করার তাগিদে সম্প্রতি সেই চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে সরাসরি রাজনীতির ময়দানে পা রাখেন স্বপ্না। রেলের চাকরি ছাড়ার প্রক্রিয়া নিয়ে কিছু জটিলতা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে প্রচার সেরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন এই 'গোল্ডেন গার্ল'। প্রথমবার প্রার্থী হিসেবে ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বপ্না বলেন, ভোট দেওয়া আমার অধিকার ও পবিত্র কর্তব্য। সপরিবারে ভোট দিতে পেরে খুব ভালো লাগছে। একই সঙ্গে এদিন সকাল থেকেই রাজগঞ্জ ও সংলগ্ন এলাকায় শান্তিপূর্ণ ভোটদান প্রক্রিয়া চলায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৪ এপ্রিল ২০২৬, ১০ বৈশাখ ১৪৩৩ শুক্রবার

মমতার সমর্থনে ভবানীপুরে কেজরি
ভোটের আগে জোট রাজনীতিতে নতুন বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে রাজনৈতিক মঞ্চে জোরদার চমক। অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবার নামছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচারে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২৬ ও ২৭ এপ্রিল তিনি রাজ্যে এসে একাধিক সভায় অংশ নেবেন, যার কেন্দ্রবিন্দু ভবানীপুর। তৃণমূল শিবিরের দাবি, কেন্দ্রীয় সংস্থার 'চাপের রাজনীতি'র বিরুদ্ধে এই উপস্থিতি তাৎপর্যপূর্ণ। কেজরিওয়াল নিজেও অতীতে অভিযোগ তুলেছিলেন, ভুয়ো মামলায় আমাকে জেলে পাঠানো হয়েছে; সেই বার্তাই বাংলার মঞ্চে তুলে ধরতে পারেন তিনি। সম্প্রতি, সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, দিদির সঙ্গে কথা বললাম ফোনে। সম্পূর্ণ সংহতি ও সমর্থন প্রকাশ করেছি। তিনি সবচেয়ে কঠিন লড়াইগুলির একটি লড়ছেন, যা ভারতীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লড়াইগুলির মধ্যে একটি। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে (সিইসি) অপব্যবহার করে পরাজিত হবেন মোদীজি। কিছুদিন আগেই বিরোধী দলগুলির একজোট সমর্থন না পেয়েই লোকসভায় মুখ থুবড়ে পড়েছে মোদী সরকারের পেশ করা মহিলা সংরক্ষণ বিল। যে বিলের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া আসন পুনর্বিন্যাস নিয়ে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। এবার বাংলায় হাইভোল্টেজ ভোটের পরিবেশে প্রভাব ফেলতে পারে। শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরে প্রশ্ন তুলেছেন, ভোটের দিনে ভোটারের চেয়ে বাহিনী বেশি থাকলে মানুষ কি নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন? সব মিলিয়ে, ভোটের আগে বাংলার রাজনীতিতে জোট ও পাল্টা জোটের সমীকরণ আরও জটিল হচ্ছে; আর তার কেন্দ্রেই এখন ভবানীপুর।

নির্বাচনের আবহে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে কেজরির সমর্থন বার্তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

এদিকে, রাজ্যের ভোটযুদ্ধে বহিরাগত সমর্থনের ছবি ক্রমেই স্পষ্ট। হেমন্ত সোরেন ইতিমধ্যেই জঙ্গলমহলে প্রচারে নেমেছেন। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদী-ও ঝাড়গ্রামে সভা করে পাল্টা শক্তি প্রদর্শন করেছেন।

বিরোধী শিবিরের অভিযোগ, অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন

ভোটের আগে স্বস্তি, ১ মে ফের তলব সুজিত বসুকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের উত্তাপে খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বিধাননগরের প্রার্থী সুজিত বসু। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে তাৎক্ষণিক হাজিরা থেকে অব্যাহতি দিয়ে নতুন দিন ধার্য করল কলকাতা উচ্চ আদালত। দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে প্রচারের চাপে ব্যস্ততার যুক্তি তুলে ধরে সময় চেয়েছিলেন তিনি। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করে জানিয়ে দেয়, নির্বাচনের প্রেক্ষিতে আপাতত ছাড় দেওয়া হল, তবে নির্দিষ্ট দিনে হাজিরা দিতেই হবে। নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী পয়লা মে সকালে তাঁকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে উপস্থিত থাকতে হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়ে সুজিত বসুর আইনজীবীর দাবি, দু'বছর আগে চার্জশিট জমা দিয়েছে সিবিআই। সেখানে সুজিত বসুর নাম নেই। অথচ সেই মামলায় ভোটের মুখে ২ এপ্রিল থেকে ইডি বারেবারে সমন দিয়ে তলব করেছে। ইতিমধ্যে তিনি সমন পেয়ে ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ইডি তাঁর হাজিরা গ্রাহ্য করেনি। আবার গত বুধবার হাজিরার নোটিস পেয়েছেন সুজিত বসু। আগামী ২৪ এপ্রিল, শুক্রবার তাঁকে তলব করেছে ইডি। ভোট মেটার পর তাঁকে তলবের নির্দেশ দেওয়া হোক। কারণ, তিনি প্রার্থী।

তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয়েছিল। তাদের বক্তব্য, প্রচারের শেষ পর্যায়ে হাজিরা দেওয়া অসম্ভব হওয়ার কথা নয়। তবে বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, এত তাড়াহুড়োর প্রয়োজন কোথায়? ভোট শেষের পরও তো জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে। ঘটনার সূত্র ২০২৩

সালের পুর নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ। সেই সময় তদন্তে কিছু নথি উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই একাধিকবার ডাকা হচ্ছিল সুজিত বসুকে। তিনি নিজে হাজির না হয়ে প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছিলেন, যা নিয়েও আইনি বিতর্ক তৈরি হয়। সুজিতের আইনজীবীর বক্তব্য, আইন অনুযায়ী প্রতিনিধি মারফত জবাব দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। অন্যদিকে তদন্তকারীদের দাবি, কিছু প্রশ্নের উত্তর ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া জরুরি। সব পক্ষের যুক্তি শুনে আদালতের এই সিদ্ধান্তে আপাতত নির্বাচনী ময়দানে স্বস্তি পেলেন প্রার্থী, তবে তদন্তের ছায়া যে কাটেনি, তা স্পষ্ট।

নির্বাচনী প্রচারে বরানগরের তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবানীপুরে প্রচারাভিযানে ব্যস্ত বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।

ছবি: অদিতি সাহা

অভিষেক ব্যানার্জিকে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বুধবার নোয়াপাড়ায় দলীয় প্রার্থীর প্রচারে এসে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক ব্যানার্জি বলেছেন, অর্জুন সিংয়ের বিরুদ্ধে ১১৯ টা এফআইআর আছে। দু'চার মাসে এফআইআর ১৫০ পেরিয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার সকালে ভাটপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁকিনাড়ায় পুত্র পবন কুমার সিংয়ের সমর্থনে প্রচারে বেরিয়ে এপ্রসঙ্গে নোয়াপাড়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং বলেন, এত মামলা নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। ২৫৬ থেকে মামলা কমে দাঁড়িয়েছে কমে ১১৯-এ। তাঁর অভিযোগ, অভিষেক ব্যানার্জি বহু মানুষের সম্পত্তি লুঠ করেছে। সরকারি সম্পত্তি-ও লুঠ করেছে। 'ও' একটা চোর। ওকে দেশ ছেড়ে পালাতেই হবে। প্রসঙ্গত, প্রচারে এসে অভিষেক বলেছেন, বিকাশ বসুর মৃত্যুর জন্য অন্যতম যিনি দায়ী। তিনি বিকাশ বসুর ছবি নিয়ে ভোট চাইছেন। এর উত্তরে নোয়াপাড়ার বিজেপি প্রার্থী বলেন, ভোট আসলেই তৃণমূলের বিকাশ বসুর কথা মনে পড়ে। ভোট

মিটলেই বিকাশ বসুর কথা তৃণমূল ভুলে যায়। তাঁর কথায়, বিকাশ বাবুর স্ত্রী মঞ্জু বসু বুঝে গেছেন, তৃণমূল শুধু ওনাকে ব্যবহার করেছে। তাছাড়া মমতা ও অভিষেককে মঞ্জু বসু সঠিক জবাবও দিয়েছেন। স্বামীর মৃত্যুর উনি সিবিআই তদন্তের দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, অভিষেক আরও বলেছেন, আগামী ৪ ঠা মে বিজেপি চোখে সরষের ফুল দেখবে। এপ্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, কে বা কারা চোখে সরষের ফুল দেখবে, সেটা চার তারিখেই বোঝা যাবে। এদিনের প্রচারে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, ভাটপাড়া-১ ও ২ মণ্ডল সভাপতি যথাক্রমে সুমিত চক্রবর্তী ও সুরজ কুমার সিং, প্রাক্তন কাউন্সিলর কানাই জয়সওয়াল, শ্রমিক নেতা বিনয় মণ্ডল, পরমেশ্বর সিং, উমেশ রায়, ভরত যাদব, দীপক সাউ প্রমুখ।

বেহালায় ত্রিমুখী লড়াই, দুর্নীতি আর উন্নয়নেই গড়াচ্ছে প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: বেহালা পশ্চিমে ভোটের আবহে এবার লড়াই যেন শুধু প্রার্থী বনাম প্রার্থী নয়, ভাবমূর্তি বনাম অভিযোগেরও। একদা শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর ছায়া এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর সেই প্রেক্ষিতেই ময়দানে নেমেছেন তৃণমূলের রত্না চট্টোপাধ্যায়। প্রচারে নরম সুরে তিনি বলছেন, মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর কাজেই ভরসা রাখছেন, আমি তাঁর প্রতিনিধি হিসেবেই দাঁড়িয়েছি। উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তালিকা তুলে ধরে ভোটারদের মন জয়ের চেষ্টা তাঁর। অন্যদিকে বিজেপির চিকিৎসক প্রার্থী ইন্দ্রনীল খাঁ সরাসরি আক্রমণে। তাঁর কথায়, দুর্নীতি এই এলাকার শরীরে মারণব্যাধির মতো ছড়িয়ে পড়েছে। পরিবর্তন চাইলে আমাদের সুযোগ দিন। স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে প্রশাসনিক বদলের প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন তিনি। সিপিএম প্রার্থী নীহার ভক্ত আবার ভরসা রাখছেন স্থানীয় যোগাযোগে। তাঁর দাবি, দুই প্রধান শক্তির অন্দরমহলের সমঝোতা মানুষ বুঝে ফেলেছেন। ফল বেরোলে চমক থাকবে। ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়ায় সমীকরণ আরও জটিল। ফলে বেহালার এই লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবে, তা নিয়ে জোর জল্পনা চলছে।

শহরে টাকা ও সোনা পাচারের আশঙ্কা, বাইক-ক্যাব তল্লাশি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আগে টাকা ও সোনা পাচারের আশঙ্কা। ইতিমধ্যে শহরে অন্তত দু'টি ক্ষেত্রে বাইক ও স্কুটি করে পাচারের আগেই টাকা এবং সোনা উদ্ধার হয়েছে। সম্প্রতি প্রগতি ময়দান এলাকায় নাকা চেকিং চলাকালীন নির্বাচন কমিশনের ফ্লাইং স্কোয়াড একটি স্কুটি আটক করে। বাজেয়াপ্ত করা হয় বিপুল টাকা। উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট এলাকায় নাকা চেকিং চলার সময়ও পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের বিশেষ টিম একটি বাইককে আটক করে। বাইকের ডিকির ভিতর তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে আসে একটি ব্যাগ। তার ভিতর থেকেই উদ্ধার হয় সোনার গয়না ও বিস্কুট। সেগুলি পাচার হওয়ার আগেই পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে। এরপর থেকে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বাইক ও স্কুটির দিকেও বিশেষ নজর নাকা চেকিং টিমের। ইতিমধ্যে পুলিশ ও নির্বাচন কমিশনের বিশেষ টিমের হাতে প্রায় সোয়া তিন কোটি টাকা উদ্ধার হয়েছে। ভিনরাজ্য থেকেও টাকা এসে পৌঁছচ্ছে রাজ্যের নানা প্রান্ত ও কলকাতায়। এর মধ্যে কিছু আসছে হাওয়ালার মাধ্যমে। আবার কিছু নিয়ে আসা হচ্ছে সড়কপথেও।

ভোটের হার নিয়ে খোঁচা, পালটা উত্তাপে রাজ্য-রাজনীতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রথম দফার ভোটের শতাংশ ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে রাজ্যে। ভোটগ্রহণের পরই সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের নেতৃত্ব ভাস্কর ঘোষ। তাঁর পোস্ট ঘিরে জোর বিতর্ক তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ওই পোস্টে স্পষ্ট কটাক্ষ, ভোটের হার এত বেশি মানেই হল শাসকের কপালে দুঃখ আছে। এরপর দেখা যাক গণনার সময় কী হয়! এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে জল্পনা; উচ্চ ভোটদানের হার কি সত্যিই শাসক দলের পক্ষে অস্বস্তির ইঙ্গিত? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, বেশি ভোট পড়া সাধারণত পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়; এমন ধারণা বিরোধী শিবিরে দীর্ঘদিনের। তবে শাসক দলের পালটা যুক্তি, উন্নয়নমূলক কাজের ফলেই মানুষ বেশি সংখ্যায় ভোট দিতে বেরিয়েছেন। শাসক শিবিরের এক নেতা বলেন, উচ্চ ভোটদান মানেই মানুষ গণতন্ত্রে আস্থা রেখেছেন। এটাকে নেতিবাচকভাবে দেখার কারণ নেই। অন্যদিকে বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, মানুষ সুযোগ পেলে মত প্রকাশ করেই; সেটাই এবার দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে, প্রথম দফার ভোট শতাংশ নিয়ে রাজনৈতিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এখন তুঙ্গে। ফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত এই বিতর্ক যে আরও বাড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

ভোটের উত্তাপে আবহাওয়ায় বৈশাখী আগুন, জ্বলছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভোটের আবহে রাজনৈতিক উত্তাপ যেমন তুঙ্গে, তেমনই প্রকৃতিও যেন পাল্লা দিয়ে চড়াচ্ছে তাপমাত্রার পারদ। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এখন চাঁদিফাটা রোদ, তার সঙ্গে আর্দ্রতার দমবন্ধ করা চাপ; দুয়ে মিলে জনজীবন কার্যত ক্লান্ত। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৮ ডিগ্রি। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস বলছে, সপ্তাহের শেষ পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় তাপপ্রবাহের দাপট অব্যাহত থাকবে। দিনের বেলায় রাস্তায় বের হওয়া কার্যত দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে। এক অফিসযাত্রীর কথায়, দুপুরে বাইরে বেরোলেই মনে হচ্ছে শরীর পুড়ে যাচ্ছে, যেন আগুনের মধ্যে হাঁটছি। শুধু বাংলা নয়, উত্তর, মধ্য ও পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়েই একই ছবি। বিহার, ঝাড়খণ্ডেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে। অন্যদিকে দেশের কিছু উপকূলবর্তী অঞ্চলে আর্দ্র গরমে নাজেহাল মানুষ। তবে বাংলার দুই প্রান্তে আবহাওয়ার ছবি একেবারেই ভিন্ন। দক্ষিণবঙ্গ জ্বলছে রোদে, আর উত্তরবঙ্গে অপেক্ষা করছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। গরম এবং অস্বস্তি চরমে উঠবে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পূর্ব বর্ধমান জেলাতে। সতর্কতা না থাকলেও গরম ও অস্বস্তি থাকবে কলকাতা-সহ সব জেলাতেই। আজও গরম ও অস্বস্তি চরমে উঠবে। গরম ও অস্বস্তির পর স্বস্তির বৃষ্টি মিলতে পারে রবিবার ২৬ এপ্রিল। তার আগে শনিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে স্থানীয় বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে হালকা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার এবং সোমবার কালবৈশাখীর সম্ভাবনা। পাহাড়ি জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। এক গৃহবধূর আক্ষেপ, ঘরের ভেতরেও আরাম নেই, রাতেও গরম কমছে না। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের পরামর্শ; প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না বেরোনোই শ্রেয়, আর শরীর ঠান্ডা রাখা এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তুলসি বেদি ভাঙাকে ঘিরে উত্তেজনা জগদ্দলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তুলসি বেদি ভাঙাকে ঘিরে বৃহস্পতিবার বেলায় তীব্র উত্তেজনা ছড়াল জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের ইস্ট কাপ্তে পাড়া রোডের আদর্শ পাড়া মোড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, কয়েকদিন ধরে ইস্ট কাপ্তে পাড়া রোড সংস্কারের কাজ চলছে। অভিযোগ, স্থানীয় কাউন্সিলর সুকেশ বিশ্বাসের নির্দেশে রাস্তার ধারে থাকা একটি তুলসি বেদি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় আদর্শ পাড়া মোড় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার। সনাতনীদের ধর্মে আঘাত করার অভিযোগ তুলে পুলিশের সামনেই স্থানীয় কাউন্সিলরের গ্রেপ্তারের দাবিতে সোচ্চার হন জগদ্দলের বিজেপি প্রার্থী-সহ বিজেপি কার্যকর্তারা। রাস্তা আটকে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি ওখানে ফের বেদি গড়ার দাবি করেন স্থানীয়রা। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে

জগদ্দল থানার পুলিশ। বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমারের অভিযোগ, নির্বাচনের কয়েকদিন আগে রাস্তা সারাইয়ের নাটক চলছে। রাস্তা সারাইয়ের নামে একটি মন্দির বুলডোজার দিয়ে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ রাস্তার ধারে তৃণমূলের কার্যালয় রয়েছে। সেটা ভাঙা হয়নি। বিজেপি প্রার্থীর আরও অভিযোগ, নির্বাচনের আগে ওরা এলাকায় অশান্তি পাকিয়ে ভয়ের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। মন্দির ভাঙার ঘটনায় তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পাশাপাশি তিনি নির্বাচন কমিশনেও নালিশ জানাবেন। স্থানীয় কাউন্সিলর সুকেশ বিশ্বাস জানান, রাস্তা চওড়া করার জন্য তুলসি বেদিটা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার কাজ হয়ে গেলে একপাশে তুলসি মন্দির করে দেওয়া হবে। তাঁর দাবি, ময়লা ফেলা আটকাতে কয়েকজন মিলে ওখানে তুলসি বেদি বানিয়েছিল। রাস্তার ধারে দলীয় কার্যালয়ের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, তৃণমূলের কার্যালয় রাস্তার ওপর নয়। একটা আবাসনের নিচে তাঁদের দলীয় কার্যালয়।

ছাপ্পা থামলেই উলটে যাবে ফল? উত্তর হাওড়ায় নতুন অঙ্কে বাজি বিজেপির

রাজীব মুখোপাধ্যায়

উত্তর হাওড়া বিধানসভায় লড়াই এবার শুধু ভোটের নয়, অঙ্ক, অভিযোগ আর নতুন প্রজন্মের মনোভাব; তিনের মিলিত সমীকরণ। এই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী উমেশ রাইয়ের স্পষ্ট দাবি, ছাপ্পা বন্ধ হলেই বিজেপি এই কেন্দ্রে ১৮ হাজার ভোটে জয়ী হবে। সেই দাবিকেই কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে।

২০২১ সালের ফলে দেখা যায়, তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক গৌতম চৌধুরী পেয়েছিলেন ৭১,৫৭৫ ভোট, বিজেপির উমেশ রাই ৬৬,০৫৩। ব্যবধান মাত্র ৫,৫২২। এই অল্প ব্যবধানই বিজেপির যুক্তির ভিত। তাদের অভিযোগ, প্রকৃত ভোটের সঙ্গে এই ফল মেলে না। উমেশের দাবি, ২০২১ সালে ভোট শুরু হওয়ার আগে এলাকা ধরে ধরে তৃণমূলের বোমাবাজি, আর ২৪-৩০ শতাংশ ভোট প্রভাবিত না হলে ফল অন্যরকম হত। উমেশ অঙ্ক কষে সেই দাবির সমর্থনে বলেন, যদি মোট ১ লক্ষ ২০ হাজার ভোট পড়ে এবং তার মধ্যে ৩০ হাজার ভোট 'অস্বাভাবিক' হয়, তাহলে প্রকৃত ভোট দাঁড়ায় ৯০ হাজারে। সেই পরিস্থিতিতে আমাদের সংগঠিত ভোটব্যাংক ও হিন্দিভাষী সমর্থনের জোরে ফল ঘুরে যেতে পারে। তৃণমূল শিবির অবশ্য এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলছে, এটা হারার আগের অজুহাত। মানুষের ভোট না পেয়ে বিজেপি এইসব কথা বলছে। এইবারেও ভোটের উপর কড়া নজরদারি রয়েছে। আর মানুষ এসআইআর নিয়ে এতটাই ক্ষুব্ধ তাঁরা মমতা বন্দোপাধ্যায়কেই সমর্থন জানাচ্ছেন। ৪ মে আমরাই সরকার তৈরি করব।

তাঁদের আরও দাবি, তালিকা সংশোধনের ফলে ভুয়ো নাম বাদ পড়ায় ভোট আরও স্বচ্ছ হয়েছে।

তবে এবার সমীকরণে নতুন ফ্যাক্টর; জেন জি ভোটার। কর্মসংস্থান, নিয়োগ দুর্নীতি, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিতর্ক; এই সব ইস্যুতে রাজ্যের তরুণদের একাংশের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। উত্তর হাওড়ার মতো শহুরে কেন্দ্রে সেই প্রভাব আরও স্পষ্ট। মালিপাঁচঘড়ার কলেজপড়ুয়া সৌরভ পাল বলছে, চাকরির পরীক্ষা নিয়ে যা হয়েছে, তাতে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। ভোট দেব, কিন্তু কাকে দেব, সেটাই ভাবছি। শালিমারের ছাত্রী রিয়া খাতুনের বক্তব্য, শুধু প্রতিশ্রুতি নয়, কাজ চাই। আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে দল কথা বলবে, তাকেই সমর্থন করব। এই তরুণ ভোটারদের বড় অংশ এখনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছোয়নি। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই 'দোদুল্যমান' অংশই ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। যদি তারা শাসক বিরোধী মনোভাব নিয়ে ভোট দেয়, তাহলে বিজেপির লাভ। আর যদি উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও সামাজিক সুরক্ষার যুক্তি তাদের টানে, তাহলে তৃণমূল সেই ভোট ধরে রাখতে পারবে। সব মিলিয়ে উত্তর হাওড়ার লড়াই এখন ত্রিমুখী সমীকরণে; প্রচলিত ভোটব্যাংক, ছাপ্পা নিয়ে অভিযোগ, আর নতুন প্রজন্মের মনোভাব।

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন একটাই; ভোটের দিন কতটা স্বচ্ছতা থাকবে, আর তরুণ ভোটাররা কোন দিকে ঝুঁকবে, আর কমিশন কতটা স্বচ্ছতার সঙ্গে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন পরিচালনা করবেন। সেই উত্তরেই নির্ধারিত হবে, অঙ্কের খাতায় লেখা ফল বাস্তবে মিলবে, না কি সম্পূর্ণ উলটে যাবে।

সম্পাদকীয়

ক্রমেই কি বার্ধক্য-নগরীতে পরিণত হচ্ছে তিলোত্তমা কলকাতা?

সেদিন সুদূর নয়, যেদিন সত্যি সত্যিই বার্ধক্য-নগরীতে পরিণত হবে আমাদের প্রিয় কলকাতা। এই শহরে যৌবনকে খুঁজে বেড়াতে হবে। প্রবীণ নাগরিকের ভারে নুয়ে পড়বে একদা কল্লোলিনী কলকাতা। যৌবনের উচ্ছ্বাস হারিয়ে যাবে ইতিহাসের গর্তে। বৃদ্ধদের দেখার বা সেবা করার মতো কেউ আর থাকবে না এই শহরে। শহরের সংস্থাগুলি আর চাকরি দেওয়ার মতো তরুণ, তরুণী পাবে না এই রাজ্যে। আমরা যেমন জ্বালানি, এলপিজি আমদানি করি, তেমনি ভিন রাজ্য থেকে লোক আসবে কলকাতার কোম্পানিতে কাজের জন্য। হ্যাঁ, সব যেভাবে চলছে তাতে এটাই কলকাতা তথা বাংলার ভবিতব্য হতে চলেছে। এমনই আশঙ্কা জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞদের। এখন প্রশ্ন হল, এর কারণটা ঠিক কী? পরিসংখ্যান বলছে, হু হু করে কমছে কলকাতার জন্মহার। গত কয়েক বছরে এটা এমন জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে যে, শহরের প্রজনন হার বা জন্মহার থেকে মৃত্যুহার বিয়োগ করে যে ফল পাওয়া যায়, সেটা ১-এর নীচে নেমে গিয়েছে। পৃথিবীর খুব কম শহরেই এত কম প্রজনন হার। বিশেষজ্ঞদের মতে জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখার জন্য এই সংখ্যা অন্তত ২.১-এ থাকা প্রয়োজন। আর কলকাতায় এই সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে নেমে এসেছে। এর কুফল ওই, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বয়স্ক লোকের সংখ্যা। চমকে ওঠার মতো এই তথ্য দিচ্ছে ভারত সরকার। গত বছর এই তথ্য প্রকাশিত হলেও এই নিয়ে আলোচনা নেই। কারণ, সমস্যার গভীরে কেউই যাচ্ছেন না। সবাই এর তাত্ক্ষণিক লাভটাই দেখছেন। সর্বনাশের শুরুটা হচ্ছে এখান থেকেই। পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব অন্ধ্রের তিনগুণ এবং কলকাতার ঘনত্ব হায়দরাবাদের দেড়গুণ। ফলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে জনসংখ্যা কমলে কলকাতার লাভ। কিন্তু এই যুক্তি অত্যন্ত সরল। এই লাভ সাময়িক হলেও আদতে ব্যবসা বা কারখানায় কাজ করার লোক কমবে। সমাজেও কর্মক্ষমদের তুলনায় বয়স্কদের সংখ্যা বাড়লে পেনশন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার বোঝাও বাড়বে। যা অর্থনীতির ওপর চাপ ফেলবে। ব্যাঙ্কের সুদের ওপর নির্ভরশীল লোক বাড়বে। কমবে রোজগেরে ।লোকের সংখ্যা। মার খাবে উৎপাদন। এর কোনওটাই কাম্য নয়।

শব্দছক ১৪০

রবি দাস

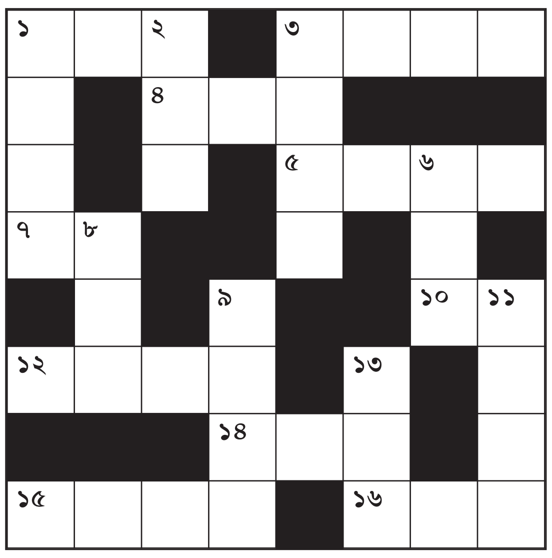

পাশাপাশি: ১. হৃদয় ৩. ইংরাজীতে বিজনেস ৪. গাধা ৫. শোকের প্রলাপ ৭. কুমীর ১০. ঘোড়া-সদৃশ সাদা-কালো ডোরাকাটা জীব ১২. বাক্য বন্ধ হওয়া ১৪. গুজরাটে সমুদ্রতীরে কৃষ্ণ-ধন্য স্থান ১৫. ভালো সংবাদ ১৬. ধোপা

ওপর-নিচ: ১. আত্মমর্যাদাবোধ ২. মস্করা ৩. চরিত্রের প্রকাশ ৬. কাগজ সম্বন্ধিত ৮. ক্রম অনুসারে ৯. রুদ্ধ দরজা ১১. যে ঔষধি গাছের ব্যবহারে স্মৃতিশক্তি বাড়ে ১৩. সার্কাসে হাস্যরস উদ্রেককারী খেলুড়ে

সমাধান ১৩৯ — পাশাপাশি: ১. পরিতাপ ৪. মোচন ৬. রিম ৭. লকেট ৯. আকাশকুসুম ১১. তারিখ ১৪. বারুদ ১৬. গতানুগতিক ১৯. নিরব ২০. বপু ২১. তনয়া ২২. রক্ষাকারী

ওপর-নিচ: ১. পরিত্রাতা ২. রিম ৩. পলকা ৪. মোটকু ৫. নবম ৮. কেশব ৯. আখ ১০. সুমেরু ১২. রিক্ততা ১৩. টগর ১৪. বাক ১৫. দস্যুপুরী ১৬. গঠিত ১৭. নুনিয়া ১৮. তিবর ২০. বকা

আজকের দিন

■ ১৯৮০ — 'অপারেশন ঈগল ক্ল' চলাকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানি জিম্মিদের উদ্ধারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

■ ১৯৯০ — হাবল মহাকাশ দূরবীনকে কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

■ ২০০৫ — ইউটিউবে সর্বপ্রথম ভিডিও 'Me at the zoo' আপলোড করা হয়েছিল।

জন্মদিন

সচিন তেন্ডুলকর

১৯৪৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অরুণ নেহরুর জন্মদিন।*

১৯৭৩ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় সচিন তেন্ডুলকরের জন্মদিন।*

১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা বরুণ ধাওয়ানের জন্মদিন।*

নবপ্রবর্তনের নীল আকাশে মানুষের উড়ান

উজ্জ্বল কুমার দত্ত

মানুষের জীবন থেমে থাকার জন্য নয়;এই কথাটা আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি। কথাটি খুবই সাধারণ, সহজে মেনে নেওয়া একটি সত্য। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এর ভেতরে লুকিয়ে আছে গভীর তাৎপর্য;মানুষের জীবনের আসল স্বরূপই হলো এগিয়ে চলা, বদলে যাওয়া ও নতুন কিছু খুঁজে নেওয়া। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বোঝা যায় যে এই 'চলা' শব্দটির ভেতরেই লুকিয়ে আছে এক গভীর দর্শন। চলা অর্থে কেবল পা ফেলে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া নয়; চলা মানে মনের ভিতরে অবিরাম প্রশ্নশৃঙ্খলা জাগিয়ে রাখা। অচেনা পথের দিকে তাকিয়ে দ্বিধা আর কৌতূহলের মধ্যে দোল খাওয়া এবং সেই দোলাচলের মাঝখান থেকে নতুন এক দিশা খুঁজে নেওয়া।

একটা নদীকে দেখলেই বোঝা যায়;তার স্রোত যতক্ষণ বয়ে চলে, ততক্ষণ সে জীবন্ত; কিন্তু একবার যদি সে কোন কারণে থেমে যায়, তবে তার জলে পচন ধরে এবং নদী অস্তিত্ব হারায়। মানুষের জীবনও ঠিক তেমনই। যে মানুষ ভাবতে ভুলে যায়, প্রশ্ন করতে ভয় পায়, নতুন কিছু কল্পনা করার সাহস হারায়;সেই মানুষ আস্তে-আস্তে নিজের ভেতরেই শুকিয়ে যেতে থাকে এবং একসময় ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে যায় নিঃশব্দে।

আসলে মানুষের ভিতরে যে চিন্তার অস্থিরতা ও অজানাকে জানার তৃষ্ণা আছে;সেইখানেই জন্ম নেয় নবপ্রবর্তনের প্রথম অঙ্কুর। এই অঙ্কুর খুব সূক্ষ্ম, খুবই নরম; কিন্তু তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে এক অদ্ভুত শক্তি। সে শক্তি কখনও ঝড়ের মতো এসে সব বদলে দেয় না, বরং নিঃশব্দে, ধীরে-ধীরে মানুষের চেতনাকে বদলে দেয় এবং সেই পরিবর্তনের আলোই অন্ধকার সময়েও মানুষকে পথ দেখায়;একটু দূরের আলোর মতো, যাকে দেখেই মানুষ আবার এগিয়ে যেতে শেখে।

মানুষ ও পশুর মধ্যে যে পার্থক্য, তা কেবল শারীরিক গঠন বা শক্তির পরিমাপে ধরা যায় না;সেই পার্থক্যের আসল শিকড় লুকিয়ে আছে মানুষের মস্তিষ্কে, মানুষের কল্পনা করার ক্ষমতায় এবং প্রশ্ন তোলার সাহসে। মানুষ শুধু বেঁচে থাকে না; সে নিজের বেঁচে থাকার ধরন নিয়ে ভাবতে পারে এবং বাঁচার পদ্ধতিটি বদলাতে চায় এবং ক্রমশ আরও ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখে। এই মস্তিষ্কই তাকে অন্যসব জীবের থেকে আলাদা করে রেখেছে।

আদিম যুগে যখন মানুষ অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াত, গাছের ফলমূল আর শিকার জোগাড় করে দিন কাটাত, তখনও তার ভিতরে এক অদ্ভুত অস্থিরতা কাজ করত। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকাই ছিল তার নিয়তি, তবু কোথাও যেন মনে প্রশ্ন জাগত;এই অনিশ্চিত জীবনই কি শেষ কথা? প্রতিদিনের এই সংগ্রামের বাইরে কি কোনো স্থায়িত্ব নেই, কোনো নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেই? এই প্রশ্নগুলই মানুষকে থামতে দেয়নি। ধীরে ধীরে সে মাটির দিকে তাকিয়েছে, বীজ বপন করে অপেক্ষা করতে শিখেছে। সেই অপেক্ষার মধ্যেই জন্ম নিয়েছে কৃষি, গড়ে উঠেছে স্থায়ী বসতি এবং তারই হাত ধরে শুরু হয়েছে সভ্যতার দীর্ঘ পথচলা। অর্থাৎ, মানুষের ভিতরের সেই প্রশ্ন, সেই অস্থিরতা;সেখান থেকেই তৈরি হয়েছে তার নতুন ভবিষ্যৎ।

নবপ্রবর্তন আসলে কী? একে যদি এক বাক্যে বলতে হয়, তবে বলা যায়;পুরনো অভ্যাস আর নতুন সম্ভাবনার মধ্যে টানাপোড়েনের এক সৃজনশীল রেখা। এই রেখা কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট; কখনও তা সমাজকে সামনে এগিয়ে দেয়, কখনও আবার সমাজের প্রতিরোধে থমকে যায়। কিন্তু ইতিহাস বলছে;এই রেখা যতবারই আঁকা হয়েছে, মানুষ ততবারই একটু করে বদলেছে, একটু করে বড় হয়েছে।

সমাজের ভেতরে সব মানুষ সমানভাবে পরিবর্তন চায় না। কেউ চায় স্থিরতা, কেউ চায় ঝুঁকি। বলা হয়, সমাজে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ;ধরা যাক তিন শতাংশ; নতুন কিছু ভাবতে পারে, সাহস করে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করে। বাকিরা সেই নতুনত্বকে দেখে, বিচার করে, কখনও গ্রহণ করে, কখনও প্রত্যাখ্যান করে। এই তিন শতাংশ মানুষের উপরই অনেক সময় ইতিহাসের মোড় ঘোরে। তারা কখনও বিজ্ঞানী, কখনও শিল্পী, কখনও উদ্যোক্তা;কিন্তু আসলে তারা সবাই এক অর্থে স্বপ্নদ্রষ্টা।

অর্থনীতির ইতিহাসে তাকালে দেখা যায়, প্রতিটি বড় পরিবর্তনের পেছনে এই নবপ্রবর্তনের হাত রয়েছে। মানুষ যখন শিকারি জীবন থেকে কৃষিজীবনে প্রবেশ করলো, তখন সেটা শুধু খাদ্যের পরিবর্তন ছিল না;সেটা ছিল জীবনদর্শনের পরিবর্তন। পরে ইউরোপে বাণিজ্যের প্রসার, নতুন-নতুন বাজারের সন্ধান, প্রযুক্তির উন্নতি;সব মিলিয়ে যে শিল্পবিপ্লব ঘটল, তার ভিতরেও কাজ করছিল এই সৃজনশীল পরিবর্তনের মহাশক্তি। মেশিনের শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে বদলাচ্ছিল মানুষের জীবনযাত্রা, সম্পর্ক, সামাজিক কাঠামো।

সময়ের স্রোত যেন হঠাৎ করেই এক নতুন মোড় নিয়েছে;যেখানে পুরোনো পৃথিবীর পরিচিত ছক ভেঙে গড়ে উঠছে এক অনিশ্চিত, অথচ আকর্ষণীয় আগামী। এই সময়কেই অনেকে নাম দিয়েছেন 'চতুর্থ শিল্পবিপ্লব'। কিন্তু এ শুধু কোনো প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের গল্প নয়; এ এক মানসিকতার পরিবর্তন, এক নতুন বোধের উন্মেষ। এখানে যন্ত্র আর নিছক শ্রমিক নয়;সে যেন ধীরে ধীরে চিন্তার শরিক হয়ে উঠছে। সে শুধু নির্দেশ মানে না, প্রশ্নও তোলে; শুধু কাজ সম্পন্ন করে না, নিজের মতো করে বিশ্লেষণও করে। তথ্য আর নিছক সংখ্যার স্তূপ হয়ে পড়ে থাকে না;তার ভেতর থেকে উঠে আসে অর্থ, সিদ্ধান্ত, এমনকি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও।

সফটওয়্যার, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, বায়োটেকনোলজি;এই শব্দগুলো এখন আর বইয়ের পাতায় আটকে নেই; এগুলি আমাদের প্রতিদিনের জীবনের ভেতরে ঢুকে পড়েছে, নিঃশব্দে, কিন্তু গভীরভাবে। যেন এক জটিল তাঁতের বুননের মতো, যেখানে প্রতিটি সূতা আলাদা হলেও শেষ পর্যন্ত এক বিশাল নকশা তৈরি করে;অদ্ভুত, জটিল, অথচ সম্ভাবনায় ভরপুর। এই নতুন পৃথিবীতে টিকে থাকার নিয়মটাও বদলে যাচ্ছে। এখানে শক্তির সংজ্ঞাটাই যেন নীরবে বদলে যাচ্ছে। আর তা কেবল অর্থের প্রাচুর্যে বা জনসংখ্যার বিপুলতায় মাপা যায় না। প্রকৃত শক্তি এখন লুকিয়ে আছে মানুষের মনের ভেতরে;মানুষের সৃজনশীলতায়, নতুন করে ভাবতে পারার দুঃসাহসে ও অচেনা পরিবর্তনকে স্বাগত জানানোর সক্ষমতায়।

যে সমাজ নিজের স্থবিরতাকে ভাঙতে জানে, পুরোনো অভ্যাসের গণ্ডি ছাড়িয়ে নতুনের দিকে হাত বাড়াতে পারে, সেই সমাজই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যায়। সেখানে অগ্রগতি কোনো হঠাৎ প্রাপ্তি নয়, বরং এক দীর্ঘ, সচেতন অভিযাত্রা। যারা পরিবর্তনের এই ভাষা বুঝতে চায় না এবং নিজেদের পরিচিত আরামেই আশ্রয় খুঁজে নেয়;তারা ধীরে ধীরে সময়ের প্রান্তে সরে যায়। তারা হয়তো বুঝতেই পারে না;কখন ইতিহাসের মূল স্রোত তাদের পাশ কাটিয়ে, অনেক দূরে গিয়ে নিজের নতুন পথ তৈরি করে নিয়েছে। নবপ্রবর্তনের আসল সৌন্দর্যটা ঠিক এখানেই;কোনো উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকা বড় বড় প্রযুক্তির অহংকার নয়, বরং নিঃশব্দে মানুষের প্রতিদিনের জীবনের ভেতরে ঢুকে পড়ার এক আশ্চর্য ক্ষমতা। নবপ্রবর্তন আসে প্রয়োজনের হাত ধরে; আর আস্তে আস্তে বদলে দেয় জীবনের সামগ্রীক ছন্দটাই।

একটি নতুন কৃষিযন্ত্র চাষের জমিতে নেমে চাষীভাইয়ের শরীরের ঘামকে একটু হালকা করে দেয়, একটি সহজ মোবাইল অ্যাপ শহরের ব্যস্ত মানুষের সময়কে গুছিয়ে দেয়, একটি সস্তা ওষুধ অসহায় রোগীর মুখে ফিরিয়ে আনে স্বস্তির নিশ্বাস। এই ছোট ছোট পরিবর্তনগুলোই আসলে বড় বিপ্লবের বীজ বুনে দেয়; চোখে পড়ে না, কিন্তু গভীরে গিয়ে শিকড় ছড়ায়।

যে কাজ একসময় দিনের পর দিন লেগে থাকত, ক্লান্তির ভারে নুয়ে পড়ত মানুষ, সেই কাজই এখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। সময় বাঁচে, শ্রম বাঁচে;আর সেই বাঁচানো সময় যেন নতুন এক জানালার মতো খুলে যায়। মানুষ তখন শুধু বেঁচে থাকার লড়াইয়ে আটকে থাকে না, সে ভাবতে শেখে, নতুন কিছু কল্পনা করতে শেখে। আর সেখান থেকেই শুরু হয় আরেকটি নতুন গল্প;নবপ্রবর্তনের, মানুষের নিজের হাতেই লেখা।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে নবপ্রবর্তনের ভূমিকা তো প্রায় বিপ্লবাত্মক। একসময় যে রোগে হাজার হাজার মানুষ মারা যেত, আজ তা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আজকের জিনেটিক্স, রোবোটিক সার্জারি, টেলিমেডিসিন;এসব শুধু প্রযুক্তির কথা নয়, এগুলো মানুষের জীবন বাঁচানোর নবতম পদ্ধতি। একজন ডাক্তার এখন হাজার মাইল দূরে বসে রোগীকে চিকিৎসা দিতে পারেন;এ যেন একসময়ের কল্পবিজ্ঞানের বাস্তবতা।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রেও নবপ্রবর্তন মানুষের সহায় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর কিছু দেশ ভূমিকম্প, সুনামি বা ঘূর্ণিঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে শিখেছে প্রযুক্তির সাহায্যে। উন্নত নির্মাণব্যবস্থা, আগাম সতর্কবার্তা, দ্রুত উদ্ধারকাজ;এসবের ফলে ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব হয়েছে। অথচ একই মাত্রার দুর্যোগ অন্য কোথাও ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনে। এর মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে;নবপ্রবর্তন কেবল আরাম দেয় না, তা জীবনরক্ষার ঢালও হতে পারে।

সমাজজীবনেও এর প্রভাব কম নয়। যোগাযোগের মাধ্যম বদলে গেছে আমূল। সামাজিক মাধ্যম মানুষের কণ্ঠস্বরকে এক নতুন পরিসর দিয়েছে। আগে যে কথা বলতে গেলে হাজার বাধা পেরোতে হতো, এখন তা মুহূর্তে পৌঁছে যায় লক্ষ-লক্ষ মানুষের কাছে। এতে যেমন মতপ্রকাশের স্বাধীনতা বেড়েছে, তেমনই দায়িত্বও বেড়েছে। কারণ প্রতিটি শব্দ এখন অনেক দূর পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়।

ভারতের প্রেক্ষাপটে নবপ্রবর্তনের গল্প আরও জটিল, আরও আকর্ষণীয়। একটি কৃষিনির্ভর দেশ ধীরে ধীরে শিল্প, তারপর পরিষেবা;বিশেষ করে সফটওয়্যার শিল্পে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গ্রামের মাঠ থেকে শহরের আইটি পার্ক;এই যাত্রাপথে অসংখ্য ছোট বড় পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষিক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তি, উন্নত বীজ, সেচব্যবস্থা;এসব কৃষকের উৎপাদন বাড়িয়েছে। আবার একই সঙ্গে চ্যালেঞ্জও তৈরি করেছে;প্রাকৃতিক ভারসাম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, বাজারের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি।

নারীর অবস্থানেও পরিবর্তন এসেছে। একসময় যাকে সমাজের বোঝা মনে করা হতো, আজ সে নিজেই সমাজের চালিকাশক্তি হয়ে উঠছে। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উদ্যোক্তা হিসেবে তার অংশগ্রহণ;সবকিছুই নবপ্রবর্তনের প্রভাবকে স্পষ্ট করে। তবে এই পরিবর্তন সম্পূর্ণ নয়; এখনও অনেক পথ বাকি। কিন্তু দিকটি যে বদলেছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই পরিবর্তন লক্ষণীয়। একসময় রাষ্ট্রের কাজ ছিল শুধু প্রশাসন চালানো। এখন তার দায়িত্ব মানুষের ক্ষমতায়ন। স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, প্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা;এসবের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। বিচারব্যবস্থায় নতুন ধারণা, যেমন জনস্বার্থে মামলা; এগুলোও সমাজে ন্যায়বিচারের পরিসর বাড়িয়েছে।

তবে এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠে আসে; নবপ্রবর্তন কি সব সমস্যার সমাধান? উত্তরটা সহজ নয়। কারণ নতুন ধারণা তৈরি করা যতটা কঠিন, তার থেকেও কঠিন সেই ধারণাকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করা। অনেক সময় দেখা যায়, উত্তম ধারণা থেকেও মানুষ দূরে সরে যায় শুধুমাত্র অভ্যাসের কারণে। পরিবর্তন মানে অনিশ্চয়তা এবং মানুষ স্বাভাবিকভাবেই অনিশ্চয়তাকে ভয় পায়।

ইতিহাসে ইউরোপের পুনর্জাগরণের কথা মনে পড়ে? সেখানে নতুন চিন্তা, বিজ্ঞান, শিল্প;সবকিছুকে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি হয়েছিল। সেই মানসিকতাই তাদের এগিয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে যেখানে চিন্তার স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হয়েছে, সেখানে উন্নয়নও থমকে গেছে। অর্থাৎ, নবপ্রবর্তন একা কিছু করতে পারে না; তাকে গ্রহণ করার মতো সমাজও প্রয়োজন।

আমাদের সমাজে তাই প্রয়োজন সচেতনতা, শিক্ষা ও মুক্ত চিন্তার পরিবেশ। শুধু প্রযুক্তি কিনে এনে উন্নয়ন হয় না; দরকার সেই প্রযুক্তিকে বোঝা, ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনে প্রশ্ন করা। নতুন প্রজন্মকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতে তারা শুধু চাকরি না খোঁজে, নতুন কিছু সৃষ্টি করার স্বপ্ন দেখে।

এখানে অর্থনৈতিক বিনিয়োগের কথাও আসে। গবেষণা, উদ্ভাবন, নতুন উদ্যোগ;এসবের জন্য প্রয়োজন অর্থ, অবকাঠামো, এবং নীতিগত সহায়তা। রাষ্ট্র যদি এই দিকগুলোতে গুরুত্ব দেয়, তবে নবপ্রবর্তনের গতি বাড়ে। পাশাপাশি, ব্যর্থতাকে মেনে নেওয়ার মানসিকতাও জরুরি। কারণ প্রতিটি সাফল্যের পেছনে অসংখ্য ব্যর্থতার গল্প লুকিয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা দাঁড়ায়;আমরা কোন পথে হাঁটতে চাই? সেই পথ, যেখানে পুরনোকে আঁকড়ে ধরে নিরাপদে থাকা যায়, নাকি সেই পথ, যেখানে ঝুঁকি আছে, কিন্তু সম্ভাবনাও অসীম? উত্তরটা হয়তো একেবারে সাদা-কালো নয়। পুরনো অভিজ্ঞতা আমাদের ভিত্তি দেয়, নতুন চিন্তা আমাদের ডানা জোগায়। এই দুইয়ের সমন্বয়েই তৈরি হয় একটি সুস্থ, গতিশীল সমাজ।

বুদ্ধদেব একসময় বলেছিলেন;কোনো কিছুই অন্ধভাবে বিশ্বাস করো না, নিজের বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করো। এই কথার মধ্যেই নবপ্রবর্তনের আসল দর্শন লুকিয়ে আছে। প্রশ্ন করো, ভাবো, পরীক্ষা করো; তারপর গ্রহণ করো বা বর্জন করো। এই স্বাধীন চিন্তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে মানুষের মুক্তি ও অগ্রগতি।

আজ যখন আমরা চারদিকে তাকাই;দেখি অসংখ্য পরিবর্তন, অসংখ্য সম্ভাবনা। কিন্তু সেই সঙ্গে দেখি বিভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা। এই সময়ে সবচেয়ে প্রয়োজন পরিষ্কার দৃষ্টি;যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে, কোন পরিবর্তন আমাদের জন্য উপকারী, আর কোনটা নয়। নবপ্রবর্তনকে তাই শুধু প্রযুক্তি হিসেবে নয়, এক ধরনের দায়িত্ব হিসেবে দেখতে হবে।

মানুষের ইতিহাস আসলে এক অন্তহীন যাত্রা; অজানা থেকে জানা, অন্ধকার থেকে আলো, সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তির দিকে। এই যাত্রার প্রতিটি বাঁকে নবপ্রবর্তন আমাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেছে। ভবিষ্যতেও নিয়ে যাবে;যদি আমরা তার মূল্য বুঝতে পারি, তাকে সম্মান করতে পারি এবং মানবিকতার আলোয় পথ দেখাতে পারি।

কারণ শেষ পর্যন্ত, সব উন্নয়নের লক্ষ্য একটাই; মানুষকে আরও ভালোভাবে বাঁচতে সাহায্য করা। যদি সেই লক্ষ্য হারিয়ে যায়, তবে সমস্ত প্রযুক্তি, সমস্ত উদ্ভাবন অর্থহীন হয়ে পড়ে। তাই নবপ্রবর্তনের নীল আকাশে উড়তে গেলে আমাদের মাটির গন্ধও মনে রাখতে হবে। সেই মাটিই আমাদের শিকড় এবং শিকড় থেকেই জন্ম নেয় ভবিষ্যতের সব স্বপ্ন।

(মতামত ব্যক্তিগত)

চর্চাবাসর ১৭৪

উন্নয়ন (উন্নয়ন) শব্দটি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ বিকাশ, উন্নতি বা উত্থাপন। ব্যাকরণগত মূল ভাঙ্গনটি হল অংশ (Ut) + নী (Ni) + অন (An)। উৎ (Ut) শ্রেষ্ঠত্ব, উৎকর্ষ বা ঊর্ধ্বগতি নির্দেশক একটি উপসর্গ। নী (নী) মূল ক্রিয়াটি নির্দেশ করে আনয়ন, নির্দেশক বা নেতৃত্ব দেয়। অন (An) বিশেষ্য পদ গঠনের জন্য ব্যবহৃত একটি প্রত্যয়।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিক্ষিপ্ত অশান্তির অভিযোগ, তবু সুষ্ঠু ভোট দেখল মুর্শিদাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মুর্শিদাবাদ: বহু বছর পর রক্তপাতহীন ভোটের সাক্ষী থাকল মুর্শিদাবাদ। বিক্ষিপ্ত দু'একটি ঘটনা ছাড়া প্রথম দফায় অবাধ শান্তিপূর্ণ ভাবেই ভোটাররা ভোটদান করলেন। এর পুরো সাফল্য গেল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্র বাহিনীর ওপর। কেন্দ্র বাহিনীর তৎপরতায় কোথায় ছাপ্পা ভোট, বুথ দখলের অভিযোগ উঠল না। সকাল সকাল মহিলা ভোটারদের লম্বা লাইনই জানান দিয়েছে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন আলাদা ইঙ্গিত দিতে চলেছে। কমিশনের গাইড লাইন কার্যত অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেখালেন কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানরা। অবাধে নিজের ভোট নিজে দিতে পাওয়ায় অত্যন্ত খুশি মহিলা ভোটার ও নতুন ভোটাররা। দুপুর তিনটের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলায় ৮০ শতাংশ ভোটদানের রেকর্ড করল। নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্র বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীর চৌধুরী। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টার মধ্যেই জেলাজুড়ে ভোট গ্রহণ পর্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথমদিকে কান্দি, বড়ঞা, ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, রানিনগর কেন্দ্রে বেশ কয়েকটি ইভিএম মেশিনে গোলমাল ধরা পড়ে। খুব দ্রুততার সঙ্গে সমাধানও করে দেওয়া হয়। বহুড়া ব্লকের গোদাপাড়ার একটি ইভিএম মেশিনে বোতাম টিপলেই বিজেপির বাক্সে ভোট চলে যাচ্ছে বলে অভিযোগ ওঠে। আধ ঘন্টার মধ্যে ইভিএম বদল করে সমস্যা মেটানো হয়। রানিনগরের ১২৭ নম্বর বুথে ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেওয়াকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ ওঠা তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এরপরেও ঘটনাস্থলে বিশাল সংখ্যক কেন্দ্র বাহিনী পৌঁছে এলাকা দখল নেন। দুপুর ১১টা নাগাদ অশান্তি ছড়ায় নওদা বিধানসভার শিবনগরে। এজেইউপির চেয়ারম্যান তথা ওই কেন্দ্রের বাশি প্রতীকের প্রার্থী হুমায়ুন কবীর যেতেই গন্ডগোল বাধে। তৃণমূল এবং এজেইউপি সমর্থকদের মধ্যে চলে হাতাহাতি, লাঠালাঠি। দুই পক্ষই ইট, পাটকেল ছোঁড়ায় পরিস্থিতি কিছুক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। একটি গাড়ি ভাঙচুর করে উত্তেজিত জনতা। রাস্তায় বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান হুমায়ুন কবীর। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল বাহিনী, র‍্যাফ মোতায়েন করা হয়। লাঠিচার্জ করেই উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়। ঘটনাস্থলে গিয়ে বিশাল বাহিনীকে নিয়ে রুটমার্চ করেন মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার শচিন মাক্কার। শচিন মাক্কার বলেন, 'আধ ঘন্টার মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।' যদিও এই ঘটনায় ভোটদানের কাজে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি বলেই দাবি প্রশাসনের। হুমায়ুন কবীর বলেন, 'নওদায় কেন্দ্র বাহিনী নয়, জেলা পুলিশের নিয়ন্ত্রণেই ভোট দান হয়েছে। এটা অনৈতিক। নির্বাচন কমিশনকে অভিযোগও জানিয়েছি।' এছাড়া প্রথম দফার নির্বাচনে মুর্শিদাবাদে কোনও অশান্তি ঘটেনি। সুষ্ঠুভাবেই ভোট হল। জেলায় নজরকাড়া কেন্দ্র হিসেবে বহরমপুর নিয়ে আগে থেকেই সতর্ক ছিল কেন্দ্র বাহিনী। বহরমপুর শহরে কোনও অশান্তি গজটনা ঘটেনি। মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি আসনের জন্য ৩১৬ কোম্পানি কেন্দ্র বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। অধীর চৌধুরী বলেন, 'নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্র বাহিনী খুব ভালো ভূমিকা পালন করেছে। মানুষ নিশ্চিন্তে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন।' তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, 'তৃণমূল কোনও দিন অশান্তি চায়নি। মানুষের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ করে দিয়েছে।' বিজেপির রাজ্য কমিটির সম্পাদক শাখারভ সরকার বলেন, 'অবাধ শান্তিতে পরিবর্তনের ভোট হয়েছে। ৪ মে ইভিএম খুললেই বোঝা যাবে। সব মিলিয়ে শান্তিতে ভোট পর্ব মিটল। তবে ফলাফলের জন্য ৪ মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' জেলাবাসীর দাবি, মুর্শিদাবাদে এই প্রথম রক্তপাতহীন নির্বাচন হল।

বীরভূমে সব আসন পাবে তৃণমূল: ফায়েজুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: 'জেলায় ১১টি আসনেই জয়ী হবে তৃণমূল।' হাসনে ভোট দিয়ে জানালেন তৃণমূল প্রার্থী ফায়েজুল হক। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, 'এবারের নির্বাচন নজিরবিহীন নিরাপত্তার ঘেরাটোপে হচ্ছে। বাংলার মানুষ নিজের ভোট নিজে লাইনে দাঁড়িয়ে দিচ্ছে এবং যারা বাংলাকে পিছিয়ে দিতে চায় তাঁদের বিরুদ্ধেই এই ভোট হচ্ছে।' তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'সমস্ত তৃণমূল কর্মী যারা বেশি সক্রিয়, বেছে বেছে তাঁদের বাড়িতেই সারারাত ধরে বারবার পুলিশের তল্লাশি চালানো হচ্ছে। নানুরে ফিলিপ ও বাপ্পাকে কড়া নজরদারিতে রাখার জন্য নির্বাচন কমিশন সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তাঁদের নাম জানে না বা তাদের চেনে না, বিজেপি এর পেছনে চক্রান্ত করেছে। ওরা ভেবেছে এদেরকে কোনওভাবে বসিয়ে দিতে পারলেই ভালো ফল হতে পারে। মানুষ সব বুঝে গেছে এর যোগ্য জবাব বিজেপি পেয়ে যাবে।' এসব অভিযোগ করেও তাঁর দাবি, 'বাংলায় ২৫০-র বেশি আসন পাবে তৃণমূল এবং জেলাতে ১১টি আসনেই জয়ী হবে তৃণমূল।'

দুর্গাপুর পূর্বে ১০৪নং বুথে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভায় রাজনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছাল, যখন তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি সংঘর্ষের ঘটনা সামনে আসে। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর পূর্বের ভেটেল কলোনির ১০৪ নম্বর বুথে। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই সময় সেখানে পরিদর্শনে যান বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, তৃণমূলের কর্মীরা হঠাৎ করেই বিজেপি কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষকে লক্ষ্য করে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে শুরু করে এবং মদের বোতল ছোঁড়ে। এর প্রতিবাদ করলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের আধিকারিকরা। পুলিশের তৎপরতায় শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। তবে এই ঘটনার সত্যতা ও দায় কার, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

তীব্র গরমে ভোট দিতে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভোটারের মৃত্যু

মালদায় অসুস্থ হলেন বেশ কয়েকজন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তীব্র গরমের মধ্যে ভোট দিতে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক মধ্যবয়স্ক মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে মালতিপুর বিধানসভার ক্ষেমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫২ নম্বর বুথে। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনার পর আরও কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রে গরমের মধ্যে হাঁসফাঁস অবস্থায় অসুস্থ হলেন বেশ কয়েকজন ভোটার। তাদেরকে সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারি হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত মহিলা ভোটারের নাম প্রমিলা বাগদি (৫০)। এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ তিনি ভোট দিতে যান এবং বুথের মধ্যেই ভোট দেওয়ার আগে মাথা ঘুরে পড়ে যান। ভোট কর্মী এবং পরিবারের লোকজন গিয়ে মহিলাকে উদ্ধার করে বাড়িতে আনতেই তাঁর মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। যদিও মৃতের এক আত্মীয় পিন্টু বাগদি জানিয়েছেন, তার দিদি আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। বাড়িতে থেকে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সম্ভব হয়নি। অবশেষে অসুস্থ শরীর নিয়ে ভোট দিতে এসেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই ঘটনাই দুঃখ প্রকাশ করেছেন মালতিপুরের শাসক ও বিরোধী দলের প্রার্থীরা। এদিকে, প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হলেন এক ভোট কর্মী। ফার্স্ট পলিং-এর দায়িত্বে ছিলেন তিনি। গাজোল এর আকন্দা বুথের ১৩৭ পার্টের ভোট কর্মী ছিলেন জয়শ্রী কর্মকার (৪২)। ভোটের কাজ করতে করতে হঠাই দুপুর তিনটা নাগাদ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর তাঁকে চিকিৎসার জন্য গাজোল স্টেট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। অন্যদিকে, এদিন সকাল আটটা নাগাদ কোতুয়ালির গনিখানের মাজারে ফুল দিয়েই কংগ্রেস নেত্রী মৌসুম নূর এবং তাঁর দাদা তথা দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশাখান চৌধুরী একসঙ্গে কোতুয়ালি প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে ভোট দেন। মালতিপুরের কংগ্রেস প্রার্থী মৌসুম নূর বলেন, 'এবারে রাজ্যে ভালো ফল করবে কংগ্রেস পাশাপাশি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের মদতেই এসআইআর ইস্যুতে বৈধ অনেক ভোটারদের নাম দিয়েছে নির্বাচন কমিশন।'

এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা
কলকাতা - ৭০০১২০ ইমেল : sbi.64076@sbi.co.in

ভেহিকেল ই-নিলাম বিক্রি প্রত্যাহার

উল্লেখ্য **ভেহিকেল ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ, ঋণগ্রহীতা -শ্রী অয়ন চক্রবর্তী, শ্রী ঋতম গুপ্তা, শ্রীমতি সায়নাজ খাতুন -(বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড -একদিন)** সংবাদপত্রের ০৬.০৪.২০২৬ তারিখে প্রকাশিত এবং সংঘটনের নির্ধারিত তারিখ ২৪.০৪.২০২৬ প্রত্যাহার করা হল অনিবার্য কারণবশত, অসুবিধার কারণে দুঃখিত।

তারিখ : ২৪.০৪.২০২৬ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বারাকপুর স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

এসবিআই আরএসিপিসি ব্যারাকপুর (৬৪০৭৬)
৬৬, ব্যারাক রোড, পো - ব্যারাকপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), কলকাতা - ৭০০১২০
ই-মেইল আইডি : sbi.64076@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবরণ : নাম : শ্রী চন্দন ভট্টাচার্য, মোবাইল নং ৯৩৩০৫৪০২৬৩/ ৯৬৭৪৭১১৮২২, ই-মেইল-sbi.64076@sbi.co.in

বাজেয়াপ্ত ও বিক্রয়যোগ্য যানবাহনের জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রক্রিয়া (পরিশিষ্ট - ১) অনুযায়ী যানবাহন বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

ই-নিলামের তারিখ ও সময় : ১২.০৫.২০২৬
সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত, প্রতিটি বিডের জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন বর্ধিত সময় সহ।
প্রাক-দরপত্র ইএমডি প্রদানের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী দরদাতাগণ ২২.০৪.২০২৬ তারিখ বা তার পূর্বে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা দিতে পারবেন। ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থপ্রদান প্রাপ্তি এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে উক্ত তথ্য হালনাগাদ করার পরেই দরদাতার অ্যাকাউন্টে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা করা হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছুটা সময় লাগতে পারে, তাই দরদাতাদের নিজেদের স্বার্থেই শেষ মুহূর্তের কোনো সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট সময় আগে প্রাক-দরপত্র ইএমডি জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।''

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক / মর্টগেজ / চার্জকৃত নিম্নোক্ত অস্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল সুরক্ষিত ঋণদাতা, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে, তা ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার প্রাপ্য সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত আদায়কৃত অর্থ (যদি থাকে) বাদ দিয়ে, বকেয়া অর্থ, তার উপর সুদ এবং অন্যান্য খরচ ও ব্যয় ইত্যাদি আদায়ের উদ্দেশ্যে **১২.০৫.২০২৬** তারিখে **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেমন অবস্থায় আছে''** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে।

ক্রম নং	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি থাকে	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা/সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	মেক এবং মডেল : **Renault India Pvt. Ltd. KWID RXT 1.0, SCE OPTION**, রেজি. নং : **ডব্লুবি১২এওয়াই০৮৮৭**, রেজি. তারিখ : ১৫.০৪.২০১৯, ইঞ্জিন নং : **বি৪ডিএ৪০৪ই১৬৫২০০**, চেসিস নং : এমইইবিবিএ০০৭কে১৬৪৪৩১২। মালিকের নাম : শ্রী অয়ন চক্রবর্তী	০৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।	১,৪৬,০০০ টাকা জিএসটি সহ	ইএমডি ১৪,৬০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২০০০ টাকা
২.	মেক এবং মডেল : **Maruti Suzuki India Ltd., BALENO ALPHA**, রেজি. নং : ডব্লুবি০৮পি০৯৩৩, রেজি. তারিখ : ১০.০২.২০২৩, ইঞ্জিন নং : কে১২এনপি৪১৯৬০৭৫, চেসিস নং : এমবিএইচএইচডব্লুবি১৩এসপিএ৩৬৪৩৪৩। মালিকের নাম : শ্রী ঋতম গুপ্ত	০৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত	৫,৫৬,০০০ টাকা জিএসটি সহ	ইএমডি ৫৫,৬০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ২০০০ টাকা
৩.	মেক এবং মডেল : **Tata Motors, Indigo ECS LX CR4**, রেজি. নং : ডব্লুবি২৫জি০১৯১, রেজি. তারিখ : ১৮.০২.২০১৬, ইঞ্জিন নং : ১৪সিআরএআইএল০৮এনইউওয়াইডব্লু০৮০২৮, চেসিস নং : এমএটি৬০১৪৬৯এফপিএন৩৯৩২৮। মালিকের নাম : শ্রীমতি সায়নাজ খাতুন	০৬.০৫.২০২৬ সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত।	৭৫,০০০ টাকা জিএসটি সহ	ইএমডি ৭,৫০০ টাকা, ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ : ১০০০ টাকা

বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.baanknet.com** এই লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ২৪.০৪.২০২৬ স্থান : ব্যারাকপুর অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

দ্য ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
৩য় তল, পি.সি.এম টাওয়ার, ২য় মাইল, সেভক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

সমন/বিজ্ঞপ্তি

ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অ্যাক্ট ১৯৯৩ রিকভারি অফ ডেটস এর সেকশন ১৯ -এর সাব-সেকশন (৪) এবং তৎসহ পঠিত দ্য ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসেডিওর) রুলস ১৯৯৩ এর রুল ৫ -এর সাব-রুল (২ এ) অধীনে সমন
টি.ও.এ. নং ৫৯ অফ ২০২৬
২০১৯ সালের ও.এ. নং ১৬৯ থেকে উদ্ভূত
ওয়েস্ট বেঙ্গল গ্রামীণ ব্যাঙ্ক
.......আবেদনকারী
- বনাম -
অরিন্দম ব্যানার্জী, রাজা সার্ভিস স্টেশন-এর স্বত্বাধিকারী এবং অন্যান্য
.......বিবাদীগণ

প্রতি,
১. অরিন্দম ব্যানার্জী
রাজা সার্ভিস স্টেশন-এর স্বত্বাধিকারী
চাঁদমারি রোড, পূর্ব - ৭, পোঃ- বর্ধমান, থানা- বর্ধমান সদর, পূর্ব বর্ধমান ৭১৩১০১ **এছাড়াও-** গ্রাম এবং পোঃ- ঘুড়িশা, থানা- ইলামবাজার, জেলা- বীরভূম, ৭৩১২১৪।
২. মহুয়া ব্যানার্জী
গ্রাম এবং পোঃ- ঘুড়িশা, থানা- ইলামবাজার, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২১৪।

যেহেতু উপরে উল্লেখিত পক্ষগুলির মধ্যে ও.এ. নং ১৬৯/২০১৯ ধারনকারী বর্তমান আবেদনটি ডেট্স রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-২, কলকাতা-এর অধীনে রিকভারি অফ ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩-এর ধারা ১৯-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়েছিল।

এবং যেহেতু ডিআরটি-২, কলকাতা থেকে ডিআরটি, শিলিগুড়িতে বিচারব্যবস্থার অধিক্ষেত্রের পরিবর্তনের কারণে উক্ত ও.এ. নং ১৬৯/২০১৯ স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং ট্রাইব্যুনালে টি.ও.এ. নং ৫৯/২০২৬ হিসাবে পুনরায় নম্বর দেওয়া হয়েছে।

আপনাকে এতদ্বারা ট্রাইব্যুনাল/রেজিস্ট্রারের সামনে **০৪.০৫.২০২৬** তারিখে **সকাল ১০.৩০ টায়** বা তার অবিলম্বে মামলার পরবর্তী কার্যক্রম/শুনানির জন্য ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত আইনজীবীর মাধ্যমে বা যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অফিসারের মাধ্যমে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।

জ্ঞাতব্য যে উপরে উল্লেখিত তারিখে আপনার উপস্থিতির অভাবে, আপনার অনুপস্থিতিতেই আবেদনটির শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

আমার স্বাক্ষর এবং ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর দ্বারা এই ০১.০৪.২০২৬ তারিখে প্রদত্ত

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেট্স রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি

SBI স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II , কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ সুব্রত সাহা, ইমেল আইডি ঃ clo4.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭৫৯১৩৭

পরিশিষ্ট ৪-এ
[রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ১৪.০৫.২০২৬
সময় ঃ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত অস্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৪.০৫.২০২৬** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৪,৮৫,০০,০০০ টাকা (চোদ্দ কোটি পঁচাশি লাখ টাকা) টাকা এবং ২২.১১.২০১৬ থেকে পরবর্তী সুদ, অন্যান্য চার্জ সহ** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স ইন্টিগ্রেটেড ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস গোদরেজ ওয়াটারসাইড, স্যুট - ৪০৩, ব্লক-ডিপি, সেক্টর - ৫, সল্টলেক সিটি কলকাতা - ৭০০০৯১ **এবং জামিনদাতাগণ ১) সন্দীপ গয়াল,** ঠিকানা - ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **২) শ্রী বরুণ গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬৩/২, মোহল্লা পাঠানা, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১, **৩) অঞ্জনি গয়াল,** ডিএল-১৮, সীতা কুঞ্জ, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০০৯১ **৪) শ্রী রমন গয়াল (ডিরেক্টর)** ৬১২, ওয়ার্ড নং ০৪, মোরি গেট চক, হিসার, হরিয়ানা - ১২৫০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০৩.০৫.২০২৬ এবং ০৪.০৫.২০২৬ সময় : দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ অস্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত প্রেমিসেস নং ১০৫ এবং ১০৬, ২য়তল, মিত্তাল কমার্শিয়াল প্রেমিসেস কো-অপারেটিভ সোসাইটি, সি টি এস নং ১৬২৯, গ্রাম- মারোল, আন্ধেরী (পূর্ব), মুম্বই পরিমাপ ১৪৯.২০ বর্গ মিটার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং দুই ঢাকা কার পার্কিং স্পেস সহ, সম্পত্তি **সানরাইজ মার্চেন্ডাইস প্রা লি.** এর নামে রেজিস্ট্রিকৃত চুক্তি **বিক্রয় দলিল নং ৭৬৯৯ তারিখ ১৭.০৭.২০১০,** এসআরও আন্ধেরী নং ৩, মুম্বই।	৩,৬১,০০,০০০.০০ টাকা	৩৬,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ : ১,০০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ২৪.০৪.২০২৬
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ফর্ম নং ২২
[রেগুলেশন ৩৭(১) দ্রষ্টব্য]

বিক্রয় ঘোষণা
রিকভারি অফিসারের অফিস
ডেট্স রিকভারি ট্রাইব্যুনাল ঝাড়খণ্ড, রাঁচি-তে
রিকভারি প্রসিডিং নং ৫৫৩ অফ ২০১৬
কেস নং ও.এ. তে কেস নং ৩০২ অফ ২০১৪
ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বকেয়া ঋণ আদায় আইন, ১৯৯৩ -এর সাথে পঠিত আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলের রুলস ৩৮, ৫২(২)-এর অধীনে বিক্রয়ের ঘোষণা
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই শাখা, বোকারো
-বনাম-
মেসার্স মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য

প্রতি,
১. মেসার্স মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে নিবন্ধিত একটি কোম্পানি, যার অফিস- ৮-এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭।
২. শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল, পিতা- স্বর্গীয় মতি লাল আগরওয়াল, ঠিকানা- ৮-এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭।
৩. শ্রীমতী কমলা আগরওয়াল, স্বামী- শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল, ঠিকানা- ৮-এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭।
৪. শ্রী ব্রহ্মানন্দ আগরওয়াল, পিতা- শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল, ঠিকানা- ৮-এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭।
৫. শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল, পিতা- শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল, ঠিকানা- ৮-এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭।

১. যেহেতু আপনি/আপনারা **ও.এ. কেস নং ৩০২/২০১৪-এর রিকভারি সার্টিফিকেট অনুযায়ী প্রিসাইডিং অফিসার, ডেট্স রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, রাঁচি দ্বারা জারিকৃত ৫,৪৫,৩৭,০৮০.০০ টাকা (পাঁচ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আশি টাকা মাত্র)** এবং তৎসহ সার্টিফিকেট অনুযায়ী প্রদেয় সুদ ও খরচ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
২. এবং যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত সার্টিফিকেটের নিষ্পত্তির জন্য নীচের তফসিলে উল্লেখিত ক্রোককৃত সম্পত্তি বিক্রয়ের আদেশ দিয়েছেন।
৩. এবং যেহেতু ২৩.০৩.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত এর অধীনে ৫,৪৫,৩৭,০৮০.০০ টাকা (পাঁচ কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আশি টাকা মাত্র) এবং ১৪.০৬.২০১৪ তারিখ থেকে দাবি সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্তভাবে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ১০% হারে মাসিক স্থিতিসহ পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ এবং সেইসাথে সার্টিফিকেট অনুযায়ী ১,৫০,০০০/- টাকা (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খরচ বকেয়া থাকবে।
৪. এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, স্থগিতাদেশের কোনো আদেশের অনুপস্থিতিতে, উক্ত সম্পত্তিটি **ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে এবং মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেডের (অকশন টাইগার) ওয়েবসাইট https://drt.auctiontiger.net -এর মাধ্যমে ''অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং'' -এর মাধ্যমে বিডিং হবে। এটি ০৫.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রয়োজন হলে দুপুর ১২ টার পর ৫ মিনিট করে সময় বাড়ানো হবে।** বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন- রিকভারি অফিসারের কার্যালয়, ডেট্স রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, রাঁচি, যোগাযোগ নং ০৬৫১ ২২১৪০২১, মোবাইল নং ৯৪৩১১০৬৭৭৭ এবং সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য যোগাযোগ করুন শম্ভু কুমার সিং, চিফ ম্যানেজার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি, কলকাতা, মোবাইল নং ৮১৩০৩৩৩২৪৮।
৪.১ উপরে উল্লেখিত সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতাদের নীচের তফসিলে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রি করা হবে এবং উক্ত সম্পত্তির সাথে সংযুক্ত দায় ও দাবিগুলি, যতটুকু জানা গেছে, তা প্রতিটি লটের বিপরীতে তফসিলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।
৪.২ সম্পত্তিটি তফসিলে নির্দিষ্ট করা লট অনুযায়ী বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে। সম্পত্তির কোনো অংশ বিক্রির মাধ্যমে যদি আদায়যোগ্য পরিমাণ পূরণ হয়ে যায়, তবে অবশিষ্ট অংশের বিক্রি তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করা হবে। কোনো লট চূড়ান্ত হওয়ার আগে যদি উক্ত সার্টিফিকেটে উল্লেখিত বকেয়া, সুদ এবং খরচ (বিক্রয়ের খরচ সহ) বিক্রয় পরিচালনাকারী অফিসারের কাছে জমা দেওয়া হয় অথবা তার সন্তুষ্টি অনুযায়ী প্রমাণ দেওয়া হয় যে উক্ত সার্টিফিকেট, সুদ এবং খরচের পরিমাণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে প্রদান করা হয়েছে, তবেও বিক্রি বন্ধ করা হবে।
৪.৩ বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালনকারী কোনো অফিসার বা ব্যক্তি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বিক্রি হওয়া সম্পত্তির কোনো স্বার্থ অর্জনের জন্য বিড করবেন না বা চেষ্টা করবেন না। বিক্রয়টি আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত শর্তাবলী এবং তার অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তাবলীর সাপেক্ষে হবে।
৪.৪ সংযুক্ত তফসিলে উল্লেখিত বিবরণগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারীর সর্বোত্তম তথ্য অনুযায়ী বলা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনো ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দায়ী থাকবেন না।
৫.(ক) সম্পত্তির সংরক্ষিত মূল্য, যার নিচে সম্পত্তি বিক্রি করা হবে না, তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল- স্থাবর বন্ধকী সম্পত্তিটি ২ নং সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা, শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল-এর। এটি ১১.০৩.২০০৮ তারিখের আই-০২৭৬৮ নম্বর বিক্রয় দলিল অনুযায়ী। মৌজা- বিপ্রন্নপাড়া, জে.এল. নং ২৭, থানা- ডোমজুড়, জেলা- হাওড়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

আর.এস. খতিয়ান	আর.এস. দাগ নং	এলাকা (ডেসিমেল/শতকে)	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
৯৯৭	৪৫৮০ (পি)	৩.২৫	৫৩,৭০,০০০/- টাকা	৫,৩৭,০০০/-
	৪৫৮২ (পি)	৫.০০		
	৪৫৮৩ (পি)	৩.০০		
৯০১	৪৪৩৩ (পি)	৯.২৫		
১৩৯	৪৫৭৮ (পি)	১.০০		
১৩০৮	৪৬০৪ (পি)	১.৫০		
	৪৬০৫ (পি)	১.৭৫		
৫৩৮	৪৪৩৫ (পি)	৩.০০		

মোট এলাকা :- ২৭¾ ডেসিমেল/শতক, চতুঃসীমা :- উত্তরে ৩০ ফুট চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা, দক্ষিণে- অন্যান্য ব্যক্তির জমি, পূর্বে- অন্যান্য ব্যক্তির জমি, পশ্চিমে - ২৫ ফুট চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা।
৬. আগ্রহী বিডারদের ইএমডি-র সাথে নথিপত্র যেমন প্যান কার্ড, পরিচয়পত্র, ঠিকানার প্রমাণ ইত্যাদি এবং কোম্পানির ক্ষেত্রে কোম্পানির বোর্ড সদস্যদের দ্বারা পাস করা রেজোলিউশনের অনুলিপি বা কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব/অ্যাটর্নি দাবি করে এমন কোনো নথিপত্র সর্বশেষ ০৩.০৬.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি, রাঁচি-র কার্যালয়ে জমা দিতে হবে এবং এরপরে তারা ০৫.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলা ই-নিলামে অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। নিলামের শেষের সময়ের শেষ ৫ মিনিটে বিড করা হলে, শেষের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ৫ মিনিট বাড়ানো হবে।
৭. ইচ্ছুক বিডাররা **আরটিজিএস/এনইএফটি/ইএফটি-এর মাধ্যমে ইএমডি-র পরিমাণ 'রিকভারি অফিসার, ডিআরটি, রাঁচি'**-র অ্যাকাউন্টে প্রদান করবেন, যার কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং ৩১৫৯৮৯২১০৮৭, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্দ্রপুরী শাখা, রাঁচি।
৮. বিড ফর্ম সহ ইএমডি-র রসিদ **রিকভারি অফিসারের কার্যালয়, ডেট্স রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, ৫ম তলা, আরআরডিএ বিল্ডিং, কাচারি চক, রাঁচি**-তে জমা দিতে হবে।
৯. বিডিং বৃদ্ধির পরিমাণ হবে ১,০০,০০০/- টাকা। বিডের পরিমাণ বা বিডার সম্পর্কে কোনো বিবাদ দেখা দিলে, লটটি অবিলম্বে আবার নিলামে তোলা হবে।
১০. অসফল বিডাররা ই-নিলাম বিক্রয়ের প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি, রাঁচি-র কার্যালয় থেকে সরাসরি তাদের ইএমডি সংগ্রহ করবেন।
১১. সফল/সর্বোচ্চ বিডারকে ইএমডি সমন্বয়ের পরে বিড/বিক্রয় মূল্যের ২৫% অর্থ 'রিকভারি অফিসার, ডিআরটি, রাঁচি'-র অ্যাকাউন্টে **আরটিজিএস/এনইএফটি/ইএফটি-এর মাধ্যমে কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং ৩১৫৯৮৯২১০৮৭, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্দ্রপুরী শাখা, রাঁচিতে পরবর্তী ব্যাঙ্ক কার্যদিবসের মধ্যে,** অর্থাৎ বিকেল ০৪.০০ টার মধ্যে এই ট্রাইব্যুনালে প্রদান করতে হবে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১২. সফল/সর্বোচ্চ বিডারকে অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয়লব্ধ অর্থ **'রিকভারি অফিসার, ডিআরটি, রাঁচি'-র অ্যাকাউন্টে আরটিজিএস/এনইএফটি/ইএফটি-এর মাধ্যমে** কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নং ৩১৫৯৮৯২১০৮৭, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্দ্রপুরী শাখা, রাঁচিতে রিকভারি অফিসার, ডিআরটি, রাঁচি-র কাছে সম্পত্তির নিলামের তারিখ থেকে ১৫ তম দিনে বা তার আগে জমা দিতে হবে (সেই দিন বাদে)। যদি ১৫ তম দিন রবিবার বা অন্য কোনো ছুটির দিন হয়, তবে ১৫ তম দিনের পরের প্রথম কার্যদিবসে জমা দিতে হবে। এর সাথে ১,০০০/- টাকা পর্যন্ত ২% হারে পাউন্ডেজ এবং ১,০০০/- টাকার ওপরের পরিমাণের ওপর ১% হারে পাউন্ডেজ রেজিস্ট্রার, ডিআরটি, রাঁচি-র অনুকূলে জমা দিতে হবে। (ডাকযোগে অবশিষ্ট ৭৫% জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে, তা উপরের ঠিকানায় রিকভারি অফিসারের কাছে পৌঁছাতে হবে)।
১৩. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে, বিক্রয়ের নতুন ঘোষণা জারির পরে সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রি করা হবে। বিক্রয়ের খরচ মেটানোর পরে জমাকৃত অর্থ, যদি নিম্নস্বাক্ষরকারী উপযুক্ত মনে করেন তবে সরকারের কাছে বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে এবং ডিফল্ট করা ক্রেতা সম্পত্তি বা যে পরিমাণের জন্য এটি পরে বিক্রি হতে পারে তার কোনো অংশের ওপর সব দাবি হারাবেন।
১৪. সর্বোচ্চ বিডারকে কোনো লটের ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে শর্ত থাকে যে তার দ্বারা বিড করা পরিমাণ সংরক্ষিত মূল্যের চেয়ে কম না হয়। যদি প্রস্তাবিত মূল্য এতই অপ্রতুল মনে হয় যে তা গ্রহণ করা অনুচিত, তবে সর্বোচ্চ বিড প্রত্যাখ্যান/গ্রহণ করার বিষয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারীর বিবেচনার ওপর নির্ভর করবে।
১৫. সম্পত্তিটি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা যেমন আছে', 'কোনো অভিযোগ নেই' ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে। বিডারদের এসআরও এবং রাজস্ব রেকর্ডের সাথে যাচাই করার এবং তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির প্রকৃতি, বর্ণনা, অবস্থা, দায়বদ্ধতা, লিয়েন, চার্জ, বিধিবদ্ধ বকেয়া ইত্যাদি সম্পর্কে নিজেদের সন্তুষ্ট করার পরামর্শ/সতর্ক করা হচ্ছে। বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি/টেন্ডার নথিতে প্রদর্শিত সরকার/স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কোনো বিধিবদ্ধ বকেয়া/দায়বদ্ধতা ইত্যাদি থাকলে তা ক্রেতা(দের) বহন করতে হবে।
১৬. দখল হস্তান্তর- এ সংক্রান্ত সমস্ত খরচ এবং আনুষঙ্গিক চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবেন। সার্টিফিকেট হোল্ডার ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ অর্থ আত্মসাতের অনুরোধ তখনই বিবেচনা করা হবে যখন নিলাম ক্রেতা টাইটেল ডিড গ্রহণ এবং সম্পত্তির দখল হস্তান্তরের একটি মেমো জমা দেবেন।
১৭. কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো বা সমস্ত বিড অযৌক্তিক মনে হলে তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা যেকোনো সময় নিলাম স্থগিত করার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারী সংরক্ষণ করেন।
আমার স্বাক্ষর এবং এই ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর দ্বারা রাঁচিতে এই ২৩শে মার্চ ২০২৬তারিখে প্রদত্ত।

স্বা/-
রিকভারি অফিসার-২

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
এ জে সি বোস রোড শাখা
১১৯, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোন নং : (০৩৩) ২২২৯ ৮০৮৬/০৪৫৭/৩২৫৯

দখল নোটিশ - পরিশিষ্ট ৪ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীনে

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৫.০২.২০২৬ তারিখে ঋণগ্রহীতা **১. মেসার্স আইরাহ এক্সিম অ্যান্ড হসপিটালিটি প্রা. লি. ঠিকানা : ১ম তল, এফএল : ১, এলপি-২/২১/১৩/০ প্রেমিসেস নং ৪৪/বি গিরিন্দ্র শেখর বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯, ২. আহমেদ রাজা খান (ডিরেক্টর/জামিনদাতা) ঠিকানা : সেফ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থ তল, টি-১৯, তেঘরিয়া মেন রোড, হাতিয়ারা, থানা - বাগুইআটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৭ আরও ঠিকানা : ১ম তল, এফএল-১, এলপি-২/২১/১৩/০ প্রেমিসেস নং ৪৪/বি গিরিন্দ্র শেখর বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯, ৩. অঙ্কিতা নাথ (ডিরেক্টর/জামিনদাতা) ঠিকানা : সেফ টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪র্থ তল, টি-১৯, তেঘরিয়া মেন রোড, হাতিয়ারা, থানা - বাগুইআটি, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭০০১৫৭ আরও ঠিকানা : ১ম তল, এফএল-১, এলপি-২/২১/১৩/০ প্রেমিসেস নং ৪৪/বি গিরিন্দ্র শেখর বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯ সংশ্লিষ্ট লোন অ্যাকাউন্ট এ জে সি বোস রোড শাখা, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১,৯৯,৬১,০০০.০০ টাকা (এক কোটি নিরানব্বই লাখ একষট্টি হাজার টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২২ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১,৯৯,৬১,০০০ টাকা (এক কোটি নিরানব্বই লাখ একষট্টি হাজার টাকা) ০৯.১১.২০২৫ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৬এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ২২৮৩ বর্গফুট কমবেশি ৭মতলে, ব্লক নং ডি, এবং ১ ঢাকা কার পার্কিং স্পেস পরিমাপ ১৩৫ বর্গফুট কমবেশি আপার গ্রাউন্ড ফ্লোর, ব্লক নং ডি, বহুতল ভবন কমপ্লেক্সে নাম পার্বতী বিহার, নির্মিত জমির পরিমাপ এরিয়া আনুমানিক ৫৩ কাঠা ১১ ছটাক ২৯ বর্গফুট কমবেশি অবস্থিত মৌজা- জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, তৌজি নং ৫০২৫, সিএস দাগ নং ৪৯, ৫৮, ৫০, ৫১, ৫৭, ৬৮, ৬৭, আরএস দাগ নং ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬৬, ৬৭, ৮১, ৮০, আরএস খতিয়ান নং ৩৫৮, ১০৩৪, ৬৩৮, ৯৪৬, ৯৬৯, ৯৭৩, ৯৬৫, ৯৭৭, ৬১৭, ১১৫, ৬৫৫, ৪০৩, রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা, পুরসভা প্রেমিসেস নং ৫২/৬, নজরুল ইসলাম সরণি, ওয়ার্ড নং ৮, বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থা অধীন, থানা -রাজারহাট, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা।

তারিখ : ২২.০৪.২০২৬ স্থান : কলকাতা স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
যোধপুর পার্ক শাখা
নং ৫০৫, যোধপুর পার্ক, কলকাতা
পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৬৮

পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৩.০২.২০২৬ তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা **শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায় এবং শ্রীমতী সঞ্চারী সিনহা রায় (ঠিকানা : জি সি রায় চৌধুরি টাওয়ার, ফেজ ১, ফ্ল্যাট নং ৩০৯, ব্লক এ, ৪র্থ তল, প্রেমিসেস নং ১৩৯, ফিডার রোড, মধুসূদন রায় চৌধুরি রোড, বেলঘরিয়া, পো এবং থানা - বেলঘরিয়া, ওয়ার্ড নং ২০, কামারহাটি পুরসভা, কলকাতা - ৭০০০৫৬ এবং আরও ঠিকানা - আলিপুর পূর্বপাড়া, আলিপুর নয়ানগর, হরিপাল, আলিপুর, ভিটিসি : মোগলপুর, পো - আলিপুর এবং নয়ানগর, থানা - হরিপাল, জেলা - হুগলি, পিন - ৭১২৩০১) যোধপুর পার্ক শাখা** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **৩৮,৬২,৫১৬.০০ টাকা (আটত্রিশ লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশ ষোলো টাকা) ০২.০২.২০২৬ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২১ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৩৮,৬২,৫১৬.০০ টাকা (আটত্রিশ লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশ ষোলো টাকা) ০২.০২.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ।
''এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

সম্পত্তির তপশিল
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং ৩০৯, ব্লক এ, চতুর্থতল, দক্ষিণ পূর্ব কোনে উক্ত ভবনে পরিচিত জি সি রায় চৌধুরী টাওয়ার নামে, ফেজ ১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২৮৫ বর্গফুট কমবেশি , তিন বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, এক পূজা ঘর, এক কিচেন, এক সংযুক্ত বাথ এবং এক কমন বাথ (ইন্ডিয়ান) এবং দুই ব্যালকনি ইত্যাদি, উক্ত জি-৪ তলা টাওয়ার অবস্থিত আরএস দাগ নং ১৩৯০, এলআর দাগ নং ১৩৯০,সিএস খতিয়ান নং ৪০৩, আরএস খতিয়ান নং ১৮৫২, এবং সিএস দাগ নং ১৩৯০/১৮৬৫,১৩৮৩, সিএস খতিয়ান নং ১১৭৫, ৩৭৭, মৌজা- বেলঘড়িয়া, জেএল নং ০৩, তৌজি নং ১৭২, পুরসভা হোল্ডিং নং ৬৬৩, পুরসভা প্রেমিসেস নং ১৩৯, ফিডার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৬, ওয়ার্ড নং ২০, কামারহাটি পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, তদস্থিত সকল সুবিধা সংলগ্ন চলার পথ ইত্যাদি ভোগ দখলের অধিকার সহ।
জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ পরে ফেজ-১ বি এন রায় চৌধুরী সুপার মার্কেট এবং বিদ্যানাথ অ্যাপার্টমেন্ট। **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া রোড পরে ট্যাঙ্ক-মালিকগণের। **পূর্বে :** খালি জমি এবং পরে লেরওয়ে লাইন। **পশ্চিমে :** মধুসূদন রায়চৌধুরী রোড।
সম্পত্তি শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায় এর নামে।

তারিখ : ২১.০৪.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, যোধপুর পার্ক শাখা

AXIS BANK
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.
এ.সি. মার্কেট বিল্ডিং, ১ শেক্সপীয়র সরণি, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭১

(২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) সহিত পঠিত পরিশিষ্ট IV অনুযায়ী)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস রুল ৩ সংস্থান অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে উক্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে চুক্তির হার অনুযায়ী সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, শুল্ক ইত্যাদি সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির নিম্নোক্ত তারিখ অনুযায়ী নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনরূপ লেনদেন অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.-এর নিকট বকেয়া, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক ইত্যাদি নোটিশে উল্লিখিত দাবি নোটিশের তারিখ থেকে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে উক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা	ক) তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ খ) দাবি নোটিশের তারিখ গ) দখলের তারিখ (প্রতীকী)
শ্রী গৌরাঙ্গ প্রামাণিক এবং শ্রীমতি ছন্দা প্রামাণিক	ক) **১৪,০৭,৪৫৫** টাকা (চোদ্দ লাখ সাত হাজার চারশ পঞ্চান্ন টাকা) লোন এ/সি নং PHR031905573708, ০৪.১২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৪.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) **৫,০২,১৯৪.৫০ টাকা** (পাঁচ লাখ দুই হাজার একশ চুরানব্বই টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) লোন এ/সি নং HTR000508586445, ০৪.১২.২০২৫ অনুযায়ী (সংশ্লিষ্ট পরিমাণ ০৪.১২.২০২৫ পর্যন্ত সুদ সহ) বকেয়া খ) ০৪.১২.২০২৫ গ) ২৩.০৪.২০২৬

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক ১৮ বর্গফুট তদস্থিত জি-৩ তলা ভবন অবস্থিত মৌজা - কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭, আরএলএস নং ১৮০, তৌজি নং ২২৮/২২৯, সিএস খতিয়ান নং ৫৯৫, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৪, সিএস দাগ নং ৫৫২৪, আরএস দাগ নং ৩৫০৯, এএইচ- তালবাগান রবীন্দ্র পল্লি, কলকাতা -৭০০১০১, থানা -রাজারহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা পূর্বতন ওয়ার্ড নং ১৭ -রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৩২(পুরানো), ২৩ (নতুন), **চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৪, আরএস দাগ নং ৩৫০৯। **দক্ষিণে :** আরএস দাগ নং ৩৫১২। **পূর্বে :** আরএস দাগ নং ৩৫০৮। **পশ্চিমে :** ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।
তপশিল বি (বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ) :
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩ উত্তর দিকে দোতলায় পরিমাপ এরিয়া ৬৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক লবি, এক ডব্লুসি - (জি-৩) তলা ভবনে পরিচিত আইশি অ্যাপার্টমেন্ট, সকলের ব্যবহারের সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এএইচ-তালবাগান রবীন্দ্র পল্লিস্থিত, কলকাতা- ৭০০১০১, থানা : রাজারহাট, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা পূর্বতন ওয়ার্ড নং ১৭ -বাজারহাট গোপালপুর পুরসভা বর্তমানে বিধাননগর পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৩২ (পুরানো), ২৩ (নতুন)।

তারিখ : ২৪.০৪.২০২৬, স্বা/-
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ অনুমোদিত অফিসার, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লি.

মালদায় বাহিনীর বিরুদ্ধে ভোটারদের ভয় দেখানোর অভিযোগ তৃণমূলের

হার বুঝেই ভুলভাল বকছে, বক্তব্য বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার তৃণমূল ঘাঁটিগুলোতে একাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনী জাওয়ানেরা ইচ্ছেকৃতভাবে ভোটারদের ভয় দেখিয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। অথচ বিজেপি এলাকাগুলিতে তুলনামূলক টহলদারি দিতে কম দেখা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদের বলেও অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। আর তৃণমূলের এমন অভিযোগকে কটাক্ষ করেছে বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু । তিনি বলেন, 'ওরা হারছে বুঝেই এখন ভুলভাল বকছে।' এদিন সকাল থেকেই সুজাপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ১৫৯ নম্বর মোসিমপুর এলাকার একটি বুথেই চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, ওই এলাকায় সংশ্লিষ্ট বুথের ভোটার স্লিপ দেখানোর পরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী কয়েকজন জাওয়ান ইচ্ছাকৃত সাধারণ

ভোটারদের ধমক দিচ্ছে। মাঝেমধ্যে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে। আর এতেই অনেকেই ভয় পেয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। একইভাবে সুজাপুরের বাখরপুর এলাকার ১৭২ নম্বর বুথেও একই অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে সোচ্চার হন তৃণমূল সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিন। তিনি বলেন, 'ইচ্ছাকৃত কয়েকটি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর এবং সিআরপিএফ-এর জওয়ানেরা ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে। এখানকার ১৫৯ নম্বর বেলতলা এসএসকে বিদ্যালয় বুথে যাঁরা ভোটার স্লিপ নিয়ে যান ভোটের পর তাঁদের ভোটার স্লিপ জোর করে নিয়ে নেওয়া হয়। সেই ব্যাপারে ওই বুথে জানতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে, লাঠি উঁচিয়ে ভোটারদের তেড়ে আসে।' তৃণমূল প্রার্থী সাবিনা ইয়াসমিনের অভিযোগ, 'একটু কিছু হলেই দলে দলে কেন্দ্রীয় বাহিনী এক একটি বুথে জড়ো হচ্ছে। এতে ভোটারেরা ভয় পেয়ে যাচ্ছেন। অথচ মালদার যেসব বিজেপির বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীদের টহল দিতে দেখা যাচ্ছে না। আমার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকটি বুথের পরিদর্শনে গেলেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন জওয়ান চরম দুর্ব্যবহার করে।' সুজাপুরের কংগ্রেস প্রার্থী আব্দুল হান্নান বলেন, 'বাখরপুরের একটি বুথে ইচ্ছা করে কর্তব্যরত কয়েকজন কেন্দ্রীয় বাহিনী লাঠি উঁচিয়ে ভোটারদের তাড়া করছে। কিছু বলতে গেলেই মারমুখী হয়ে আসছে ওরা। এরকম চিত্র অন্যান্য বিজেপির বিধানসভা গুলিতে দেখা যায় নি।' এদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, 'মালদার হবিবপুর, গাজোল বিধানসভায় বিজেপি দখলে রয়েছে বলে রাস্তাঘাটে তুলনামূলক কেন্দ্রীয় বাহিনীকে টহল দিতে দেখা যায় নি। কার্যত গাছের তলায় বসে সময় কাটিয়েছে তাঁরা। অথচ তৃণমূলের যেখানে বিধায়কেরা ছিলেন সেখানেই ভয় ভীতি দেখানো হয়েছে।' যদিও এপ্রসঙ্গে দক্ষিণ মালদার বিজেপির সাংগঠনিক সভাপতি এবং উত্তর মালদার দলের সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, 'আসলে তৃণমূলের হার বুঝতে পেরে ওরা এখন ভুলভাল বকছে। যেখানে বিশৃঙ্খলা হবে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী অবশ্যই ছুটে যাবে, এটাই তো নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ। এবারে তো আর ছাপ্পা ভোট নেই এবং ভুয়ো ভোটারও বাদ চলে গিয়েছে। তাহলে ওদের তো কিছু করার নেই। এরকম অবাঞ্ছিত কথাবার্তা বলেই বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে এতে কোন লাভ হবে না।'

ফের বীরভূমে ঝরল ভোট-রক্ত! আক্রান্ত বিজেপির এজেন্ট-সহ এক নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বীরভূম: অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো গেল না এবারের বিধানসভা নির্বাচনেও। আক্রান্ত হলেন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ মণ্ডল ও লাভপুরের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার ছেলে দেবরূপ ওঝা। সাঁইথিয়া থানার অধীনে ভ্রমরকোল গ্রামে ৬৮ নম্বর বুথে লাঠি, রড দিয়ে পেটানো হয়েছে ভাঙচুর করা হয়েছে গাড়ি বলে অভিযোগ। অভিযোগের তীর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। বিশ্বজিৎ মণ্ডল লাভপুরের বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝার নির্বাচনী এজেন্ট। বিজেপির পক্ষ থেকে সাঁইথিয়া থানা ও নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানানো হয়েছে বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি তথা সিউড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সাঁইথিয়া থানার ওসির সাসপেন্ডের দাবি তুলেছেন। অন্যদিকে, দুবরাজপুর পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে খাবার বিলিকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের জেরে বিতর্কের সূত্রপাত হয় হুমকি ও পাল্টা হুমকি ঘিরে উত্তপ্ত হয় দুবরাজপুর ৬ নম্বর ওয়ার্ড চত্বর অযথা ভিড় হটাতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী টহল শুরু করে। অন্যদিকে সিউড়ি ৮ নম্বর ওয়ার্ডের শিপ্রা মজুমদার ও তার স্বামী অভিজিৎ মজুমদারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের অভিযোগ, চন্দ্র গতি স্কুলে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের পাশেই বসে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন তাঁরা। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে অভিজিৎ মজুমদার বলেন মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিচ্ছেন, উন্নয়নের পক্ষে ভোট হচ্ছে বুঝতে পেরে বাজার গরম করতে চাইছেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। নানুরের থুপসড়া অঞ্চলে ৩০০ ও ৩০৩ নাম্বার বুথে মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ নানুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসের। হাঁসনের তৃণমূল প্রার্থী ফায়েজুল হকের আরও অভিযোগ, 'কিছু ভোটার কে জোর করে আটকে রাখা হচ্ছে, হাটসেরান্দি গ্রামে হিন্দু পরিবারকে ভোটদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে। আমরা অভিযোগ জানাচ্ছি কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে

পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী যথাসময়ে পৌঁছাতে পারছে না। ভোটের আগের আগে রাতে নির্বাচনের এজেন্টকে মানসিক অত্যাচার করা হয়েছে।' অন্যদিকে, সিউড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী উজ্জ্বল চ্যাটার্জির ইলেকশন এজেন্ট রমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। রমারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী প্রয়োজনীয় নথি থাকা সত্ত্বেও তাকে বুথে ঢুকতে বাধা দিয়েছেন তার আশঙ্কা এর পেছনে গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। সদর মহকুমা শাসক ও পুলিশ অবজারভারকে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। দুবরাজপুর বিধানসভার কেন্দ্রের অন্তর্গত খয়রাশোলে বুধপুর গ্রামে জনতা কেন্দ্র বাহিনী খন্ড যুদ্ধ। আক্রান্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী। ইভিএমের গন্ডগোল কে ঘিরে জনতা কেন্দ্র বাহিনী খণ্ড যুদ্ধ আহত ৬। অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থীর বোতামে ভোট দিলে সেটি বিজেপি প্রার্থীর ঘরে গিয়ে পড়ছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন গ্রামবাসীরা। বন্ধ থাকে ভোট গ্রহণ। উত্তেজনা বাড়তে থাকলে শুরু হয় বাকবিতন্ডা। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে লক্ষ্য করে গ্রামবাসীরা ইট বৃষ্টি শুরু করে। ইটের আঘাতে চারজন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ও দুইজন গ্রামবাসী আহত হন।

অগ্নিমিত্রার গাড়িতে হামলা, ভাঙল কাচ, আসানসোলে সামনে এল 'বহিরাগত' তত্ত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার ভোটের প্রথম দফার ভোট একপ্রকার শান্তিপূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন হল। রেকর্ড সংখ্যক ভোট পড়ল আসানসোল লোকসভার অন্তর্গত ছয় বিধানসভা কেন্দ্রে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৯০ শতাংশের বেশি ভোট পড়ে।

প্রত্যেক ভোটারই এবার ভোট দিতে পেরে খুশি। প্রত্যেকের বক্তব্য অন্যান্য ভোটের থেকে এবারের ভোট ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে বলে দাবি ভোটারদের।

যদিও এসবের মধ্যে তাল কাটলো আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত রহমত নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে। এদিন দুপুর দুটো নাগাদ অন্যান্য বুথ পরিদর্শন করে রহমত নগর উচ্চ বিদ্যালয় এর পাশ দিয়ে অন্য বুথের উদ্দেশ্যে গাড়ি করে রওনা দিচ্ছিলেন এই বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পল। সেই সময় কেউ বা কারা পাথর ছোড়ে অগ্নিমিত্রার গাড়ি লক্ষ্য করে। বাড়ির পিছনের কাঁচ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এই অবস্থায় অগ্নিমিত্রা চলে আসেন হিরাপুর থানায়। পরে তিনি পুনরায় ঘটনাস্থলে যান। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও

কেন্দ্রের বিশাল বাহিনী। অগ্নিমিত্রা অভিযোগ করেন তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যদিও ঘটনার কথা অস্বীকার করেছে তৃণমূল। অপরদিকে এই দিন সকাল সাতটা নাগাদ আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের এলআইসি সংলগ্ন বুথে ভোট দিতে আসেন আসানসোল দক্ষিণের প্রার্থী অগ্নি মিত্রা পল। সাধারণ ভোটারের সাথে লাইন দিয়ে ভোট দান করেন তিনি। ভোট দান করে বেরিয়ে আসার সময় অগ্নিমিত্রা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস তার বিধানসভা কেন্দ্রে স্থানীয় ও বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে এসে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ তৃণমূলের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।'

এদিন সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটক ভোট দেন ওই বিধানসভার কারনানি প্রাথমিক স্কুলের বুথে। তৃণমূলের বহিরাগত তত্ত্বের অভিযোগ প্রসঙ্গে মলয় ঘটক বলেন, 'তৃণমূল কোনও দিন সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না। ভিন রাজ্য থেকে বিশেষ ট্রেনে করে বহিরাগতদের এ রাজ্যে নিয়ে এসেছে বিজেপি। যার মধ্যে চারটে ট্রেন এসেছে গুজরাট থেকে।' আসানসোল উত্তর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় সাধারণ ভোটারের সাথে দীর্ঘক্ষণ লাইন দিয়ে ভোট দান করেন উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত আসানসোল গার্লস কলেজে। তিনি বলেন, 'নির্বাচন কমিশন তার সঠিক দায়িত্ব পালন করেছে বলেই সাধারণ ভোটাররা নিরাপদে ভোট দিতে পেরেছে। আর সেই কারণে তৃণমূল বুঝে গেছে তাদের হার নিশ্চিত। তাই তারা প্রলাপ বকছে।' এদিন দুপুরে আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের রবীন্দ্রভবনের বুথে ভোট দিতে আসেন আসানসোলের সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি বলেন, 'দিদির নেতৃত্বে পুনরায় সরকার গড়বে তৃণমূল কংগ্রেস।'

ভোটের আগে জামুড়িয়ায় 'অরক্ষিত' ইভিএম ঘিরে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: পশ্চিম বর্ধমান জেলার জামুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটের প্রাক্কালে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) 'অরক্ষিত' অবস্থায় পড়ে থাকার অভিযোগ ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। শ্রীপুর এলাকার একটি রাস্তার ধারের ধাবার সামনে পার্ক করা একটি গাড়ির ভিতরে ইভিএম পাওয়া যায় বলে অভিযোগ ওঠে। জামুড়িয়ায় ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হওয়ার কথা, ফলে এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা আরও বাড়ে। স্থানীয় পর্যবেক্ষক ও বিরোধী নেতাদের দাবি, 'অন ইলেকশন ডিউটি জামুড়িয়া এসি ২৭৯' লেখা ওই গাড়ির ভিতরে একাধিক রিজার্ভ ইভিএম ছিল, কিন্তু ঘটনাস্থলে কোনও নিরাপত্তারক্ষী চোখে পড়েনি। এনসিপি নেতা ও নির্বাচনী এজেন্ট আকাশ ঘটক ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিষয়টিকে নির্বাচন বিধির গুরুতর লঙ্ঘন বলে অভিহিত করেন। তাঁর দাবি, গাড়িটি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল এবং তাঁদের দল ভিডিও রেকর্ড করে পুলিশকে খবর দেয়। ঘটক আরও অভিযোগ করেন, এত সংবেদনশীল সরঞ্জামের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা মানা হয়নি এবং ভোট প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন। তিনি এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। তবে এই সমস্ত অভিযোগ খারিজ করেছেন সংশ্লিষ্ট সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মণ্ডল। তিনি জানান, গাড়িতে থাকা চার সেট ইভিএম তাঁর সেক্টরের জন্য নির্ধারিত ছিল এবং নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নির্দেশিকা মেনেই কাজ করা হচ্ছিল। নিরাপত্তা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সেক্টর পুলিশের দল তাঁদের সঙ্গে ছিল এবং বিভিন্ন বুথ পরিদর্শনের সময় গাড়ির ঠিক পিছনেই চলছিল। শেষ বুথ পরিদর্শন শেষে অন্য কোনও ব্যবস্থা না থাকায় তাঁরা অল্প সময়ের জন্য ধাবায় খাওয়ার জন্য থামেন।' সংশ্লিষ্ট সেক্টর অফিসার শুভেন্দু মণ্ডল আরও জোর দিয়ে বলেন, 'ইভিএম কোনও সময়ই অরক্ষিত অবস্থায় ছিল না। তিনি বা সহকারী সেক্টর অফিসার সবসময় গাড়ির কাছে ছিলেন এবং প্রয়োজনে পালা করে একজন বাইরে গিয়েছেন।' তিনি জানান, 'তাঁদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল সেক্টর অফিস, যেখানে নির্ধারিত নিয়ম মেনে ইভিএম জমা দেওয়ার কথা ছিল।' ঘটনার পর দ্রুত প্রতিক্রিয়া বাহিনী কিউআরটি, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং স্থানীয় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকা ঘিরে ফেলে। এখনও পর্যন্ত কোনও অনিয়মের সরকারি নিশ্চিতকরণ মেলেনি এবং নির্বাচন কমিশনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোটের প্রস্তুতি চলতে থাকায় পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করেই উৎসবের মেজাজে ভোট পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম দফার ভোটে কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা বাদে পুরুলিয়ায় ভোট হল শান্তিতেই। মাওহানার ভীতি কাটিয়ে বৃহস্পতিবার পুরুলিয়ার ৯টি বিধানসভা এলাকাগুলিতে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলে তীব্র তাপ প্রবাহকে উপেক্ষা করেই। তবে নির্দিষ্ট সময়ের পার হয়ে যাওয়ার পরেও বহু বুথে ভোটগ্রহণ চলে। ২০২৬-এর এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পুরুলিয়ায় ভোটের হার ৯০.৩১ শতাংশ।

পুরুলিয়ার জঙ্গলমহলের মাও অধ্যুষিত বাঘমুন্ডি, বলরামপুর, জয়পুর,বান্দোয়ান, আড়ষা ও মানবাজার ব্লকগুলিতে মাও হামলার আশঙ্কা থাকলেও এদিন সে ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। বরং মাও আতঙ্ক একেবারেই নেই তা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলির লম্বা লাইন-ই প্রমাণীত। এবারের নির্বাচনে নেই মাওবাদীদের লিফলেট, পোস্টার, ভোট বয়কটের ডাক। যার ফলে তীব্র তাপপ্রবাহের মধ্যেই উৎসবের মেজাজেই ভোট দিলেন এবার জঙ্গলমহল-সহ গোটা পুরুলিয়া জেলার ভোটাররা। পুরুলিয়া জেলায় এদিন মোট ২৮০২টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থেকে ভোটগ্রহণ করা হয়। ভোট শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত রঘুনাথপুর ২ ব্লকের মৌতড় সাত আনা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭৭ নম্বর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ইভিএম খারাপ হয়ে গেলে ১ ঘণ্ট ভোটগ্রহণ বন্ধ থাকে। পরে অন্য ইভিএম এনে পুনরায় ভোটগ্রহণ শুর হয়। অন্যদিকে পুরুলিয়া বিধানসভা কেন্দ্রের পুরুলিয়া শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে আসে। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এছাড়াও পুরুলিয়া শহরের ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮ নম্বর বুথে ইভিএম খারাপ হয়ে যাওয়ার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ধরে ভোটগ্রহণ বন্ধ ছিল। অন্যদিকে, তীব্র গরমের জেরে পাড়া বিধানসভার অন্তর্গত আনাড়া গার্লস উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১১০ নম্বর বুথে ভোট চলাকালীন হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন এক মহিলা ভোট কর্মী। প্রিয়াঙ্কা চট্টোপাধ্যায় নামে ওই ভোট কর্মীকে ফাস্ট পোলিং হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়ায় তড়িঘড়ি তাঁকে পাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়। তাঁর জায়গায় অন্য কর্মীকে নিয়ে গিয়ে ওই বুথে ভোট নেওয়া হয়। এছাড়াও পাড়া বিধানসভার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকের বড়রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তুলসীবাড়ি গ্রামে সেতুর দাবিতে ওই বিধানসভার অন্তর্গত ভাঁওরিডি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তুররাডি গ্রামে রাস্তা নির্মাণের দাবিতে ভোট বয়কট করে ভোট দান থেকে বিরত থাকে গ্রামের বাসিন্দারা। এদিন ভোটগ্রহণ শুরু হতেই পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জোর্তিময় সিং মাহাত বাঘমুন্ডি বিধানসভার পাতরাডী বুথে তাঁর বৃদ্ধা মাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ভোট দেন। তিনি গণতন্ত্রের উৎসবে সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান। অন্যদিকে মানবাজার বিধানসভার অন্তর্গত কাদলাগোড়া জুনিয়র হাইস্কুলের ২০২নম্বর বুথে ভোট দেন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তরের বিদায়ী মন্ত্রী তথা এবারেও মানবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সন্ধ্যারানি টুডু। এছাড়াও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পুরুলিয়ার বলরামপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শান্তিরাম মাহাতো গাড়াফুসড়ো ২নং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে ভোট দেন। সব মিলিয়ে রক্ত না ঝরেই এবারের বিধানসভা ভোট সম্পন্ন হল পুরুলিয়াতে। যা এক নজির গড়ল পুরুলিয়া।

তারকেশ্বরে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে রোড শো মিঠুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হেলিকপ্টারে করে সাহাপুর ফুটবল মাঠে অবতরণ করেন মিঠুন চক্রবর্তী। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সন্তু পান-সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব। মাঠ জুড়ে তখন উৎসবের আবহ, জনতার উচ্ছ্বাসে মুখর চারপাশ। তারকেশ্বরে বিজেপি প্রার্থী সন্তু পানের সমর্থনে রোড শো করতে এসেছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। প্রিয় অভিনেতাকে একঝলক দেখার আশায় মানুষের ঢল নামে সাহাপুর এলাকায়। সাহাপুর মাঠ থেকে প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে রোড শো শুরু করেন মিঠুন। এরপর তারকেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত কুমরুল এলাকায় পৌঁছে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এগোতে থাকে। কুমরুল বকুলতলা থেকে শুরু হয়ে কুমরুল আলু পট্টি

পেরিয়ে চৌতাড়া মোড় পর্যন্ত পথজুড়ে ছিল কর্মী-সমর্থকদের ঢল।

রেকর্ড ভোটদানে নজির গড়ল দক্ষিণ দিনাজপুর

আক্রান্ত কুমারগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হল। জেলা প্রশাসনের কড়া নজরদারি ও কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সকাল থেকেই বুথে বুথে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদ দিলে মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে এই দফার নির্বাচন। জেলার শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখ তে প্রশাসন নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলেছিল গোটা জেলাকে। মোতায়েন ছিল ৮৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, যারা বুথ ও সংবেদনশীল এলাকাগুলোতে সার্বক্ষণিক টহল দিয়েছে। জেলায় এবার মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১ লক্ষ ৬০ হাজার। বিকেল ৫টা পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, জেলায় অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ও রেকর্ড হারে ভোটদানের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিকেল ৫টা পর্যন্ত দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সামগ্রিক আনুমানিক ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৯৩.১২ শতাংশ। তবে ভোটদানের প্রকৃত হার এই সংখ্যাটি ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, কারণ সংবাদটি লেখার সময় পর্যন্ত অনেক বুথেই ভোটারের লাইন বজায় ছিল এবং চূড়ান্ত তথ্য আসা তখনও বাকি।

তবে নির্বাচনের এই আবহের মাঝে কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কুমারগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। জানা গেছে, বুথ পরিদর্শন করতে যাওয়ার সময় তিনি আক্রান্ত হন। পুলিশের সামনেই একদল দুষ্কৃতী তাঁর ওপর চড়াও হয় বলে অভিযোগ। যদিও পুলিশ দ্রুত হস্তক্ষেপ করে তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। এই ঘটনাটি ছাড়া জেলার অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্র যেমন বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, তপন, কুশমণ্ডি ও হরিরামপুরে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া মূলত নির্বিঘ্নেই চলেছে। দিনভর ভোটারদের ব্যাপক অংশগ্রহণ প্রমাণ করে দিল যে জেলার মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের এই উৎসবকে পূর্ণ মর্যাদায় গ্রহণ করেছেন।

ইভিএম-বোঝাই গাড়ি আটক করে বিক্ষোভ শালতোড়ার বিজেপি প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইভিএম-বোঝাই গাড়ি আটকে প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন শালতোড়ার বিজেপি প্রার্থী চন্দনা বাউড়ি। আজ বিকালে আচমকাই শালতোড়ার তিলুড়ির কাছে একটি বোলেরো গাড়িতে বেশ কিছু ইভিএম দেখতে পেয়ে গাড়িকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে ফেটে পড়েন শালতোড়ার বিজেপি প্রার্থী চন্দনা বাউড়ি। গাড়িতে ইভিএম ছাড়াও তৃণমূলের বেশ কিছু পতাকা ছিল বলে দাবি বিজেপি প্রার্থীর। তাঁর দাবি, তৃণমূলকে সুবিধা পাইয়ে দিতে বুথে ভোট হওয়া ইভিএম বদল করে রিসিভিং সেন্টারে জমা করার উদ্দেশেই ওই গাড়িতে করে ইভিএম নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। অবিলম্বে নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে না পৌঁছালে ইভিএম বোঝাই ওই গাড়ি আগুনে পুড়িয়ে ফেলার হুঁশিয়ারি দেন বিজেপি প্রার্থী চন্দনা বাউড়ি। ঘটনাকে ঘিরে একই অভিযোগে সরব হয়েছেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। সৌমিত্র খাঁ এই ঘটনার সঙ্গে প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশের যোগসাজসের অভিযোগ এনেছেন।

ভোটকেন্দ্রে গিয়ে হতবাক! নিজের ভোট হয়ে গেছে জেনে খালি হাতে ফিরতে হল বৃদ্ধাকে

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: ভোট দিতে গিয়ে চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন এক বৃদ্ধা ভোটার। অভিযোগ, তিনি ভোট দিতে গেলেও জানতে পারেন তার ভোট ইতিমধ্যেই পড়ে গিয়েছে। ঘটনাটি দুর্গাপুরের বেনাচিতি হাই স্কুলের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ৮৬ নম্বর বুথের। স্থানীয় বাসিন্দা গীতা অধিকারী ভোট দিতে এসে দেখেন, ভোটকর্মীরা জানাচ্ছেন তাঁর ভোট আগেই হয়ে গেছে। অথচ তিনি নিজে ভোট দিতে আসেননি আগে। এর ফলে হতবাক

হয়ে ভোট না দিয়েই ফিরতে বাধ্য হন ওই বৃদ্ধা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূল প্রার্থী কবি দত্ত ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে ভোটারের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের গাফিলতি রয়েছে এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্তের দাবি জানান।

ভোটার তালিকায় নাম না ওঠায় আত্মঘাতী বৃদ্ধা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আতঙ্কে চরম সিদ্ধান্ত বৃদ্ধার। ভোটের স্লিপ দিয়ে যাওয়ার পরই বৃহস্পতিবার ভোরে বৃদ্ধার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম ওঠেনি। বাড়িতে শুধু ছেলে-বউমার নামেই এসেছে ভোটের স্লিপ। শেষপর্যন্ত কি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে? পরিবারের দাবি, আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন বৃদ্ধা। মৃতার নাম রবি মাঝি (৬৫)। হুগলির দাদপুর থানার ঘটনা। হুগলিতে দ্বিতীয় দফার ভোট ২৯ এপ্রিল। তার আগে বাড়ি বাড়ি ভোটারদের বুথ স্লিপ দিয়ে যাচ্ছেন ভোটাররা। বৃদ্ধার বাড়িতেও স্লিপ দেওয়া হয়েছিল। রবি দেবীর বাড়ি দাদপুর থানার আইমা সোমসারা গ্রামে। কিন্তু দেখা যায়, শুধুমাত্র বৃদ্ধার ছেলে ও বউমার নামে ভোটার স্লিপ এসেছে। বৃদ্ধার নামে স্লিপ আসেনি। পরিবারের দাবি, ১৯৯৫ সালে প্রথম ভোটার কার্ডে নাম ছিল গায়ত্রী মাঝি। আধার কার্ডে নাম রবি মাঝি। শেষ ভোটার তালিকাতেও নাম রবি মাঝি এসেছে। নামের গন্ডগোলের জেরে হিয়ারিংয়ে ডাক পেয়েছিলেন বৃদ্ধা। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও জমা দিয়েছিলেন বলে দাবি পরিবারের। কিন্তু, তাঁর নাম বাদ চলে যায়। সেই থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বৃদ্ধা।

নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রদীপ মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয় রাজ্যের প্রথম দফার নির্বাচন।সকাল থেকেই ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে দেখা যায় ভোটারদের লম্বা লাইন। শান্তিপূর্ন ভাবে ভোটগ্রহণ শুরু হলেও এদিন দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁকসার রাজবাঁধ ও সিলামপুরে দুই জায়গায় দুটি ইভিএম বিকল হয়ে যায়। পরে তা মেরামত করে পুনরায় শুরু হয় ভোটগ্রহণ। সকাল থেকেই প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কড়া নজরদারিতে মোতায়েন ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন দুর্গাপুর পূর্বের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রদীপ মজুমদার। এদিন কাঁকসায় এসে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শন করে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। তিনি অভিযোগ করেন, 'ভোটারদের জন্য কমিশন ঠিকমত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।' তিনি বলেন, প্রখর রোদে মানুষ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গেলেও অধিকাংশ কেন্দ্রের বাইরে ভোটারদের মাথার উপর ছাউনি করা হয়নি। এমনকী এই বিষয়ে তারা দলের পক্ষ থেকে করতে গেলেও, তাদের করতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ভোটের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে ঠিক কথা, কিন্তু ভোট কেন্দ্রে কী করতে হয়, কী কী নিয়ম আছে সেটাই তারা ভালোভাবে জানেন না। যার কারণে পোলিং এজেন্টদের সমস্যায় পড়তে হয়।' এদিন কাঁকসার সমস্ত বুথ পরিদর্শন করে তিনি জানান, মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হয়েছে। মানুষ হাসি মুখেই ভোট দিয়ে বাড়ি যাচ্ছে। তাদের হাসিমুখ দেখেই এটা স্পষ্ট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন। জানা গিয়েছে, এদিন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ভোট পরে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৯০ শতাংশ।

কাঁকসায় মডেল বুথে উৎসবের আকারে ভোট দিলেন ভোটাররা

৪টি বুথ সামলালেন মহিলা ভোটকর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বৃহস্পতিবার আঁটো সাঁটো নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয় প্রথম দফার নির্বাচন। সকাল থেকেই শান্তিপূর্ণভাবে শুরু হয় ভোট গ্রহণ পর্ব। প্রথম দফার নির্বাচনে দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কাঁকসার বিরুডিহায় তৈরি করা হয় মডেল বুথ। সেখানে চারটি ভোট কেন্দ্র খোলা হয়। ২৭৬ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৬১, ২৬২, ২৬৩, এবং ২৬৪ নম্বর বুথ। মোট ভোটারের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। বিরুডিহা উচ্চ বিদ্যালয়ে খোলা হয় এই মডেল বুথ। গোটা বিদ্যালয় চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছিল নানান উপকরণ দিয়ে। তৈরি করা হয় সেলফি পয়েন্ট। সেখানে ভোট দিয়ে অনেককেই সেলফি তুলতেও দেখা যায়। প্রখর রোদে যে সমস্ত ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যান,তাদের জন্য মাটির কলসিতে পানীয় জল ও মাটির গ্লাস রাখা হয়। গোটা বুথকেন্দ্রে কড়া নজরদারিতে মোতায়েন ছিলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। সকাল থেকেই হাসিমুখে মহিলা ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে পৌঁছে যান ভোট দিতে। ভোট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে তারা জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশন ভোটারদের জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করেছে। তাদের ভোট দিতে কোনো রকম সমস্যা হয় নি। গোটা বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ছিল। ভোট পর্ব যেনো একটা উৎসবের রূপ নেয়।

ভোটদানের জোয়ারে ভেসে গেল তামিলনাড়ু

শীর্ষে নামাক্কল

চেন্নাই, ২৩ এপ্রিল ২০২৬: সালের বিধানসভা নির্বাচনে জোরদার ভোটদানের সাক্ষী থাকল তামিলনাড়ু। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই বুথগুলির সামনে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন নজরে পড়ে, যা বিকেলের দিকে আরও গতি পায়। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজ্যে গড় ভোটদানের হার দাঁড়িয়েছে ৮২.২৪ শতাংশ। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ চললেও কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত অভিযোগ ওঠে, তবে তা সামগ্রিক ছবিকে প্রভাবিত করতে পারেনি।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এদিনের নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে নামাক্কল জেলায়, যার হার ৭৬.৪৩ শতাংশ। তার পরেই রয়েছে করুর (৭৬.০৮ শতাংশ), সেলেম (৭৫.৭৯ শতাংশ), ইরোড (৭৫.৬১ শতাংশ) এবং তিরুপুর (৭৫.৩৮ শতাংশ)। একাধিক জেলায় উচ্চ ভোটদানের হার রাজ্যের সামগ্রিক অংশগ্রহণকে আরও জোরদার করেছে।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এবারের নির্বাচনে শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই ভোটারদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে প্রথমবারের ভোটার ও যুব সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ নজর কেড়েছে।এই নির্বাচনে মূল লড়াই ডিএমকে ও এআইএডিএমকের মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনের নেতৃত্বাধীন ডিএমকে জোট ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াইয়ে রয়েছে। অন্যদিকে এডাপ্পাডি কে পলানিস্বামীর নেতৃত্বে এআইএডিএমকে জোট ক্ষমতায় ফেরার চেষ্টা চালাচ্ছে। পাশাপাশি অভিনেতা-রাজনীতিক বিজয়ের দলও এই নির্বাচনে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিকেল ৫টার পরেও যাঁরা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের ভোটদানের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ফলে চূড়ান্ত ভোটের হার আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, তামিলনাড়ুতে এবারের ভোটে জোরদার অংশগ্রহণ এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজনৈতিক সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে চলেছে। উল্লেখ্য, তামিলনাড়ুতে এক দফাতেই ভোটগ্রহণ হচ্ছে এবং ফল ঘোষণা হবে ৪ মে।

ভোটকেন্দ্রে পুলিশকর্মীর উপর ছুরি-হামলার ঘটনা

চেন্নাই, ২৩ এপ্রিল: তামিলনাড়ুর পোরাইয়ার এলাকায় ভোটগ্রহণ চলাকালীন এক পুলিশকর্মীর উপর ছুরি হামলার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন এক হেড কনস্টেবল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পোরাইয়ারের জামালিয়া মিডল স্কুলের ৩২৪ নম্বর বুথে সকাল থেকেই দ্রুতগতিতে ভোটগ্রহণ চলছিল। সকাল ১১টা পর্যন্ত ওই বুথে প্রায় ৩৬.৬৫ শতাংশ ভোট পড়ে। এই সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কুথালাম থানার হেড কনস্টেবল বিঘ্নেশের উপর আচমকা এক ব্যক্তি ছুরি দিয়ে হামলা চালায়। তাঁর গলা ও দুই হাতে একাধিক আঘাত করা হয়। আহত পুলিশকর্মীকে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খলিস্তানি নেতা অমৃতপালের ২ দিনের পুলিশ হেপাজত

ডিব্রুগড় (অসম), ২৩ এপ্রিল: অজনালা থানা সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা অমৃতপাল সিংকে দুদিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ডিব্রুগড় সদর থানায় এনেছে পঞ্জাব পুলিশ। অজনালা মামলায় সম্প্রতি পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের নির্দেশে পঞ্জাব পুলিশ বুধবার অমৃতপাল সিংকে ডিব্রুগড় জেলা কারাগারেই গ্রেপ্তার করে। তবে তাকে অসমের ডিব্রুগড় কারাগারে বন্দি করে রাখার অনুমতিও বহাল রেখেছে পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্ট। আদালত বলেছে, তাকে পঞ্জাবে স্থানান্তর করা হলে আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা দেখা দিতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা আইনের (এনএসএ) বলে ২০২৩ সালের ২৩ এপ্রিল থেকে অসমের ডিব্রুগড় কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছিলেন খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা অমৃতপাল সিং। এনএসএর বলে বন্দিদশার মেয়াদ গতকাল বুধবার (২২ এপ্রিল) রাত ১১টা ৫৯ মিনিটে শেষ হয়েছে। মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কারাগারেই অমৃতপালকে আরও বেশ কয়েকটি ধারায় ফের গ্রেফতার করেছে পঞ্জাব পুলিশ। বৃহস্পতিবার জেলা কারাগারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের দল তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে সদর থানায় আনা হয় তাকে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে থানার ভেতরে ও বাইরে অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, পঞ্জাব পুলিশের হেফাজতে দুদিন ডিব্রুগড় সদর থানায় রেখে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, রিমান্ড শুনানি সহ সমস্ত আইনি

প্রক্রিয়া অমৃতসরের একটি ট্রায়াল কোর্ট থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে, যাতে সশরীরে স্থানান্তর ছাড়া তার আইনি প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়।মামলাটি ২০২৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি দায়েরকৃত এক এফআইআরের ভিত্তিতে করা হয়েছিল। অমৃতপাল সিং-সহ প্রায় ৪১ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। উল্লেখযোগ্য অভিযোগগুলির মধ্যে হত্যার চেষ্টা, সরকারি কর্মচারীদের ওপর হামলা, দাঙ্গা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অবৈধ জমায়েত এবং অস্ত্র আইন লঙ্ঘন। অসম পুলিশ জানিয়েছে, খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা অমৃতপাল সিংকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এখনই বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা যাবে না, অপেক্ষা করতে হবে, জানিয়েছেন ডিব্রুগড়ের এক পদস্থ পুলিশ আধিকারিক। জানা গিয়েছে, এক ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ডিএসপি) পদমর্যাদার আধিকারিকের নেতৃত্বে পঞ্জাব থেকে পুলিশের এক দল অসমে আসে। পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের অনুমতি পাওয়ার পর অসম সরকার ডিব্রুগড় সেন্ট্রাল জেলে এনএসএ-র মেয়াদ শেষ হলেও অমৃতপাল সিংকে আরও কিছুদিন রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যায়। অমৃতপাল সিং একজন উগ্রপন্থী শিখ প্রচারক তথা খলিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অজনালা থানায় সংগঠিত থানায় প্রায় দু'মাস পর ২০২৩ সালের ২৩ এপ্রিল মোগা জেলার রোডে গ্রাম থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ওই থানায় অভিযোগ অমৃতপাল সিং এবং তার সমর্থকরা ব্যারিকেড ভেঙে অমৃতসরের উপকণ্ঠে একটি থানায় ঢুকে তাদের এক সহযোগীর মুক্তির দাবিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায়। এতদিন এই মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায়নি। কারণ অমৃতপাল সিং এনএসএর অধীনে প্রতিরোধমূলকভাবে বন্দি ছিলেন। এই মামলায় অমৃতপাল সহ মোট ৪১ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় যেমন খুনের চেষ্টা, সরকারি কর্মচারীর ওপর হামলা, অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, দাঙ্গা, অবৈধ জমায়েত এবং অস্ত্র আইনের অধীনে মামলা রুজু করা হয়েছে। কারাবন্দি অবস্থায় অমৃতপাল সিং ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসেবে পঞ্জাবের খাদুর সাহিব কেন্দ্র থেকে প্রায় ১.৯ লক্ষ ভোটে জয়লাভ করেন। ২০২৪ সালের ৫ জুলাই তিনি সাংসদ হিসেবে শপথ নেন।

উত্তরপ্রদেশে দুর্ঘটনায় মৃত ১১

নিজস্ব প্রতিবেদন, মির্জাপুর, ২৩ এপ্রিল: উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। বুধবার রাতে মির্জাপুরের ব্রাহ্মণগঞ্জ উপত্যকার কাছে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। মির্জাপুরের এসপি অপর্ণা রজত কৌশিক বলেন, 'রাত প্রায় সাড়ে ৮টা নাগাদ আমরা ব্রাহ্মণগঞ্জ থেকে নামার পথে একটি দুর্ঘটনার খবর পাই। যানবাহনগুলো যখন নীচে নামছিল, তখন এই দুর্ঘটনা ঘটে। পেছন থেকে আসা একটি ট্রাক, সম্ভবত ব্রেক ফেল করার কারণে, সামনে এগোতে এগোতে সামনের গাড়িগুলোকে ধাক্কা দেয়। এটি আরেকটি ট্রাকের সঙ্গেও ধাক্কা মারে, যার ফলে একটি গাড়ি দু'টির মাঝে আটকে পড়ে। এছাড়াও, ধাক্কা লাগার পর আরেকটি গাড়িতে আগুন ধরে যায়। রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে বর্তমানে যানবাহন ও ট্রাক সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

ময়দান

বাঁকুড়ায় অম্বর রায় অনূর্ধ্ব-১৩ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন সোনামুখীর অন্নপূর্ণা একাডেমি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাঁকুড়ার তামলি বাঁধ স্টেডিয়ামে রোমাঞ্চের চূড়ান্ত নজির গড়ল অম্বর রায় অনূর্ধ্ব-১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল। সিএবি অনুমোদিত বাঁকুড়া ডিএসএর তত্ত্বাবধানে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার ট্রফি জিতে নিল সোনামুখীর অন্নপূর্ণা ক্রিকেট একাডেমি। একেবারে শেষ মুহূর্তের উত্তেজনায় ভরা ম্যাচে তারা এক উইকেটের ব্যবধানে হারাল ক্রিকেট একাডেমি অফ বাঁকুড়াকে।

চ্যাম্পিয়ন সোনামুখীর অন্নপূর্ণা ক্রিকেট একাডেমির ক্রিকেটাররা।

প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট একাডেমি অফ বাঁকুড়া ১২৩ রান তোলে। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে সোনামুখীর অন্নপূর্ণা ক্রিকেট একাডেমি শুরু থেকেই চাপে পড়লেও লড়াই ছাড়েনি। শেষ পর্যন্ত ৩৪তম ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান তুলে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় তারা।

ফাইনালে অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য সোনামুখীর অভিষেক রুইদাস 'ম্যান অব দ্য ম্যাচ' নির্বাচিত হন। অন্যদিকে, ম্যাচে ব্যক্তিগত সর্বাধিক রান করার জন্য ক্রিকেট একাডেমি অফ বাঁকুড়ার সারজিস চক্রবর্তী বিশেষ সম্মানে ভূষিত হন।

এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে দুই দলই পরবর্তী পর্যায়ের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে। আগামী ২৫ এপ্রিল সিএবি আয়োজিত প্রতিযোগিতায় সোনামুখীর অন্নপূর্ণা ক্রিকেট একাডেমি মালদায় এবং ক্রিকেট একাডেমি অফ বাঁকুড়া বালুরঘাটে অংশগ্রহণ করবে। ফাইনাল ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন সিএবি-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সদস্য আশিস চক্রবর্তী, বাঁকুড়া ডিএসএর প্রাক্তন কার্যকরী সভাপতি সুব্রত দরিপা এবং বর্তমান কার্যকরী কমিটির সদস্য রঞ্জিত দে সহ অন্যান্য ক্রীড়া প্রশাসকরা।

চেন্নাই জিতল ১০৩ রানে

নিজস্ব প্রতিবেদন: সঞ্জুর শতরানের ওপর ভর করে প্রথমে ব্যাট করে চেন্নাই নির্দিষ্ট ২০ ওভারে তোলে ২০৭ রান। জেতার জন্য মুম্বইয়ের দরকার ছিল ২০৮। মাঠও ছিল মুম্বইয়ের পরিচিত। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই বিপর্যয়ে পড়ে মুম্বই। নিয়মিত উইকেট হারাতে থাকে তারা। ওপেনারদের কেউই দলকে ভালো শুরু এনে দিতে পারেননি। রোহিত শর্মার অনুপস্থিতি স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। মিডল অর্ডারের তারকারাও দায়িত্ব নিতে ব্যর্থ হন।

চেন্নাইয়ের বোলিং আক্রমণের সামনে মুম্বই যেন অসহায় হয়ে পড়ে। বিশেষ করে স্পিনার আকিল হুসেন দুর্দান্ত বোলিং করেন। তাঁর ঘূর্ণিতে দিশেহারা হয়ে যায় মুম্বইয়ের ব্যাটিং লাইনআপ। অন্য বোলাররাও নিখুঁত লাইন-লেন্থে বল করে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখেন। শেষ পর্যন্ত মাত্র ১০৪ রানেই গুটিয়ে যায় মুম্বইয়ের ইনিংস।

এই হার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে পরাজয়ের রেকর্ড হিসেবে থেকে গেল। অন্যদিকে চেন্নাইয়ের কাছে এটি আত্মবিশ্বাস ফেরানোর জয়। সাত ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে তারা আবার প্লে-অফের দৌড়ে ঢুকে পড়েছে।

সব মিলিয়ে ম্যাচের নায়ক নিঃসন্দেহে সঞ্জু স্যামসন। তাঁর শতরানই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। পরে বোলাররা সেই কাজ নিখুঁতভাবে শেষ করেন। ঘরের মাঠে মুম্বইকে হারিয়ে চেন্নাই বুঝিয়ে দিল, তারা এখনও লড়াই থেকে ছিটকে যায়নি।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং ইউআরসি-২
আইনের একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৭৪(বি) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৩৬৬-এর উপধারা (২) অনুসারে, এতদ্বারা পনেরো দিনের মধ্যে কিন্তু অতঃপর ত্রিশ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরুগাঁও (হরিয়ানা), পিনকোড-১২২০৫০-এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হচ্ছে, যাতে মেসার্স ভিজিপিএল নেভিগেশন এলএলপি (এলএলপিআইএন এএকে-৭০৫৫), একটি সীমিত দায়বদ্ধ অংশীদারী প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানির একবিংশ অধ্যায়ের প্রথম ভাগের অধীনে নিবন্ধিত করা যায় কোম্পানি আইন ২০১৩ অনুযায়ী, শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ -
এই কোম্পানিটি মেসার্স ভিজিপিএল নেভিগেশন এলএলপি-কে রূপান্তরিত করে গঠিত হচ্ছে, যার নিবন্ধিত কার্যালয় ইউএনএফ-২৬, ৩য় তল, উন্নয়ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অবস্থিত এবং যার ব্যবসা, তার সমস্ত সম্পদ, দায়, অধিকার, লাইসেন্স, বাধ্যবাধকতা এবং সম্পত্তি সহ প্রাপ্য অধিকারসমূহ একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই কোম্পানিতে স্থানান্তরিত ও ন্যস্ত করা হচ্ছে।
ভারত এবং আন্তর্জাতিকভাবে শিপিং এবং অন্যান্য শিল্প জুড়ে সমস্ত প্রক্রিয়া, উপ-প্রক্রিয়া, লেনদেন এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম সহ আউটসোর্সিং পরিষেবা প্রদানের ব্যবসা পরিচালনা করা; যার মধ্যে রয়েছে ব্যাক-অফিস সাপোর্ট, ওয়েব সাপোর্ট, আর্থিক ও ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ, বাজার গবেষণা, অ্যাকাউন্টিং, পে-রোল, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, শিপিং এবং লজিস্টিকস সাপোর্টের মতো আইটি-সক্ষম পরিষেবা; এবং বিশেষায়িত বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা ও শিল্প বিশেষজ্ঞতা প্রয়োজন এমন পরামর্শমূলক এবং ডোমেইন-ভিত্তিক পরিষেবা প্রদান করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি এবং সংঘবিধির একটি অনুলিপি ইউএনএফ-২৬, ৩য় তল, উন্নয়ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অবস্থিত অফিসে কার্যদিবসে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২ টার মধ্যে পরিদর্শন করা যাবে।

৪. এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, এই আবেদনের বিষয়ে কোনো ব্যক্তি আপত্তি জানালে, তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরুগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০-এ অবস্থিত রেজিস্ট্রারের কাছে লিখিতভাবে তার আপত্তি জানাতে পারবেন।

ভিজিপিএল নেভিগেশন এলএলপি-এর পক্ষে
স্বা/-
কল্যাণ ব্যানার্জী
মনোনীত অংশীদার
তারিখ : ২৪.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা
ডিপিআইএন : ০৫১২৮৬৫৪

সামীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড
৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জি লেন ১ম তল
রুম নং ১, হাওড়া
কলকাতা - ৭১১১০২ (পশ্চিমবঙ্গ)
CIN: U45200WB2007PTC114442
ফোন নং : ৮৯৪৮৮ ৮৮৮৯৮
ইমেল আইডি : agarwalnits@gmail.com
ফর্ম নং আইএনসি - ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কেন্দ্রীয় সরকার
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন
কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ (৬)(এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
সামীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস ৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জি লেন ১ম তল, রুম নং ১, হাওড়া
কলকাতা - ৭১১১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে
... দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানির শনিবার ৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে"** স্থানান্তরের বিষয়টি কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার এর নিকট কোম্পানি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের ফর্মপূরণ সাপেক্ষে বা হাতেহাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে **রিজিওনাল ডিরেক্টর, (ইস্টার্ন রিজিওন), কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ (পব)** ঠিকানায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে এবং একটি কপি নিম্নে উল্লিখিত কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
সামীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ৬/১, দেবনাথ ব্যানার্জি লেন ১ম তল, রুম নং ১, হাওড়া, কলকাতা - ৭১১১০২ (পশ্চিমবঙ্গ)
ইমেল : agarwalnits@gmail.com
CIN: U45200WB2007PTC114442
আবেদনকারীর পক্ষে
সামীরা এনক্লেভ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
মণীশ কুমার আগরওয়াল
তারিখ : ২৩.০৪.২০২৬ ডিন : ০১১০৬০১৩
স্থান : কলকাতা ডিরেক্টর

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ,
১৪-ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক গার্ডেনরিচ শাখার জন্য লিজে প্রেমিসেসের জন্য টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক কলকাতা শহরে, গার্ডেন রিচ এলাকায়, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পব, ১১০০ বর্গফুট থেকে ১২০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া মাপের একতলায় পার্কিং সুবিধা সহ ১৫ বছরের লিজে শাখা এবং আনুমানিক ১০০ বর্গফুট এটিএম জন্য (তৈরি/নির্মীয়মাণ প্রেমিসেস) অফিস প্রেমিসেস এর মালিকগণের কাছ থেকে ২ ডাক ব্যবস্থায় (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল ডাক) টেন্ডার আহ্বান করছে।
টেন্ডার ফর্ম নিম্নোক্ত ঠিকানা থেকে ২৪.০৪.২০২৬ বেলা ১২ টা থেকে ১৪.০৫.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত ২৫০ টাকা (অফেরতযোগ্য) ডিডি'র আকারে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুকূলে জমা দিয়ে সংগ্রহ করতে পারেন। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৪.০৫.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত। টেন্ডারের বিস্তারিত আমাদের ওয়েবসাইট **www.indianbank.in** থেকে পাওয়া যাবে।
ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব বাতিলের অধিকার রাখে।

স্বা/-
জোনাল ম্যানেজার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ,
১৪-ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা- ১

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
(বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড)-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	**বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড**
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২১ মে ১৯৯৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB1996PLC079772
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রিন্সিপাল অফিসের ঠিকানা (যদি কিছু থাকে)	পি ২৬বি, কসবা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, ফেজ ৩, তিলজলা কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১০৭
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	২০ এপ্রিল ২০২৬ (মহামান্য এনসিএলটি কতৃক লিকুইডেশন নির্দেশ তারিখের পূর্বে)
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	**২১ এপ্রিল ২০২৬**
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত লিকুইডেটরের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	নীরজ কুমার সুরেকা IBBI/IPA-001/IP-P-01539/2019-2020/12517
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সেন্ট্রাল প্লাজা,৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২ পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল : ipneerajsureka@gmail.com**
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সেন্ট্রাল প্লাজা,৭ম তল, রুম নং এইচ, ৪১, বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১২ পশ্চিমবঙ্গ **ইমেল : cirp.bally@gmail.com**
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	২০ মে ২০২৬

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (কলকাতা বেঞ্চ) নির্দেশ দিয়েছে **বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড**-এর লিকুইডেশন শুরুর তারিখ **২১ এপ্রিল ২০২৬** কোড এর ৩৩ ধারা অধীনে।
বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি **২০ মে ২০২৬** তারিখে অর্ন্তবর্তীকালীন লিকুইডেটরের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

নীরজ কুমার সুরেকা
লিকুইডেটর : বালি এক্সপোর্টস লিমিটেড
IBBI/IPA-001/IP-P-01539/2019-2020/12517
এএফএ বৈধ : ৩০.০৬.২০২৭পর্যন্ত
তারিখ : ২৩.০৪.২০২৬
স্থান : কলকাতা

নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে আমি আনিসুর রহমান পিতা মরহুম সিরাজুল ইসলাম গ্রাম কাউকে পাড়া পোস্ট দেবালয়া থানা দেগঙ্গা জেলা উত্তর ২৪ পরগনা পিন ৭৪৩৪২৪ বর্তমানে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে 120 নম্বর দেগঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি। আমার বিরুদ্ধে একটি বিচারাধীন মামলা রয়েছে LD SPECIAL JUDGE CBI (1), BICHAR BHAWAN, KOL - 700001,
যার বিবরণ নিম্নরুপ -
মামলা নং : ML 16/2023
(ECIR/KLZO-I/04/2022
Dated - 10/04/2022)
Sections – U/S- 3 & 4 Prevention of Money Laundering Act 2002.
উপরিউক্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

Bata
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড
CIN: L19201WB1931PLC007261
রেজিস্টার্ড অফিস: ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৬, পশ্চিমবঙ্গ
টেলিফোন: +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৯৬ | ফ্যাক্স: +৯১ ৩৩ ২২৮৯ ৫৭৪৮
ই-মেইল: share.dept@bata.com | ওয়েবসাইট: www.bata.in

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (সংশোধিত) ("অ্যাক্ট")-এর ধারা ১০৮, ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (যদি থাকে)-এর সাথে পঠিত কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ (সংশোধিত), কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") দ্বারা জারি করা জেনারেল সার্কুলারসমূহ, যাদের নং ১৪/২০২০, নং ১৭/২০২০, নং ২২/২০২০, নং ৩৩/২০২০, নং ৩৯/২০২০, নং ১০/২০২১, নং ২০/২০২১, নং ৩/২০২২, নং ১১/২০২২, নং ০৯/২০২৩, নং ০৯/২০২৪ এবং নং ০৩/২০২৫ যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ১৫ জুন, ২০২০, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২০, ২৩ জুন, ২০২১, ৮ ডিসেম্বর, ২০২১, ৫ মে, ২০২২, ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে জারি করা (সম্মিলিতভাবে "এমসিএ সার্কুলারসমূহ"), আইসিএসআই দ্বারা জারি করা সাধারণ সভাগুলির সংশোধিত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) অনুসারে, কোম্পানি বৃহস্পতিবার, ২৩ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে পোস্টাল ব্যালট (ই-ভোটিং) নোটিশ (১৫ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের) ("নোটিশ") প্রেরণ সম্পন্ন করেছে (কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ www.bata.in এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট- www.evoting.nsdl.com-এ) ইমেলের মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত আছে, পোস্টাল ব্যালট (ই-ভোটিং)-এর মাধ্যমে সম্পাদিত হতে যাওয়া নিম্নলিখিত বিশেষ ব্যবসার জন্য সম্মতি চাওয়ার উদ্দেশ্যে:সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, সভা, রেকর্ড তারিখ এবং অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যের জন্য কোম্পানি দ্বারা ৮ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত এবং ৯ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে "ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস" (ইংরেজি) এবং "একদিন" (বাংলা) সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনটি দেখতে। উক্ত বিজ্ঞাপন কোম্পানির ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ আছে এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতেও পাঠানো হয়েছে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে, যাতে তারা তাঁদের নিজ নিজ ওয়েবসাইটে তা প্রচার করতে পারে।

আইটেম নং	প্রস্তাবের প্রকার	সংক্ষিপ্ত বিবরণ
১	বিশেষ	মিস রাধা রাজাপ্পা (DIN: 08530439)-কে স্বাধীন ডিরেক্টর হিসেবে পুনঃনিয়োগ

সদস্যদের এতদ্বারা আরও জানানো হচ্ছে যে:

১. অ্যাক্টের ১০৮, ১১০ ধারা এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান (যদি থাকে)-এর সাথে পঠিত এর অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী, এমসিএ পরিপত্রসমূহ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ (সংশোধিত)-এর ৪৪ নম্বর রেগুলেশন মেনে, কোম্পানি তার সকল সদস্যদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। সদস্যদের বৈদ্যুতিনভাবে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা করে দিতে রিমোট ই-ভোটিং পরিচালনার জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-কে নিয়োগ করেছে। এমসিএ পরিপত্র অনুযায়ী এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য বিজ্ঞপ্তির ফিজিক্যাল কপি, পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং ডাকমাশুল সমেত প্রিপেইড উত্তরের খাম সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। সেই অনুযায়ী, সদস্যদের সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমেই হবে।

২. **উক্ত রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা শুক্রবার, ২৪ এপ্রিল, ২০২৬ (সকাল ৯:০০ টা আইএসটি) শুরু হবে এবং শনিবার, ২৩ মে, ২০২৬ (বিকাল ৫:০০ টা আইএসটি) শেষ হবে।** সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান বিকাল ৫:০০ টার আগে সম্পন্ন করতে। শনিবার, ২৩ মে, ২০২৬ আইএসটি-তে বিবেচনার যোগ্য হওয়ার জন্য, অন্যথায় এটি কঠোরভাবে বিবেচনা করা হবে যে সংশ্লিষ্ট সদস্যদের কাছ থেকে কোনও ভোট পাওয়া যায়নি। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি এনএসডিএল দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হবে।

৩. পোস্টাল ব্যালট (রিমোট ই-ভোটিং) প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরস স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে মেসার্স কোচার অ্যান্ড কোং, অ্যাডভোকেটস এবং লিগ্যাল কনসালট্যান্টস, ১১তম ফ্লোর, টাওয়ার-এ, ডিএলএফ টাওয়ারস, যশোলা ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নতুন দিল্লি-১১০০২৫-এর পার্টনার শ্রী গগন বর্মা [বি.কম (অনার্স), এলএলবি এবং কোম্পানি সেক্রেটারি], তিনি ব্যর্থ হলে, অ্যাসোসিয়েট পার্টনার শ্রী ওবায়দুর রহমান [বি.কম (অনার্স), এলএলবি এবং কোম্পানি সেক্রেটারি]-কে নিয়োগ করেছে।

৪. কোম্পানির যে সদস্যদের নাম ডিপোজিটরি অর্থাৎ সিডিএসএল সিডিএসএল এবং এনএসডিএল -এর কাছ থেকে প্রাপ্ত সদস্যদের রেজিস্টার/বেনিফিশিয়াল ওনারদের তালিকায় শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখ অনুযায়ী রয়েছে, সেইসব সদস্যসহ যারা কোম্পানি/ইস্যুর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (মেসার্স এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে মেসার্স লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), সি ১০১, ২৪৭ পার্ক, এল.বি.এস. মার্গ, ভিখরোলি (পশ্চিম), মুম্বাই-৪০০০৮৩) ("আরটিএ")/ডিপোজিটরির কাছে ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত না থাকার কারণে বিজ্ঞপ্তি পাননি, শুধুমাত্র তারাই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন। শুক্রবার তারিখে সদস্যদের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্যের উপর ভোটাধিকার গণনা করা হবে। ১৭ এপ্রিল, ২০২৬ ("কাট-অফ তারিখ")। **যে ব্যক্তি বিজ্ঞপ্তিটি পেয়েছেন কিন্তু কাট-অফ তারিখে সদস্য ছিলেন না, তাঁর বিজ্ঞপ্তিটিকে শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে গণ্য করা উচিত।**

৫. পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল সোমবার, ২৫ মে, ২০২৬ তারিখ বা তার আগে বিকাল ৫:০০ টার মধ্যে ঘোষণা করা হবে (আইএসটি) বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর চেয়ারম্যান অথবা তাঁর অনুপস্থিতিতে কোম্পানির এমন কোনও ডিরেক্টর/কেএমপি দ্বারা, যিনি এই বিষয়ে যথাযথভাবে অনুমোদিত এবং ঘোষিত ফলাফলগুলি স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্টের সাথে অন্তত ৩ (তিন) দিনের জন্য কলকাতার কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে এবং গুরুগ্রামে কোম্পানির কর্পোরেট অফিস মাইলস্টোন এক্সপেরিয়ন সেন্টারে প্রদর্শিত হবে। ২য় ফ্লোর, সেক্টর ১৫, পার্ট ২, গুরুগ্রাম-১২২০০১, হরিয়ানা এবং এটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bata.in) এবং এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইটেও (www.evoting.nsdl.com) আপলোড করা হবে এবং একইসঙ্গে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে (ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, বিএসই লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড) পাঠানো হবে যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে।

৬. ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা এবং যাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা share.dept@bata.com-এ কোম্পানির কাছে বা investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com-এ আরটিএ-এর কাছে নিম্নলিখিত নথিগুলি পাঠিয়ে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করার পরে ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন:
i. একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান কপি, যেখানে নাম, ফোলিও নম্বর এবং ধারণকৃত শেয়ারের সংখ্যা ও সম্পূর্ণ ডাক ঠিকানা উল্লেখ থাকবে;
ii. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি; এবং
iii. শেয়ারহোল্ডিংয়ের বিপরীতে নিবন্ধিত সদস্যের ডাক ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন আধার কার্ড/সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ বিল/সাম্প্রতিক টেলিফোন বিল/ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপোর্ট/ভোটার আইডি কার্ড/ব্যাঙ্ক পাসবুকের বিবরণ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি।
ডিম্যাট মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি সরাসরি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের সাথে আপডেট করা উচিত।

৭. যে সদস্যরা কোম্পানি, এর আরটিএ বা ডিপোজিটরিগুলির কাছে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি এবং পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি পেতে চান এবং/অথবা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে চান তারাও কোম্পানির share.dept@bata.com-এ অথবা আরটিএ -এর investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com-এ অথবা এনএসডিএল -এর evoting@nsdl.com-এ লিখতে পারেন এবং নিম্নলিখিত নথিগুলি পাঠিয়ে রিমোট ই-ভোটিংয়ের জন্য তাদের ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন:
i) একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্রের স্ক্যান কপি যেখানে তাদের নাম এবং ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি / ফোলিও নম্বর উল্লেখ থাকবে;
ii. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি; এবং
iii. শেয়ারহোল্ডিংয়ের বিপরীতে নিবন্ধিত সদস্যের ডাক ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির (যেমন আধার কার্ড/সাম্প্রতিক বিদ্যুৎ বিল/সাম্প্রতিক টেলিফোন বিল/ড্রাইভিং লাইসেন্স/পাসপোর্ট/ভোটার আইডি কার্ড/ব্যাঙ্ক পাসবুকের বিবরণ) স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান কপি।
কোম্পানি অতিরিক্তভাবে সদস্যদের সাময়িকভাবে তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার সুবিধা প্রদান করেছে, বিজ্ঞপ্তি সহ শেয়ারহোল্ডারদের যোগাযোগ গ্রহণের সীমিত উদ্দেশ্যে https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email_Register.html লিঙ্কটি অ্যাক্সেস করে।
এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে ইমেল ঠিকানাগুলির স্থায়ী নিবন্ধনের জন্য, সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের মাধ্যমে ডিপোজিটরির কাছে ইলেকট্রনিক হোল্ডিংয়ের সাপেক্ষে তাদের ইমেল ঠিকানাগুলি নিবন্ধন করতে।

৮. কোনও প্রশ্ন/অভিযোগের ক্ষেত্রে (রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন সহ)। সদস্যরা এনএসডিএল -এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এর ডাউনলোড বিভাগের অধীনে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য বারবার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল উল্লেখ করতে পারেন বা যোগাযোগ করতে পারেন:
i. শ্রী প্রীতম দত্ত, ডেপুটি ম্যানেজার, এনএসডিএল, ৩০১, ৩য় ফ্লোর, নমন চেম্বার্স, জি ব্লক, প্লট নং সি-৩২, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা পূর্ব, মুম্বাই-৪০০০৫১, মহারাষ্ট্র-এ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ টেলিফোন নম্বরে অথবা ইমেল আইডি: evoting@nsdl.com-এ
ii. শ্রী মিলন অরোরা, ডেপুটি ম্যানেজার, বাটা সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট, ফোন নম্বর: ০৩৩-২২৮৯ ৫৭৯৬/+৯১ ৯২৬৬৬৮৬৫৪৭-এ অথবা ইমেল আইডি: share.dept@bata.com-এ

৯. আরও বিশদ বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে www.bata.in অথবা যে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি তালিকাভুক্ত রয়েছে তাদের ওয়েবসাইটগুলি দেখুন।

পরিচালনা পর্ষদের আদেশানুসারে
বাটা ইন্ডিয়া লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
নিতিন বাগারিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান: গুরুগ্রাম
তারিখ: এপ্রিল ২৩, ২০২৬

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ● তৃণমূল প্রার্থী

ভবানীপুরে বড় ফ্যাক্টর হতে পারে ৩৪ শতাংশ অবাঙালি হিন্দু ভোটার

শুভেন্দু অধিকারী ● বিজেপি প্রার্থী

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ফলে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন উঠছে, তিনি ভবানীপুরেও সেই সাফল্যের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারবেন কি না তা নিয়ে। আর সেই কারণে বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভবানীপুরের মতো হাইপ্রোফাইল কেন্দ্রে ভোটের অঙ্ক মেলাতে মরিয়া বিজেপি। কারণ, এই কেন্দ্রে নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে বাঙালি হিন্দু ভোটারদের পাশাপাশি অবাঙালি ভোটব্যাঙ্কও। সেই অবাঙালি, বিশেষ করে পাঞ্জাবি ভোটারদের ক্ষোভ প্রশমন এবং তাঁদের আস্থা অর্জনে কেন্দ্রীয় রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প প্রতিমন্ত্রী রভণীত সিং বিট্টুকে ময়দানেও নামাতে দেখা যায় রাজ্য বিজেপিকে। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলতেই হয়, ভবানীপুর কেন্দ্রে বাঙালি হিন্দু ভোটারের সংখ্যা প্রায় ৪২ শতাংশ। কিন্তু এর পাশাপাশি প্রায় ৩৪ শতাংশ অবাঙালি হিন্দু ভোটারের উপস্থিতি এই কেন্দ্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই ৩৪ শতাংশের মধ্যে গুজরাতি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি এবং মারোয়াড়িরা রয়েছেন। আর এই ৩৪ শতাংশ যে কোনও প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণে বড় ভূমিকা নেয়।

তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাকা শ্রেয়, ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী তথা বিধানসভার বিদায়ী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কয়েকদিন আগে প্রচারের জন্য এলাকায় গেলে পাঞ্জাবি সম্প্রদায়ের একাংশের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। অভিযোগ ওঠে, এক পাঞ্জাবি আইপিএস অফিসারকে নিয়ে শুভেন্দু যে মন্তব্য করেছিলেন, তাতেই চটেছেন স্থানীয় পাঞ্জাবিরা।যদিও সেই ক্ষোভ সামাল দিতে মনোনয়ন জমা দেওয়ার আগেই শুভেন্দু নিজেই সন্ত কুটিয়া গুরুদ্বারাতে গিয়ে প্রার্থনা সেরেছিলেন। তবে এই ঘটনার পরেও কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে রাজি নয় বঙ্গ বিজেপি। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রভণীত সিং বিট্টুকে এলাকায় বিশেষ জনসংযোগে নামানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

অন্যদিকে, নিজের খাস তালুকে বিরোধী দলনেতা চুটিয়ে প্রচার করে যাবেন তা মানতে নারাজ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও নেমে পড়েছেন জনসংযোগে। সব মিলিয়ে একটা যুদ্ধের পরিস্থিতি বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না।

আর এই ভবানীপুরের ভোটযুদ্ধে তৃণমূল সুপ্রিমোকে হারানোর জন্য দৃঢ়সংকল্প শুভেন্দু। বিধানসভা ভোটের জন্য বিজেপি তাদের ইস্তেহার প্রকাশের আগেই ভবানীপুর কেন্দ্রের জন্য পৃথক ভাবে ইস্তেহার প্রকাশ করেন শুভেন্দু অধিকারী। আর এই ইস্তেহারে এই এলাকার বাসিন্দাদের জন্য মোট চার দফা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে শুভেন্দুর এই লড়াইকে যে বিজেপি বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছে, তা আরও স্পষ্ট হযেছে এই পৃথক ইস্তেহারে। এখানকার জনবিন্যাসের কথা মাথায় রেখেই ইস্তেহারে চেষ্টা হয়েছে ভবানীপুরবাসীর প্রায় সব অংশকেই ছুঁয়ে যাওয়ার। মোট চার দফা মোটা দাগে প্রতিশ্রুতির কথা রয়েছে এই ইস্তেহারে। মূলত এর মধ্যে রয়েছে, উন্নত পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্য, সুদৃঢ় আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং যুবকল্যাণ ও সামাজিক ন্যায়বিচার। একইসঙ্গে ভবানীপুরবাসীর প্রত্যেকের ঘরে নলবাহিত পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু। একই সঙ্গে প্রতিটি ওয়ার্ডে বেহাল রাস্তার সংস্কার এবং উন্নত সড়ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কলকাতায় অতীতে বর্ষাকালে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে। শুভেন্দু তাঁর 'বিকশিত ভবানীপুর'-এ এই সমস্যা দূর করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এই ইস্তেহারে। সঙ্গে দিয়েছেন অত্যাধুনিক জলনিকাশি ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন। পাশাপাশি সরকারি হাসপাতালগুলিতে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং দালালমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার কথাও বলেছেন।

এখানেই শেষ নয়, এই ইস্তেহার তৈরির সময়ে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ব্যবসায়ীদের কথাও মাথায় রাখা হয়। শুভেন্দুর আশ্বাস, গয়নার দোকানে সশস্ত্র হামলা রুখে ব্যবসায়ীদের জন্য তোলাবাজিমুক্ত এবং ভয়মুক্ত ব্যবসার পরিবেশ গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে অবৈধ নির্মাণ, জোর করে সম্পত্তি হস্তান্তর এবং জবরদখলও বন্ধ করার বার্তা দিয়েছেন তিনি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, পুলিশি ব্যবস্থা থাকবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত। মহিলাদের জন্য ১০০ শতাংশ সুরক্ষিত পরিবেশ তৈরি রাখার কথাও বলেছেন তিনি। রাতের পার্কিংয়ের নামে অবৈধ তোলাবাজি এবং সিন্ডিকেটরাজ বন্ধ করার কথাও বলেছেন। এই সবের পাশাপাশি আদিগঙ্গার সংস্কার করে সেখানকার ঘাটগুলিকে স্নানযোগ্য করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু। সুভাষচন্দ্র বসু, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি-সহ ওই এলাকার বিভিন্ন মঠ, মন্দির, গুরুদ্বারকে রাজনীতিমুক্ত রাখার কথাও বলেছেন। কালীঘাটের কুমোর, মৃৎশিল্পী এবং পটশিল্পের জন্য বিশেষ সরকারি সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য সরকারি স্কুলগুলিতে 'স্কিল ডেভেলপমেন্ট' কর্মসূচি চালু করার কথা বলেছেন বিরোধী দলনেতা। জানিয়েছেন, আগামী প্রজন্মের জন্য সুস্থ এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলা হবে।

বিদায়ী বিরোধী দলনেতা প্রথম থেকেই একেবারে টি-টুয়েন্টির ঢংয়ে চুটিয়ে প্রচার করলেও বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন ছাড়া নিজের কেন্দ্রে প্রচারের ময়দানে সেভাবে দেখা যায়নি তৃণমূল সুপ্রিমোকে রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তে দলীয় প্রার্থীদের হয়ে প্রচার সারতে গিয়ে নিজের কেন্দ্রের জন্য সময় বের করতে পারেননি তিনি। তবে, এবার নিজের হয়ে ভোট চাইতে নামবেন মমতা। হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ভবানীপুরে তৃণমূল সুপ্রিমো আগামী ২৪ থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত টানা চারদিন নিজের খাসতালুকে প্রচার করতে দেখা যাবে তাঁকে। তবে তার আগে এতদিন মমতার হয়ে প্রচার করছিলেন তৃণমূলের শীর্ষস্তরের নেতারা বিশেষ করে ফিরহাদ হাকিম কলকাতা পুরনিগমের মেয়র ছাড়াও, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং জাভেদ খানের মতো শীর্ষ নেতারাও নিয়মিত ভবানীপুরের অলিগলিতে প্রচার চালান।বাড়ি-বাড়ি গিয়ে জনসংযোগ থেকে শুরু করে, ছোট-ছোট পথসভার মাধ্যমে তৃণমূল সুপ্রিমোর হয়ে প্রচার করছেন তাঁরা। এর পাশাপাশি প্রচারে নেওয়া হয় অভিনব কিছু উদ্যেগও। এই নয়া উদ্যোগ হল, ভবানীপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ দেওয়া হয় ভোটারদের। মূলত তৃণমূলের 'জয়হিন্দ বাহিনী'র সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রীর ভাই কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই এই নতুন প্রচার কৌশল সাজিয়েছেন ভবানীপুরের তৃণমূল নেতৃত্ব। আগামী কয়েক দিনে ভবানীপুর বিধানসভা এলাকার আটটি ওয়ার্ডে 'ফোটো বুথ' বা 'ফোটো কর্নার' করা হবে বলে দক্ষিণ কলকাতা তৃণমূল সূত্রের খবর। সেই বুথে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ছবির পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলা যাবে। সঙ্গে থাকবে স্লোগানও।

এদিকে ভবানীপুরের ইতিহাস বলছে, ভবানীপুর দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি। ২০১১ সালের পর থেকে এই কেন্দ্রে একাধিকবার জিতেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (২০১১ ও ২০২১ সালের উপনির্বাচন এবং ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন)। উপনির্বাচনগুলিতে তাঁর ভোট শতাংশ ৭০ শতাংশেরও বেশি ছিল।

ভবানীপুরের ভোটারদের বিশ্লেষণ করলে নজরে আসছে, এখানে প্রায় ৪২ শতাংশ হিন্দু, অবাঙালি হিন্দু ভোটারের সংখ্যা ৩৪ শতাংশ এবং মুসলিম ভোটারের সংখ্যা প্রায় ২৪ শতাংশ। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বললেই নয়, গত বছর ডিসেম্বরে কমিশন যে খসড়া তালিকা প্রকাশ করেছিল, তাতে ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৬১ হাজার ৫২৫ জন ভোটারের নাম ছিল। নতুন তালিকায় এর সঙ্গে জুড়েছে ১৮ জন ভোটারের নাম। খসড়া তালিকায় যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে থেকে বাদ গিয়েছে ২,৩৪২ জন ভোটারের নাম। আপাতত ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের চূড়ান্ত তালিকায় নাম রয়েছে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ২০১ জনের। ফলে এসআইআর পরবর্তী সময়ে সমীকরণ কিছুটা জটিল হয়েছে। সব মিলিয়ে এলাকার অবাঙালি ভোটারের আধিক্য এবং উল্লেখযোগ্য হারে মুসলিম ভোটার বাদ যাওয়া বাড়তি অক্সিজেন যোগাচ্ছে বিরোধী শিবিরকে। তবে ভোটে এসব কোনও ফ্যাক্টর হবে না। ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ঘাসফুল শিবির।

তবে বিজেপির জন্য একেবারে আশার আলো যে নেই তা নয়। কারণ, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভবানীপুরে তৃণমূলের লিড কমে দাঁড়ায় মাত্র ৮ হাজার ২৯৭ ভোটে। যেখানে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই ব্যবধান ছিল ২৮ হাজারের বেশি। এমনকী, ২৬৯টি বুথের মধ্যে ১৪৯টিতে বিজেপি এগিয়ে ছিল এবং কলকাতা পুরসভার ৮টির মধ্যে ৫টি ওয়ার্ডেও তারা লিড পায়। তবে ইতিহাস বলছে, ভবানীপুর দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি।যদিও ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল এখানে পিছিয়ে পড়েছিল, তবুও গত ১৫ বছরে মোট ৮টি নির্বাচনের মধ্যে ৭টিতেই তৃণমূল জয়ী বা এগিয়ে ছিল। সামগ্রিক পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যচ্ছে ভবানীপুরে ২০১১ সালের পর থেকে এই কেন্দ্রে একাধিকবার জিতেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার মধ্যে রয়েছে ২০১১ ও ২০২১ সালের উপনির্বাচন এবং ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন। শুধু তাই নয়, উপনির্বাচনগুলিতে তাঁর ভোট শতাংশ ছিল ৭০ শতাংশেরও বেশি।ফলে সামগ্রিক ভাবে এই কেন্দ্র এখনও তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলেই ধরা হয়।

ভবানীপুরের জনসংখ্যাগত বৈচিত্র্যও গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় ৪০ শতাংশ বাঙালি ভোটার, সমসংখ্যক গুজরাতি, মাড়োয়ারি, বিহারি ও অন্যান্য ভোটার রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে প্রায় ২৪ শতাংশ মুসলিম ভোটারের উপস্থিতি, যা এক মিশ্র সামাজিক গঠন তৈরি করেছে এই ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। আর এটাই একটা বড় ফ্যাক্টর নিঃসন্দেহে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ফল নির্ধারণে। কারণ, ২০২৬ সালের নির্বাচনে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড আশা করছে, অ-বাঙালি ভোটব্যাঙ্কের বড় অংশ তাদের দিকে আসবে, আর তৃণমূল চাইছে ২০২১ সালের মতো বড় জয়ের পুনরাবৃত্তি।

এদিকে ভবানীপুর কেন্দ্র নিয়ে একটা কথা না বললেই নয়। বিজেপি এবং ইলেকশন কমিশনকে এক পংক্তিতে রেখে নিজের মনোনয়ন বাতিল নিয়ে চক্রান্তের অভিযোগ তোলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, 'ভোটের মাঝেই আসন পুনর্বিন্যাস বিল আনা হয়েছে। এটা কত বড় অন্যায় ভাবুন। আমি যাতে ভোটে দাঁড়াতে না পারি, তার জন্যই এই চক্রান্ত করেছিল বিজেপি। আমার ভোট কেন্দ্রে নমিনেশন কাটবার জন্য ওই গদ্দাররা আমার নামে দু'টো মিথ্যে এফিডেভিড করে আমার নমিনেশন বাতিল করার চেষ্টা করেছিল।'

এরই মাঝে একটি বিতর্কিত পোস্টার ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ভবানীপুর জুড়ে। সম্প্রতি ভবানীপুরে একটি ব্যানার ঘিরে চর্চা তুঙ্গে। সেখানে লেখা, 'ভবানীপুরে এবার পাঁঠা বলি হবে'। ব্যানারটির নিচে রয়েছে 'দক্ষিণ কলকাতা ফ্যাম কমিউনিটি'-র নাম। ব্যানারের পাশে একটি হাঁড়িকাঠের ছবি এবং তার সঙ্গে একটি পাঁঠার মুখ ব্যবহার করা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সেই পাঁঠার মুখটি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু আধিকারীর মুখের আদলে তৈরি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে শোনা যাচ্ছে, 'ভবানীপুরের গলার কাঁটা, শুভেন্দু এবার বলির পাঁঠা।' তবে ৪ মে বোঝা যাবে, বাস্তবে কে কার গলার কাঁটা হয়ে দাঁড়ালেন।

নজরকাড়া কেন্দ্র

২০২১ সালের বিধানসভা উপনির্বাচনের ভোটের হিসাব

প্রার্থীর নাম	দল	ভোট	ভোট শতাংশ
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	তৃণমূল কংগ্রেস	৮৫,২৬৩	৭১.৯০ %
প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল	বিজেপি	২৬,৪২৮	২২.২৯ %
শ্রীজীব বিশ্বাস	সিপিএম	৪,২২৬	০৩.৫৬ %

২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটারের হিসেবনিকেশ

কেন্দ্র	২০২৪ সালের ভোটার লিস্টে মোট ভোটার	২০২৬ সালের এসআইআর-এ খসড়া তালিকা	২০২৬ সালের এসআইআর-এ চূড়ান্ত তালিকা
ভবানীপুর	২,০৫,০০	১,৬১,৫২৫	১,৫৯,২০১

এছাড়াও বিচারাধীন রয়েছেন বেশ কিছু ভোটার

হটস্পট কেন্দ্র ভবানীপুর

যাদুর কপালে ভোট দিয়ে যা, ভোট দিয়ে যা, আয় ভোটার আয়...

ভবানীপুর কেন্দ্রে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রচারে ভবানীপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী।

প্রচারে চুঁচুড়া কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য।

চন্দ্রকোনা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলুই নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন।

প্রচারে খড়দা কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী দেবজিৎ দাস।

প্রচারে পানিহাটি কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রত্না দেবনাথ।